অ্যাকাউন্ট ছাড়াই
ব্যাঙ্কে পাঠানো যাবে
৫০ হাজার টাকা

আজকাল

Extent
এক্সটেন্ট মেডিক্যাল অ্যান্ড সার্জিকাল সেন্টার
24x7-উন্নত পরিষেবায় সাথে আছি পাশে আছি
বড় বাজার, চন্দননগর, হুগলী
(HDFC BANK)-এর পাশে
033-26832115, 6290205359
E-MAIL-info@wwhc.in

www.aajkaal.in
কলকাতা ২৬ কার্তিক ১৪৩৩ শুক্রবার ১৩ নভেম্বর ২০২৬ শহর সংস্করণ* ৫.০০ টাকা ১৪ পাতা
পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১ টাকা

এবার চুক্তিতে ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী: স্বাস্থ্যমন্ত্রী

আজকালের প্রতিবেদন

রাজ্যের সরকারি হাসপাতালে এবার চুক্তিভিত্তিক চিকিৎসক নিয়োগ করা হবে। পরে নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীও নিয়োগ হবে। সরকারি হাসপাতালে যেখানে যেভাবে প্রয়োজন, সেখানে সেভাবে নিয়োগ করা হবে। গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে শুরু করে মেডিক্যাল কলেজেও নিয়োগ করা হবে। আজ, শুক্রবার থেকেই নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ শারদ্বত মুখার্জি। এখনও অনেক হাসপাতালে চিকিৎসকের ঘাটতি যে রয়েছে, তা মেনে নিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। সেই ঘাটতি মেটাতেই চুক্তিভিত্তিক চিকিৎসক নিয়োগ। কারণ, স্থায়ী চিকিৎসক নিয়োগ পাবলিক সার্ভিস কমিশন (পিএসসি)-এর মাধ্যমে হয়। বিজ্ঞাপন দেওয়া থেকে শুরু করে সমস্ত প্রক্রিয়া মিটতে মিটতে দেড় বছরের মতো সময় লেগে যাবে। এতদিন স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষে বসে থাকা সম্ভব নয়। তাই আপাতত চুক্তির ভিত্তিতেই চিকিৎসক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। স্বচ্ছতা বজায়ে সরকারি স্বাস্থ্যক্ষেত্রে পিএসসি-র মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়ার বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। এতদিন হেল্‌থ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে চিকিৎসক, নার্স, টেকনিশিয়ানের মতো স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়োগ করা হত। বিগত দিনে এই বোর্ড নিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই স্বজনপোষণের অভিযোগ উঠেছে।

শুধু জেলার নয়, কলকাতার হাসপাতালগুলিতেও চুক্তিভিত্তিক চিকিৎসক নিয়োগ করা হবে। কারণ, শহরের বেশ কিছু হাসপাতালে চিকিৎসকের ঘাটতি রয়েছে।

● এরপর ২ পাতায়

ফুটপাথে তৈরি লোহার গেট ভাঙল পুরসভা

আজকালের প্রতিবেদন

সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির কালীঘাটের বাড়ির সীমানা প্রাচীরের ফটকের বাইরে আরও একটি লোহার গেট ভেঙে দেওয়া হল। গ্যাস কাটার দিয়ে কাটা হয় সেটি। অভিযোগ, ফুটপাথ দখল করে লোহার গেটটি বসানো ছিল। বৃহস্পতিবার সকালে অভিযান চালানো হয়। তাঁর বাড়ির সামনে থাকা একটি শহিদবেদিও বুলডোজার দিয়ে ভেঙে ফেলা হয়। সঙ্গে ছিল পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। শহিদবেদিটি ফুটপাথ দখল করে তৈরি করা হয়েছিল বলে অভিযোগ। পাশাপাশি বাড়ির সামনে

অভিষেকের বাড়ির সামনে

ফুটপাথের ওপর বাঁশ দিয়ে তৈরি করা অস্থায়ী পুলিশ কিয়স্কের কাঠামোও বুলডোজার দিয়ে ভাঙা হয়। অস্থায়ী ওই ছাউনি ভাঙার পর বাঁশগুলি সেখান থেকে সরিয়ে দেন কলকাতা পুরসভার কর্মীরা।

এদিকে, রাজ্যে নতুন সরকার আসার পর তাঁর নিরাপত্তা জেড প্লাস থেকে এক্স ক্যাটেগরিতে নামিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জি কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন। মামলার শুনানি শেষ হল বৃহস্পতিবার। রায়দান স্থগিত রাখল কলকাতা হাইকোর্ট।

● এরপর ৭ পাতায়



এক ছটব্রতীর হাতে পুজোসামগ্রী তুলে দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। হাওড়ার কাজিপাড়ায়, বৃহস্পতিবার। ছবি: কৌশিক কোলে

হাওড়া পুরসভা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী

সরকারের পক্ষে যাঁরা, তাঁরাই কোঅর্ডিনেটর

প্রিয়দর্শী বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতার পাশাপাশি এবার হাওড়া পুরসভার প্রতিটি ওয়ার্ডে কোঅর্ডিনেটর বসানোর কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার শিবপুর কাজিপাড়ায় ছটব্রতীদের পুজোর সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে এসে একথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'সময়মতো নির্বাচন করা না গেলে ১ ডিসেম্বর থেকে হাওড়া পুরসভার ওয়ার্ডগুলিতে কোঅর্ডিনেটর নিয়োগ করা হবে। সরকারের পক্ষে যাঁরা, তাঁদেরই কোঅর্ডিনেটর করা হবে। ৩৪ বছরের নাস্তিক কমিউনিস্ট, ১৫ বছরের জামাত তৃণমূলের থেকে মানুষকে দূরে রাখার চেষ্টা করব।'

এই প্রসঙ্গেই তিনি বলেন, 'গত ১২ বছর ধরে হাওড়া পুরসভার ভোট হয়নি। ফলে পুর-পরিষেবা ব্যাহত হচ্ছে। আমরা ভোট করতে চাইছি। ওয়ার্ডের পুনর্বিন্যাসের পর পুরভোটের প্রস্তুতি চলছিল। কিন্তু যারা ভোটে জিতবে না, যাদের জামানত বাজেয়াপ্ত হবে, তারা পুজোর ছুটি চলাকালীন কোর্টে গেছে। ভোট করাতে দিতে চাইছে না। আমরাও এর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যাব। এসএলপি জমা দেব। কিন্তু তার পরও সময়মতো পুরভোট না হলে ১ ডিসেম্বর থেকে হাওড়া পুরসভার প্রতিটি ওয়ার্ডে কোঅর্ডিনেটর বসানো হবে।' অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'গত ১৫ বছর হিন্দুদের মধ্যে বিভাজনের রাজনীতি করা হয়েছে। রাজ্যের মানুষ এমন একটি সরকারকে এবার ক্ষমতায় এনেছেন যারা বাংলার ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও পরম্পরাকে ফিরিয়ে আনছে। গত ১৫ বছরে আগের সরকার বাংলার ঐতিহ্যের ক্ষতি করেছে। এরাজ্য থেকে ১৫ হাজার কোটি টাকা বাইরে পাঠানো হয়েছে। এ ব্যাপারে কাউকে ছাড়া হবে না। একে একে সবাইকে ধরা হবে। এখন সবে শুরু হয়েছে। দেখতে থাকুন কী হয়। পুষ্পা বলেছিল, ঝুকেগা নেহি। এখন ঝুঁকে পড়েছে। সরকারি জমিতে তৈরি তার বাড়ি ভেঙে দেওয়া হচ্ছে। ওই জমি দখলমুক্ত করে গরিব মানুষদের আবাস যোজনার মাধ্যমে বাড়ি তৈরি করে বিলি করে দেওয়া হবে। সন্দেশখালিতে মাছের বাজার শাজাহান মার্কেটও ভাঙা হবে। সেই সঙ্গে প্রত্যেক অনুপ্রবেশকারীকে বেছে বেছে খুঁজে বের করে দেশ থেকে তাড়ানোর ব্যবস্থা করা হবে।' এদিন বৃহত্তর হিন্দু ঐক্যের কথা বলে তিনি বলেন, 'ভারতের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে এখানেও ছটপুজো মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হবে। এ বছর রাজ্যে অত্যন্ত ধুমধাম ও আড়ম্বরের সঙ্গে ছটপুজো পালিত হবে। তাই প্রত্যেকটি গঙ্গার ঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে। যাতে পুণ্যার্থীরা ঠিকমতো ছটপুজো করতে পারেন। এ ব্যাপারে বিধায়ক ও আধিকারিকরা রাস্তায় নেমে কাজ করছেন। ১৫ নভেম্বর আমি নিজে গঙ্গায় বোটে করে কলকাতা ও হাওড়ার ঘাটগুলিতে যাব।' এদিন ছটব্রতীদের হাতে পুজোর সামগ্রী তুলে দেওয়ার এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে ছিলেন মন্ত্রী অর্জুন সিং, উমেশ রাই, বিধায়ক সঞ্জয় সিং-সহ আরও অনেকে।

সোমবার কেবিসিতে অমিতাভ

আজকালের প্রতিবেদন

অমিতাভ বচ্চন ফের সোমবার থেকে 'কৌন বনেগা করোড়পতি'তে ফিরছেন। কিছু দিন ধরে এই অনুষ্ঠানে দেখানো হচ্ছিল পুরনো এপিসোড। শোনা যাচ্ছিল, অসুস্থতার জন্য শুটিং বন্ধ। তবে গুজব ছিল, বিষ্ণোই গ্যাংয়ের হুমকিও এর কারণ হতে পারে। কিছু দিন আগে নিজের বাসভবন 'জলসা'র সামনে তিনি বুলেটপ্রুফ কাচের ঘেরাটোপে দাঁড়িয়ে অনুরাগীদের দেখা দিয়েছিলেন। এই ঘটনার পেছনে হুমকি থাকতে পারে বলে অনেকে বলছিলেন। তবে বৃহস্পতিবার অভিনেতা জানান, সোমবার থেকে আবার 'কৌন বনেগা করোড়পতি'-তে আসছেন। এর মধ্যেই শুটিং শুরু হয়েছে। অমিতাভ জানিয়েছেন, তিনি এখন সুস্থ।

চন্দননগরে আজ মুখ্যমন্ত্রী

মিল্টন সেন

হুগলি, ১২ নভেম্বর

শুক্রবার চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধন করতে আসছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। চন্দননগর মেরি মাঠে দুটো বড় মঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। এবার চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজোকে রাজ্য উৎসব ঘোষণা করা হয়েছে। চতুর্থীর দিন সেই উৎসবের আনুষ্ঠানিক সূচনা হতে চলেছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ড্রোন শো, লেজার শো-র আয়োজন থাকছে। এই উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আলো-ঝলমলে নতুন কিছু একটা দেখতে চলেছে চন্দননগর। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সেরে মুখ্যমন্ত্রী প্রথমে যাবেন আদি মায়ের পুজোয়। তিনি আদি মা দর্শন করবেন। পুজোও দেবেন। তাই তৃতীয়াতেই গয়না, শাড়িতে সেজে উঠেছেন চাউলপট্টির দেবী হৈমন্তিকা। সেখান থেকে মুখ্যমন্ত্রীর মানকুণ্ডু সার্কাস মাঠে যাওয়ার কথা। রানি ঘাটে আয়োজিত গঙ্গা-আরতি অনুষ্ঠানেও যোগ দেবেন তিনি। এরই মাঝে চন্দননগর স্ট্যান্ড রোড ধরে কিছুটা হাঁটবেন। কারণ জগদ্ধাত্রী পুজোর লক্ষ্যে এ বছরই প্রথম স্ট্যান্ড রোডে আলপনা দিয়ে সাজানো হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা

বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায় পরিবেশবান্ধব শিল্প

আলোক সেন

বাঁকুড়া, ১২ নভেম্বর

'বাঁকুড়া, পুরুলিয়ায় হবে পরিবেশবান্ধব শিল্প। এই দুই জেলায় শিল্পের জন্য যদি কেউ স্বেচ্ছায় জমি দিতে চান, রাজ্য সরকার ন্যায্যমূল্যে তা কিনে নেবে।' বৃহস্পতিবার বাঁকুড়া থেকে ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এদিন বাঁকুড়ার রাইপুরে বিরসা মুন্ডা মেমোরিয়াল কলেজ মাঠে বাঁদনা পরব উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী। বর্তমান সরকারের জঙ্গলমহলের উন্নয়নের জন্য নানা প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন। বামফ্রন্ট এবং তৃণমূলের আমলে সমগ্র জঙ্গলমহল উপেক্ষিত ছিল অভিযোগ করে তিনি বলেন, 'আমরা ঘোষণা করেছি, মূলবাসীদের বিরুদ্ধে যত মামলা হয়েছে, সেই মামলা আমরা প্রত্যাহার করে নেব। গত আর্থিক বছরে জঙ্গলমহল এলাকার জন্য যেখানে বছরে মাত্র ৬ কোটি টাকার কাজ হয়েছে, সেখানে আমরা ক্ষমতায় এসেই ১২০০ কোটি টাকা পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন পর্ষদকে বরাদ্দ করেছি। এর বাইরেও যে ডেভেলপমেন্ট বোর্ডগুলি রয়েছে তাদের বরাদ্দ ১০ কোটি থেকে বাড়িয়ে ৫০ কোটি টাকা করেছি। নতুন করে হবে আদিবাসী বোর্ড।'

- ন্যায্য দামে জমি কিনবে রাজ্য
- জঙ্গলমহলে বরাদ্দ ১২০০ কোটি

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বাঁদনা পরবে যে এই প্রথমবার আসছি, তা নয়। বহুবার বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং ঝাড়গ্রামের বাঁদনা পরবে যোগ দিয়েছি। এই পরবের মূল আকর্ষণ ঘিয়ের পিঠে খেয়েছি।' তিনি বলেন, 'এখানে এসেছি মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নয়, আপনাদের কুটুম হিসেবে। এই মেলা কমিটির সভাপতি এবং সম্পাদক সঞ্জয়ভাই এবং পরিমলভাই অনেক আগেই আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আমি ওঁদের কথা দিয়েছিলাম। আজ এখানে এসে মন ভরে গেছে। অনুষ্ঠান মঞ্চের এক পাশে গ্রামীণ সংস্কৃতিকে তুলে ধরা হয়েছে, সেখানে ঢেঁকি আছে, খাটিয়া আছে, ধামসা-মাদল আছে, কাড়া এবং গরু রাখা আছে। গবাদি পশুদের ঘাস খাইয়ে আশীর্বাদ নিয়েছি। এটি একটি কৃষিভিত্তিক ও গবাদিপশু বন্দনার উৎসব।' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, '১২৫ দিনের প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। একেকটি বাড়িতে দু'জন বা তিনজন কার্ড হোল্ডার যদি থাকেন, তা হলে তাঁরা প্রতি মাসে ৩৪ হাজার ৫০০ টাকা করে পাবেন। আবাস যোজনা প্রকল্পে বাঁকুড়া জেলার জন্য আরও ২ লক্ষ ৯৫ হাজার ৮২ আরও বাড়ি নির্মাণ করব। আগামী কালই আরও ৭ লক্ষ আবাস প্রাপককে দ্বিতীয় কিস্তির জন্য ৪ হাজার ২০০ কোটি টাকা নবান্ন থেকে ছাড়া হবে। বাঁকুড়া জেলার জন্য আয়ুষ্মান প্রকল্পে ১৮ লক্ষ ৫৮ হাজার ৪৩৬ জনকে কার্ড দেওয়া হয়েছে। তাঁরা বছরে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ফ্রি চিকিৎসা পাবেন। যাঁরা আয়ুষ্মান প্রকল্পের কার্ড পাবেন না, তাঁরা মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা প্রকল্পে গোটা দেশের ৩৮ হাজার হাসপাতালে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ফ্রি চিকিৎসা পাবেন। এই জেলার জন্য অন্নপূর্ণা প্রকল্পে ৮ লক্ষ ৮৪ হাজার ৬৫৯ জনকে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। তাঁরা ওই প্রকল্পে প্রতি মাসে ৩ হাজার টাকা করে পাবেন। বাকি যে ৫০ হাজার এখনও আছে, সেটাও আগামী মাসে দিয়ে দেওয়া হবে।' এরপরই তিনি ঘোষণা করেন, 'আমরা ঝাড়গ্রামের সঙ্গে সঙ্গে বাঁকুড়া জেলাতেও একটি আদিবাসী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য জায়গা চূড়ান্ত করেছি। আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, কোনও পাহাড়, কোনও জঙ্গলে আমি আর হাত দিতে দেব না। রাজ্যে কোনও অবৈধ বালিখাদান চলবে না। যত অবৈধ বালিখাদান আছে, আমরা বৈধ করে দেব, যাতে বালির দাম না বাড়ে। নদী, জল, জঙ্গল, পাহাড়, অরণ্য ইত্যাদিকে রক্ষা করার দায়িত্ব এই রাজ্য সরকারের। বিগত দিনে যাঁরা সরকারে ছিলেন, তাঁরা গ্রামের মানুষকে জানতেন না।'

বিগত সরকারের সমালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'জঙ্গলমহলের প্রতি ওদের কোনও আবেগ ছিল না, অনেক ক্ষতি করে দিয়ে গেছে। আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি আপনাদের, এই এলাকার উন্নয়নে কোনও ত্রুটি এই সরকার করবে না। শুধু তা-ই নয়, কর্মসংস্থানের কাজও শুরু হয়ে গেছে। ১১ হাজার কনস্টেবল চাকরি পেয়ে গেছেন। আগামী এক বছরে আমরা ১ লক্ষ শিক্ষক এবং কনস্টেবল পদে যোগ্যদের চাকরি দেব। বিগত সরকার বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে লড়াই লাগিয়ে দিয়েছিল। ওরা হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার করার জন্য গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে লড়াই লাগিয়ে দিয়েছিল।' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আগামী দিনে কাজের সন্ধানে যাতে কোনও মানুষকে ভিন্‌রাজ্যে যেতে না হয়, তার জন্য যাবতীয় উদ্যোগ এই সরকার নেবে। আদিবাসী জাতি এবং জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য হস্টেল গ্রান্ট ১ হাজার ৮০০ থেকে বাড়িয়ে ৩ হাজার ৩০০ টাকা করা হয়েছে।'

● এরপর ২ পাতায়

দুর্গাপুরে বিজেপি কর্মী খুন, গ্রেপ্তার দলেরই দুই কর্মী

আবির রায়

দুর্গাপুর, ১২ নভেম্বর

জমি-বিবাদকে কেন্দ্র করে দুর্গাপুরের জবুরপল্লীতে বিজেপি নেতাকে পিটিয়ে খুন করা হল কালীপুজোর বিসর্জনের রাতে। নিহত যুবকের নাম শ্যামকুমার দাস। অনেক দিন থেকেই বিজেপি করতেন শ্যাম। ঘটনায় দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের নাম অজয় নন্দী, বিজয় নন্দী। বিজেপি নেতা শ্যাম দাসের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার অন্ডাল বিমানবন্দরে এসে মৃতের পরিবারের জন্য ১০ লক্ষ টাকা আর্থিক অনুদান এবং নিহত শ্যাম দাসের স্ত্রী চাকরি করতে চাইলে তাঁকে চাকরি দেওয়া হবে বলেও ঘোষণা করেন তিনি।

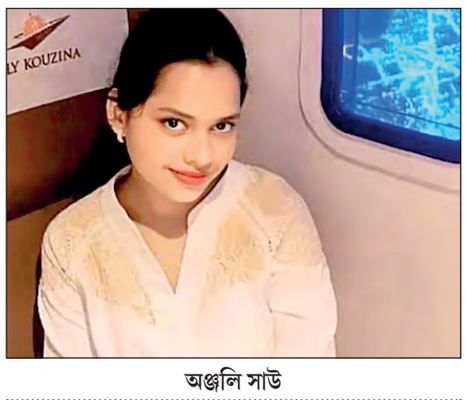
ঘটনার সূত্রপাত বুধবার রাতে। জবুরপল্লী এলাকার একটি কালীপ্রতিমা বিসর্জনের শোভাযাত্রার সময়। শ্যাম তাঁর কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে এক জায়গায় বসে খাওয়াদাওয়া করছিলেন। স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করেন, সেই সময় অজয় ও বিজয় দুই ভাই শ্যামের সঙ্গে জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বচসা জুড়ে দেয়। তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটির পর হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়। আচমকা অজয় ও বিজয় লোহার রড, লাঠি আর বাঁশ দিয়ে শ্যামকে এলোপাথাড়ি পেটাতে শুরু করে। পরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয়। লাউদোহা থানার পুলিশ আহত অবস্থায় শ্যামকে উদ্ধার করে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। শ্যামের পরিবারের তরফে দুর্গাপুর লাউদোহা থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। রাতেই অভিযুক্ত দুই ভাই অজয় ও বিজয় নন্দীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ডিসি (পূর্ব) রাসপ্রিত সিং বলেন, 'ধৃত দু'জনকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।'

পাবজি গেমে আসক্ত ছিলেন বরানগরের খুন-হওয়া তরুণী?

আজকালের প্রতিবেদন

বরানগরে তরুণীর মৃত্যু নিয়ে বাড়ছে রহস্য। তাঁর হোয়াট্‌সঅ্যাপ থেকে ক্রমাগত আসছে মেসেজ। পুলিশ জানতে পেরেছে, বন্ধ হওয়ার আগে মৃতা অঞ্জলি সাউয়ের মোবাইলের অবস্থান ছিল বিহার। তাঁর মৃত্যুর নেপথ্যে অনলাইন গেম পাবজি? খতিয়ে দেখছে পুলিশ। মেডিটেশন করতে গিয়ে কী হয়েছিল, তাও জানার চেষ্টা চলছে। অঞ্জলির শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন মিলেছে। তাই প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে খুন হয়ে থাকতে পারেন অঞ্জলি। তাঁর আত্মীয়দের দাবি, অঞ্জলিকে ঠান্ডা মাথায় খুন করা হয়েছে। অঞ্জলির প্রেমিকের ভূমিকাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

জানা গেছে, বরানগরে দিদি-জামাইবাবুর ফ্ল্যাটে মেডিটেশন করতে গিয়েছিলেন অঞ্জলি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দিদিকে ফোন করে অঞ্জলি জানান, তিনি মেডিটেশন করবেন, তাঁকে যেন ডিসটার্ব না করা হয়। ফোনে কথা বলার কিছুক্ষণ পরেই অঞ্জলির দিদি দেখেন তাঁর মোবাইলে মেসেজ এসেছে। লেখার ধরন দেখে তাঁর সন্দেহ হয়। এরপর অঞ্জলিকে বার বার কল করা হলেও ফোন তোলেননি। ফ্ল্যাটে গিয়ে বারবার ডাকাডাকি করা হলেও ভেতর থেকে কোনও সাড়াশব্দ মেলেনি। খবর দেওয়া হয় বরানগর থানায়। পুলিশ ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙে দেখে খাটের মধ্যে গায়ে চাদর জড়ানো অবস্থায় পড়ে রয়েছেন অঞ্জলি।



অঞ্জলি সাউ

- হোয়াট্‌সঅ্যাপে কে পাঠাচ্ছে মেসেজ?
- মেডিটেশন করতে গিয়ে কী হয়েছিল?

ঘটনার পরেও যেভাবে অঞ্জলির মোবাইল ফোন ব্যবহার করা হচ্ছে, তা নিয়ে ধন্দে তদন্তকারীরা। মৃতার দাদা শিবম সাউয়ের দাবি, বুধবার অঞ্জলির হোয়াট্‌সঅ্যাপ নম্বর থেকে তাঁকে মেসেজ পাঠানো হয়। বুধবার রাতে অঞ্জলির মোবাইল থেকে তাঁর মাকে হোয়াট্‌সঅ্যাপ কল করা হয়। অঞ্জলির মা প্রশ্ন করেন, 'আমাদের সঙ্গে তোমার কী শত্রুতা ছিল? আমার মেয়েকে কেন খুন করলে?' কোনও উত্তর না দিয়েই ফোন কেটে দেওয়া হয়। মেডিটেশন করতে গিয়ে কী হয়েছিল? তা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। জানা গেছে, কয়েক বছর আগে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন অঞ্জলি। সেই সময় আসক্ত হয়ে পড়েন অনলাইন গেম পাবজিতে। ঘটনার পিছনে অনলাইন গেমের ভূমিকা থাকতে পারে বলে মনে করছেন মৃতার বাবা। এদিকে, ঘটনার প্রতিবাদে ও দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে বরানগর থানায় বিক্ষোভ দেখায় 'বরানগর নারী ও শিশু অধিকার রক্ষা কমিটি'। সংগঠনের সভাপতি রজত রায় ও সম্পাদিকা ঝুম্পা রায়ের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দল পুলিশের কাছে ডেপুটেশন দেয়।

রুপনারায়ন নদীর তীরে ০৬ নং জাতীয় সড়কের পাশে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ বয়স্ক মানুষদের থাকবার মনোরম পরিবেশ
সন্তোষ প্রমোদা বৃদ্ধাশ্রম
গ্রাম ও পোষ্ট - নাউপালা, থানা - বাগনান, জেলা - হাওড়া
পথনির্দেশ - দক্ষিণ পূর্ব রেলপথে দেউলটি অথবা কোলাঘাট স্টেশনে নেমে অটো অথবা টোটো করে ১৫ মিনিটের পথ। নাউপালা বৃদ্ধাশ্রম স্টপেজ (N.H.-6 -এর পাশেই রুপনারায়ণ নদী ব্রীজে ওঠার মুখে হাওড়ার দিকে।
স্বপরিবারে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা আত্মীয় পরিজন নিয়ে নিজ খরচে কিছু দিনের জন্য ছুটি কাটাতে এখানে থাকতে পারেন।
অত্যাধুনিক ও বিশেষ সুবিধা ঃ সম্পূর্ণ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত (AC), প্রত্যেকের আলাদা ঘরে শৌচাগার (Attached Bathroom), প্রত্যেকের ঘরে আলাদা টেলিভিশন (TV), ইন্টারকম ফোনের ব্যবস্থা, সর্বদা সি.সি.টিভি. (CCTV), লিফ্‌ট এর ব্যবস্থা (LIFT), অফুরন্ত গরম জল এর ব্যবস্থা, জেনারেটার এর ব্যবস্থা, প্রশিক্ষিত আয়ার ব্যবস্থা, গ্রন্থাগার এর ব্যবস্থা, প্রাত্যহিক সংবাদ পত্র, পুষ্টিকর ও স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্য তালিকা, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, বারো মাসে তেরো পার্বন (জন্মাষ্টমী, হোলি, দুর্গা পূজা ইত্যাদি)।
যোগাযোগ - 8348942048 / 9875670094 / 9333861500





বাঁকুড়ার রাইপুরে বাঁদনা পরব অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রয়েছেন মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু, কুড়মি নেতা অজিতপ্রসাদ মাহাতো, বিধায়ক ক্ষেত্রমোহন হাঁসদা প্রমুখ। ডানদিকে, মুখ্যমন্ত্রীকে বই উপহার দিচ্ছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী সুবীরানন্দজি মহারাজ। বৃহস্পতিবার। ছবি: আজকাল

আজ ৭ লক্ষ উপভোক্তাকে আবাস যোজনার দ্বিতীয় কিস্তির টাকা

আজকালের প্রতিবেদন

পশ্চিমবঙ্গ আবাস যোজনার আরও ৭ লক্ষ উপভোক্তাকে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেবে রাজ্য সরকার। আজ, শুক্রবার নবান্ন সভাঘরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আনুষ্ঠানিক ভাবে কয়েকজন উপভোক্তাকে ৬০ হাজার টাকার চেক দেবেন। বাকিদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে এই টাকা পৌঁছে যাবে। আগের সরকারের আমলে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বরাদ্দ বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি 'বাংলা আবাস যোজনা' নামে এই প্রকল্পের সূচনা করেন। সেই সময় রাজ্যের নিজস্ব তহবিল থেকে ৩০ লক্ষ ৬৫ হাজার উপভোক্তাকে বাড়ি তৈরির জন্য ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল।

প্রথম দফায়, ১২ লক্ষ উপভোক্তাকে দুই কিস্তিতে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা আগের সরকার দিয়ে দিয়েছিল। বাকি ১৮ লক্ষ ৬৫ হাজার উপভোক্তাকে প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা দেওয়ার পর বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণা হয়। নতুন সরকার আসার পর, 'বাংলা আবাস যোজনা' নাম পরিবর্তন করে 'পশ্চিমবঙ্গ আবাস যোজনা' করা হয়। পাশাপাশি প্রায় ১১ লক্ষ উপভোক্তার হাতে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা তুলে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এবার ঝাড়াই-বাছাই করার পর বাকি ৭ লক্ষ উপভোক্তাকে আজ দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেবে রাজ্য সরকার।

আধিকারিকদের সময় বেঁধে দিলেন মুখ্যসচিব

আজকালের প্রতিবেদন

শংসাপত্র অনুমোদন বা লাইসেন্স পাওয়ার আবেদন মঞ্জুর করতে সরকারি আধিকারিকদের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হল। কোনও শংসাপত্রের অনুমোদন বা লাইসেন্স পেতে কেউ আবেদন করলে তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই মঞ্জুর করতে হবে সরকারি আধিকারিকদের। তা না করলে ধরে নেওয়া হবে, ওই শংসাপত্র মঞ্জুর হয়েছে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল। তাঁর এই নির্দেশ বুধবার সব দপ্তরকে পাঠিয়ে দিয়েছে মুখ্যসচিবের সচিবালয়। এই নির্দেশ অবিলম্বে কার্যকর করা হবে বলেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। নবান্ন সূত্রে খবর, মূলত রাজ্যে দ্রুত শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে এই সিদ্ধান্ত। যাতে বিনিয়োগকারীরা কোনও ভাবেই হেনস্থার শিকার না হন তার জন্য সবরকম ব্যবস্থা করতে তৎপর রাজ্য। এই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদন নিষ্পত্তি না হওয়ায় কোনও শংসাপত্র, অনুমোদন, অনুমতি বা লাইসেন্স মঞ্জুর হয়েছে বলে গণ্য হলে, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রধান দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিককে কারণ দর্শানোর নোটিস দেওয়া হবে। কেন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবেদনের নিষ্পত্তি করা হয়নি, তার ব্যাখ্যা দিতে হবে ওই আধিকারিককে। নোটিস পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে আধিকারিককে তাঁর জবাব জমা দিতে হবে। জবাব খতিয়ে দেখে চাকরির নিয়ম অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে সমস্ত দপ্তরকে আগের মাসে এই পদ্ধতিতে মঞ্জুর হওয়া আবেদনগুলি নিয়ে রিপোর্ট জমা দিতে হবে। সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আধিকারিককে পাঠানো কারণ দর্শানোর নোটিসের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর বিরুদ্ধে করা পদক্ষেপের বিবরণও দিতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ জনপরিষেবা অধিকার আইন, ২০১৩ অনুযায়ী বিভিন্ন পরিষেবা দেওয়ার জন্য যে সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে, তা কঠোর ভাবে মেনে চলতে হবে। দপ্তরের প্রধানদের নিয়মিত এই বিষয়টি পর্যালোচনা করতে হবে।

শংসাপত্র অনুমোদন, লাইসেন্স মঞ্জুর

পরিবেশবান্ধব শিল্প

● ১ পাতার পর

তাঁর অভিযোগ, 'হলুদকানালি হাসপাতাল তৃণমূলের রাজত্বে ধ্বংস হয়ে গেছে, আমি এখানে আসার আগে স্বাস্থ্য সচিবকে এই হাসপাতালের জন্য ১ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দিয়ে এসেছি। আগামী দিনে ওখানে ১০০ বেডের হাসপাতাল গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলাম।' তিনি বলেন, 'এই সরকার আমার সরকার নয়, বিজেপির সরকার নয়, এটা আপনাদের সরকার। অধিকার আছে, আপনারা আদায় করে নেবেন।' মুখ্যমন্ত্রী সেখান থেকে বাঁকুড়া শহরে যান। সেখানে একটি খাদ্য মেলায় তিনি কিছুক্ষণের জন্য উপস্থিত ছিলেন। পরে অন্ডাল হয়ে কলকাতা ফিরে যান।

এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে অনুষ্ঠানে ছিলেন রাজ্যের আদিবাসী উন্নয়ন মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু, মন্ত্রী রাজেশ মাহাতো, সাংসদ সৌমিত্র খাঁ, কুড়মি সমাজের মূলমানতা অজিতপ্রসাদ মাহাতো, এলাকার বিধায়ক ক্ষেত্রমোহন হাঁসদা, বাঁদনা উৎসব কমিটির সভাপতি পরিমল মাহাতো, সম্পাদক সঞ্জয় মাহাতো প্রমুখ।

এদিন ফেরার পথে শহর লাগোয়া সতীঘাটে অস্থায়ী হেলিপ্যাডে কেদারতালে মৃত বাঁকুড়ার ৫ পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি সেখানে শালবনি এবং কেশরা গ্রামের মৃতদের পরিজনকে আশ্বাস দিয়ে যান, ২১ নভেম্বর পুরুলিয়ায় আসছেন। সেখান থেকে বাঁকুড়া সার্কিট হাউসে আসবেন। সেইদিন তাঁদের সঙ্গে দেখা করে কথা বলবেন। ওই পাঁচ পরিবারের সদস্যদের হাতে ১০ লক্ষ টাকার চেকগুলি তুলে দেন মন্ত্রী ক্ষদিরাম টুডু।

বাঘিনিকে দেখতে এল কেন্দ্রীয় দল

অম্লানজ্যোতি ঘোষ
আলিপুরদুয়ার, ১২ নভেম্বর

বক্সায় আনা বাঘিনির গর্ভপাত হয়েছে এবং তিনটি ভ্রূণ উদ্ধার হয়েছে বলে যে খবর সামনে এসেছে, তা ঘিরে শুরু হয়েছে তোলপাড়। যদিও রাজ্যের বনমন্ত্রীর দাবি, এমন কোনও ঘটনার খবর বন দপ্তরের কাছে নেই। তবে বিষয়টি খতিয়ে দেখতেই দিল্লি থেকে বিশেষজ্ঞদের একটি দল আলিপুরদুয়ারে এসেছে। বৃহস্পতিবার এই খবর জানালেন রাজ্যের বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ। বিহারের বাল্মীকি ব্যাঘ্র প্রকল্প থেকে বক্সায় নিয়ে আসা বাঘিনির শারীরিক অবস্থা, স্থানান্তর-পরবর্তী পরিস্থিতি এবং জঙ্গলে পুনর্বাসনের গোটা প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখবেন কেন্দ্রীয় বিশেষজ্ঞরা।

বাঘিনির শারীরিক অবস্থা, স্থানান্তর, এনক্লোজারে রাখা এবং পরে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই নানা প্রশ্ন উঠেছে। এর মধ্যেই গর্ভপাত ও তিনটি ভ্রূণ উদ্ধারের খবর প্রকাশ্যে আসায় পরিস্থিতি আরও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যদিও বনমন্ত্রীর দাবি, এমন কোনও ঘটনার খবর বন দপ্তরের কাছে নেই। তিনি বলেন, 'গত এক মাসে বিভিন্ন রকমের গল্প আমরা দেখেছি, শুনেছি। অনেক ক্ষেত্রেই তার কোনও সারবত্তা ছিল না। কোথায়, কীভাবে, কতগুলি ভ্রূণ উদ্ধার হয়েছে, আমাদের কিছু জানা নেই। কেন্দ্রীয় দল বাল্মীকি থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত টাইগার রি-ইন্ট্রোডাকশন প্রক্রিয়ার সবটাই খতিয়ে দেখবে। তাদের রিপোর্ট পাওয়ার পরেই কিছু বলতে পারব।'

অন্য দিকে, মানুষ-বন্যপ্রাণ সঙ্ঘাত কমাতে বৃহস্পতিবার মাদারিহাটে জলদাপাড়ার নেচার ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টারে বন দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেন বনমন্ত্রী। উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা, আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক পরিতোষ দাস, মাদারিহাটের বিধায়ক লক্ষ্মণ লিম্বু, বক্সার ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর দেবাশিস শর্মা-সহ আধিকারিকরা। বৈঠকে সঙ্ঘাতপ্রবণ এলাকায় নজরদারি বৃদ্ধি ও দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা হয়।

তিনটি ভ্রূণ উদ্ধারের খবর জানা নেই: বনমন্ত্রী

ডিম্বাণু বিক্রি চক্রের ফাঁদে তরুণী

বাবার দুটি কিডনি বিকল। প্রতিস্থাপনের জন্য ধার করতে হয়েছিল সাড়ে তিন লক্ষ টাকা। পাওনাদাররা বাড়িতে রোজ টাকা ফেরত চেয়ে হাজির হতেন। পরিবারকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন কলকাতার এক তরুণী। সুযোগ নিয়েছিল একটি চক্র। ৫০ হাজার টাকার বিনিময়ে ডিম্বাণু দিতে রাজি করিয়ে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় হায়দরাবাদে। সেখানে গিয়ে বুঝতে পারেন, তিনি জড়িয়ে পড়েছেন বেআইনি ডিম্বাণু বিক্রির কারবারে। হায়দরাবাদ ও সেকেন্দরাবাদের পাঁচটি জায়গায় অভিযান চালিয়ে ৪৩ জন মহিলাকে উদ্ধার করে তেলেঙ্গানার মালকাজগিরি পুলিশ। তাঁদের মধ্যে ছিলেন কলকাতার এই তরুণী।

টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের সঙ্গে সমঝোতা

ব্রিটেনের রেইগেট গ্রামার স্কুল আসছে কলকাতায়

আজকালের প্রতিবেদন

ভারতে স্কুলশিক্ষার প্রসার ঘটাতে বড় পদক্ষেপ টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের। পূর্ব ভারতে ব্রিটেনের কে-১২ ধাঁচে পড়াশোনা চালু করতে ব্রিটেনের রেইগেট গ্রামার স্কুল ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর করল টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ। চুক্তির আওতায় ব্রিটেনের ৩৫০ বছরের পুরনো রেইগেট গ্রামার স্কুল তাদের নতুন শাখা চালু করতে চলেছে কলকাতা এবং পূর্ব ভারতের একাধিক এলাকায়। ১৬৭৫ সালে হেনরি স্মিথ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রেইগেট গ্রামার স্কুল। এবার তারা পা দিতে চলেছে শহর কলকাতায়। বৃহস্পতিবার সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটিতে সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন টেকনো ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর সত্যম রায়চৌধুরী, ব্রিটিশ ডেপুটি হাই কমিশনার অ্যান্ড্রু ফ্লেমিং, রেইগেট গ্রামার স্কুলের গ্লোবাল অ্যাকাডেমিক্স বিভাগের ভাইস-প্রেসিডেন্ট শন ডেভি এবং রেইগেট গ্রামার স্কুলের প্রধান শিক্ষক শন অ্যালান ফেন্টন।

জানা গেছে, কয়েক মাসের মধ্যেই শিলিগুড়িতে স্কুল তৈরির কাজ শুরু হয়ে যাবে। কলকাতাতেও রেইগেট গ্রামার স্কুল তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। প্রাথমিক ভাবে চারটি স্কুল তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে পূর্ব ভারতে। ব্রিটেনের ধাঁচে পড়াশোনা করানো হবে এ রাজ্যের পড়ুয়াদের। শিক্ষার উন্নতিতে ভারত, ব্রিটেনের যৌথ উদ্যোগের নিদর্শন এদিনের সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর। টেকনো ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর সত্যম রায়চৌধুরী বলেন, 'শুধু নতুন স্কুল তৈরিই নয়, টেকনো ইন্ডিয়া পাবলিক স্কুলের মানোন্নয়নের জন্যও কাজ করবে রেইগেট গ্রামার স্কুল। এটা টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের নতুন যাত্রা। ৩৫০ বছরের পুরনো এই ব্রিটিশ স্কুল টেকনো ইন্ডিয়ার সঙ্গে কাজ করবে। কলকাতা এবং ভারতের একাধিক জায়গায় রেইগেট গ্রামার স্কুল তৈরি হবে। তার পাশাপাশি আমাদের টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপ পাবলিক স্কুলের পড়াশোনার মানোন্নয়নের জন্যও রেইগেটের সঙ্গে যৌথ ভাবে কাজ করব আমরা।' টেকনোর সঙ্গে রেইগেট গ্রামার স্কুলের চুক্তি নিয়ে ব্রিটিশ ডেপুটি হাইকমিশনার অ্যান্ড্রু ফ্লেমিং বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার ঐতিহ্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ। বিজ্ঞান-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ এবং কলকাতা বহু গুরুত্বপূর্ণ নজির তৈরি করেছে। শিক্ষা, চিন্তাভাবনাকে বরাবরই বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এসেছে এই রাজ্য। সেদিক থেকে রেইগেট গ্রামার স্কুলের সঙ্গে টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের এই চুক্তি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। এই সহযোগিতার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র অন্য দেশে ব্রিটিশ স্কুলের মডেল তৈরি নয়। বরং, দু'পক্ষের নিজস্ব শক্তি ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে পারস্পরিক ভাবে লাভবান হওয়া এই চুক্তির মূল লক্ষ্য।' টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের ডিরেক্টর দেবদূত রায়চৌধুরী জানান, 'আমি দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি, কলকাতায় কিংবা ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলের যে-কোনও পড়ুয়ার বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তের মতো একই মানের শিক্ষা, একই ধরনের আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমান সুযোগ পাওয়ার অধিকার রয়েছে। আমরা এমন একটা শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে চাই, যা নতুন প্রজন্মকে গতানুগতিক চিন্তাভাবনার বাইরে গিয়ে নতুন ভাবে ভাবতে উৎসাহিত করবে। এই ধরনের আন্তর্জাতিক স্তরের অংশীদারিত্ব আমাদের পড়ুয়াদের সামনে বৃহত্তর পৃথিবীকে জানার, বোঝার এবং অভিজ্ঞতা অর্জনের অসংখ্য নতুন দরজা খুলে দেবে বলেই আমার বিশ্বাস। আমি আশাবাদী, এই পার্টনারশিপ আরও বিস্তৃত হবে, নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দেবে এবং জ্ঞান ও চিন্তাভাবনার আদান-প্রদানকে উৎসাহিত করবে।'

রেইগেট গ্রামার স্কুলের গ্লোবাল অ্যাকাডেমিক্স বিভাগের ভাইস-প্রেসিডেন্ট শন ডেভির গলায় শোনা গেল দু'দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা। তিনি বলেন, 'এটা শুধুমাত্র একটা চুক্তি, দুটি প্রতিষ্ঠানের সমঝোতা নয়, এটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক। বর্তমান যুগে বন্ধুত্বের প্রয়োজন কতটা, তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। আমাদের এমন একটা পৃথিবী দরকার, যেখানে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে ইতিবাচক চিন্তাভাবনা, উন্নত শিক্ষার চেতনা গড়ে উঠবে।' রেইগেটের প্রধান শিক্ষক শন অ্যালান ফেন্টন বললেন, 'আমাদের মূল লক্ষ্য, প্রতিটি ছাত্রকে এমন ভাবে তৈরি করা, যাতে তারা ভবিষ্যতের পৃথিবীর জন্য নিজেদের যথাযথ ভাবে প্রস্তুত করতে পারে। তারা যেন দায়বদ্ধতা, ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে পৃথিবীর বুকে এগিয়ে যেতে পারে।'



সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ব্রিটিশ ডেপুটি হাই কমিশনার অ্যান্ড্রু ফ্লেমিং, রেইগেট গ্রামার স্কুলের গ্লোবাল অ্যাকাডেমিক্স বিভাগের ভাইস-প্রেসিডেন্ট শন ডেভি, রেইগেট গ্রামার স্কুলের প্রধান শিক্ষক শন অ্যালান ফেন্টন, টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের ডিরেক্টর দেবদূত রায়চৌধুরী, টেকনো ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর সত্যম রায়চৌধুরী। সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটিতে, বৃহস্পতিবার। ছবি: আজকাল

এবার চুক্তিতে ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ: স্বাস্থ্যমন্ত্রী

● ১ পাতার পর

যেমন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ, বেলেঘাটা আইডি হাসপাতাল, নর্থ সাবার্বান হাসপাতাল, বাঘাযতীন স্টেট জেনারেল, বিদ্যাসাগর স্টেট জেনারেলের মতো একাধিক হাসপাতালের নাম রয়েছে তালিকায়। চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী, গ্রুপ ডি যেখানে যা দরকার, সবক্ষেত্রেই এই মুহূর্তে চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ করা হবে। কারণ, স্বাস্থ্য পরিষেবার মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গা খালি রাখা যাবে না। নার্সিং স্টাফ নেওয়ার পরিকল্পনাও রয়েছে। আপাতত ২ হাজারের বেশি চিকিৎসক এবং ৮-৯ হাজার নার্সিং স্টাফ নেওয়া হতে পারে। পরবর্তী সময়ে স্থায়ী চিকিৎসক, নার্স নিয়োগের পরেও যদি দেখা যায় কোথাও ঘাটতি রয়েছে, তা হলে সেখানে নিযুক্ত হওয়া এই চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের কাজে রাখা হবে। সরকারি হাসপাতালে ডিউটির পাশাপাশি প্রাইভেট প্র্যাক্টিস করতেও পারবেন চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত চিকিৎসকরা। যে হাসপাতালে ঘাটতি, সেই হাসপাতালের তরফেই বিজ্ঞাপন দেওয়া হবে। চিকিৎসকদের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। স্বাস্থ্য দপ্তরের এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে অ্যাসোসিয়েশন হেল্‌থ সার্ভিস ডক্টর্স-এর সাধারণ সম্পাদক ডাঃ উৎপল ব্যানার্জি বলেন, 'চিকিৎসক, নার্সের ঘাটতি দূর করতে এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই। সরকার চাইলে স্থায়ী চিকিৎসক, নার্স নিয়োগ প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন করতে পারে।'

শব্দরঙ্গ-৪৫৮

১				২	■	৩	■
	■	■	■	৪			
	■	৫			■		■
	■		■	■	৬		৭
৮	৯		■	■		■	
■		■	১০			■	
১১				■	■	■	
■		■	১২				

পাশাপাশি

১. পাশার ছক ৪. পরাজিত, বিধ্বস্ত ৫. লোভহীন
৬. ধোয়া হয়নি এমন ৮. জুলুম, পীড়ন ১০. সঙ্গীতের রাগবিশেষ
১১. পুরুষত্ব ১২. কাশিতে খান।

উপর-নীচ

১. অবাধ্য ছাত্রের প্রতি শিক্ষক এটি ব্যবহার করেন
২. দিক
৩. প্রায় নির্জন, শূন্যপ্রায়
৫. কুলোর বাতাস
৬. কালো
৭. কোনও প্রতিষ্ঠিত বা শক্তিশালী লোকের তোষামুদে অনুচর হয়ে দিন কাটানো
৯. সমুদ্র
১০. প্রিয়া, প্রেয়সী।

সমাধান-৪৫৭

■	আ	য়	ব্য	য়	ক	■	উ
ঢাঁ	ই	■	■	■	■	ব	■	ড্ডী
■	ঢা	■	দা	■	জ	লী	য়
হা	ই	ক্লা	স	■	■	■	মা
উ	■	■	■	প্র	ব	চ	ন
স	ৎ	মা	■	স্ত	■	ন্দ্র	■
বো	■	র্দ	■	■	■	মৌ	লি
ট	■	ব	দ	খে	য়া	লি	■

শুভজ্যোতি রায়

আজ টিভিতে কী দেখবেন

সিনেমা

● জি বাংলা সোনার



সকাল ৬-০০ **সূর্য**, সকাল ৯-০০ **বিরোধ**, সকাল ১১-৩০ **শপথ নিলাম**, দুপুর ২-০০ **বাবা তারকনাথ**, বিকেল ৫-০০ **রক্ত নদীর ধারা**, রাত ৮-০০ **পূজা**, রাত ১১-০০ **শিকারপুর**

● কালার্স বাংলা সিনেমা
সকাল ৯-৪৫ **অগ্নিপরীক্ষা**, দুপুর ১-০০ **বদলা**, বিকেল ৪-৩০ **বাজি-দ্য চ্যালেঞ্জ**, রাত ৮-০০ **বন্ধন**

● কালার্স বাংলা
দুপুর ১২-৩০ **প্রণমি তোমায়**

● আকাশ আট
দুপুর ৩-০৫ **আমার ভালোলাগা আমার ভালবাসা**

● ডিডি বাংলা
দুপুর ২-৩০ **ওয়ারিশ**

● জলসা মুভিজ
সকাল ৭-১৫ **ম্যাজিক**, সকাল ১০-০০ **শুধু একবার বলো**, দুপুর ১-৩০ **জোর**, বিকেল ৪-৪৫ **স্বামীর ঘর**, রাত ৯-৩০ **দাদা**

● কালার্স সিনেপ্লেক্স
সকাল ৬-৪০ **পাওয়ার আনলিমিটেড**, সকাল ১১-২০ **গোলিও কি রাসলীলা রামলীলা**, দুপুর ২-০৫ **হাম দিল দে চুকে সনম**, সন্ধে ৬-০০ **তনু ওয়েডস মনু**, রাত ৮-৩০ **আর...রাজকুমার**, রাত ১১-১৫ **লাভ কে লিয়ে কুছ ভি করেগা**

● সোনি ম্যাক্স ২
সকাল ৭-৩০ **দূরিয়া**, সকাল ৯-৫৮ **বড়ে দিলওয়ালে**, দুপুর ১২-৫৬ **গেম**, বিকেল ৪-০০ **শক্তি**, সন্ধে ৭-৩৬ **সাফারি**, রাত ১০-২০ **রাজ**

● জি সিনেমা



সকাল ৬-০০ **টার্টল**, সকাল ৭-২৫ **কোয়ি...মিল গ্যায়া**, সকাল ১১-০৫ **ক্রিশ**, দুপুর ২-৫০ **সীতা অউর গীতা**, সন্ধে ৬-০০ **অ্যাটাক**, রাত ৮-১৫ **হক্**, রাত ১১-০০ **কাইটস**

কালার্স বাংলা সিনেমা
চ্যালেঞ্জ ২
রাত ১১-০০

কালার্স সিনেপ্লেক্স
কাচ্চে লিম্বু
সকাল ৯-০০

বিশেষ অনুষ্ঠান

● হোক ফোক



লোকগানের জনপ্রিয় অনুষ্ঠানের এবারের পর্বে গোষ্ঠ গোপাল দাসের গান পরিবেশন করবেন শিল্পী পবিত্র মণ্ডল বাউল। সঞ্চালনায় ঋষি চক্রবর্তী।
ডিডি বাংলা: রাত ৮-৩০

ধারাবাহিক

● Bigg Boss বাংলা



স্টার জলসা: রাত ৯-৩০

দিনপঞ্জি

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত: শুক্রবার, ২৭ কার্তিক ১৪৩৩, ইং ১৩ নভেম্বর ২০২৬, মুং ২ জমাদিয়স সানি ১৪৪৮
সূর্যোদয় ঘ ৫।৫১।৪১
সূর্যাস্ত ঘ ৪।৫০।৭
তিথি: (কার্তিক শুক্লপক্ষ) চতুর্থী দং ৩৭।৮ রাত্রি ঘ ৮।৪৩
নক্ষত্র: মূলা দং ২৮।৩৩ সন্ধ্যা ঘ ৫।১৭

অন্য পঞ্জিকা: শুক্রবার, ২৬ কার্তিক ১৪৩৩, ইং ১৩ নভেম্বর ২০২৬, হিজরি ২ জমাদিয়স সানি ১৪৪৮

প্রয়োজন

লালবাজার কন্ট্রোল: 100, ট্রাফিক: 1073
পশ্চিমবঙ্গ পুলিস : 2214-5411-16
সিআইডি কন্ট্রোল : 2450-6100
ডিজি কন্ট্রোল : 2214-5087
বিধাননগর কন্ট্রোল : 4063-1111
হাওড়া কন্ট্রোল : 2641-5614
আসানসোল কন্ট্রোল : 0341-2250347
ব্যারাকপুর কন্ট্রোল :2593-2647
হাওড়া জিআরপি : 2641-3256
শিয়ালদা জিআরপি : 2350-3940
নিখোঁজ সংক্রান্ত : 2450-6100
প্রবীণ সুরক্ষা : 98300-88884
নারী সহায়তা: 1091
অ্যাম্বুল্যান্স 102
লাইফকেয়ার: 2475-4628
ইন্ডিয়ান রেডক্রস: 2248-3636
মেডিক্যাল ব্যাঙ্ক: 2554-0084
রাসমণি মিশন: 2867-6031
মীরা সেবাকেন্দ্র: 2411-8316
সেন্ট জনস অ্যাম্বুল্যান্স: 98300-23653
বেল ভিউ ক্লিনিক: 99037-59103/ 82406-09986
দমকল 101
কন্ট্রোল: 2241-4545
হাওড়া: 2666-8111
শিলিগুড়ি: 0353-2502222
রাতের ওষুধ / অক্সিজেন
ধন্বন্তরী: 2454-7941
নন্দন মেডিক্যাল: 2358-1723
জীবনদীপ: 2455-0926
সাউথ ব্যুরো: 2484-4322
বেল ভিউ ক্লিনিক ফার্মেসি: 6688-8888
ব্লাড ব্যাঙ্ক
সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্ক: 2351-0619
লাইফকেয়ার: 2284-6940/2298
অশোক ব্যাঙ্ক : 2472-0333
বেলভিউ ক্লিনিক: 6688-8888 / 99031-03088
সেবা প্রতিষ্ঠান: 2475-3639/3636
চক্ষুদান
গণদর্পণ: 94330-31504
বন্ধু কর্নিয়া কেন্দ্র: 2663-4178
শববহন
সুরুচি সঙ্ঘ, নিউ আলিপুর: 2400-9950
হিন্দু সৎকার: 2241-3849/ 2050
শ্রীভূমি স্পোর্টিং: 2534-0002
উদয়ের পথে: 98301-73814
যাদবপুর মার্চেন্টস: 2412-8165

আবহাওয়া

শুক্রবার	সর্বোচ্চ	৩০
প্রধানত পরিষ্কার আকাশ।	সর্বনিম্ন	২১ ডিগ্রি সেলসিয়াস
বৃহস্পতিবার	সর্বোচ্চ ২৯.২ (-১)	
বৃষ্টি হয়নি	সর্বনিম্ন ২১.৭ (+১)	
আপেক্ষিক আর্দ্রতা	৯৬%	৬৫%

বাংলায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা উলুবেড়িয়া ৩২.৫°



সত্যমেব জয়তে

পশ্চিমবঙ্গ সরকার



রাজ্য সরকারের প্রয়াস

পশ্চিমবঙ্গ আবাস

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী

পশ্চিমবঙ্গ আবাস যোজনায়

৭ লক্ষাধিক উপভোক্তার হাতে ৪,২০১ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা তুলে দিচ্ছেন

উজ্জ্বল উপস্থিতি

শ্রী দিলীপ ঘোষ

মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন এবং কৃষি বিপণন বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শ্রী শান্তনু প্রামাণিক

মাননীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন এবং খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

এই পর্যায়ে:

মোট প্রদত্ত অনুদান:

₹ ১০,৩২৩ কোটি

মোট উপকৃত পরিবার:

১৭,২০,৫৫০

প্রত্যেক যোগ্য উপভোক্তা পাচ্ছেন:

- দুটি কিস্তিতে **১.২০ লক্ষ টাকা**
- VB-G RAM G-এর অধীনে মজুরি বাবদ **২৭,০০০ টাকা**
- স্বচ্ছ ভারত মিশন (গ্রামীণ) এর অধীনে শৌচালয় নির্মাণের জন্য **১২,০০০ টাকা**



আবাসের ভিতেই আগামীর ভিত্তি

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর

ICA-D1730(17)/2026

আজকাল

৪৬ বর্ষ ২২৮ সংখ্যা ২৬ কার্তিক ১৪৩৩ শুক্রবার ১৩ নভেম্বর ২০২৬

বক্সার বাঘিনি

নামেই বাঘবন। বন দপ্তরের নজরদারি ক্যামেরায় এক-আধবার আভাস মিললেও বক্সায় বাঘ প্রায় নিশ্চিহ্ন। এ অবস্থায় এই অরণ্যভূমিকে নতুন করে বাঘ ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টায় বিহারের বাল্মীকি অভয়ারণ্য থেকে নিয়ে আসা হল বাঘিনিকে। কিন্তু তার মেজাজ-মর্জি তটস্থ করে তুলেছে রাজ্যের বন দপ্তরকে। একবার সে রাজ্যের সীমানা ছাড়িয়ে চলে গেল অসমে। তারপর ধরেবেঁধে নিয়ে আসা হল, রাখা হল ফের ঘেরাটোপে। সেখান থেকেও মাটি খুঁড়ে বেরিয়ে পড়ল। ঘেরাটোপে আটকে রাখা উদ্দেশ্য ছিল না বন দপ্তরের, ঠিকই জানিয়েছেন বনমন্ত্রী মনোজকুমার ওরাওঁ। ছেড়ে দেওয়াই হত। কিন্তু মরিয়া বাঘিনি নিজের চেষ্টায় নিজেকে মুক্ত করে নিল। তারপর? বক্সার অরণ্যেই খোলা পরিসরে নিজেকে ক্রমে থিতু করে নেবে? গড়ে নেবে নিজস্ব এলাকা? না কি আবার আপন মর্জিতে বা জৈব তাগিদে চলে যাবে আরও দূরে, অসমের জঙ্গলে? কিংবা দেশের সীমা ছাড়িয়ে ভুটানে? চেষ্টা করা হচ্ছে, তার গতিপথকে নিয়ন্ত্রণে রাখার। কিন্তু, সে খুব সহজ কাজ নয়। মানুষের স্বোপার্জিত নিয়ন্তা-ভূমিকাকে মাঝে মাঝেই চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দেয় প্রকৃতি। আমরা প্রায়শই বলি, প্রকৃতির ভারসাম্যকে ধ্বংস করেছে মানুষ। সভ্যতা ও উন্নয়নের মূল্যে। গোটা বিশ্ব বা জীবজগতের কেন্দ্রে থাকবে মানুষ, সভ্যতা এই বিচার একরকম নিশ্চিত করে দিয়েছে। সেখান থেকেই চলে খোদার ওপর খোদকারি। না করলেও চলে না। কিন্তু সভ্যতা এই বিবেচনাও দিয়েছে, ভারসাম্য চাই। সবাইকে নিয়ে বাঁচতে হবে। হয়তো সেটাও একরকমের খোদকারিই। সমস্যা এটাই, জঙ্গল থেকে বাঘ নিশ্চিহ্ন করে ফেলার চেয়ে সেখানে নতুন করে বাঘের বসত গড়ে তোলা ঢের বেশি কঠিন কাজ। বক্সার বাঘিনি তা হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে।

প্রিয় সম্পাদক

গর্বিত করলেন অশোক সেন

বিজ্ঞানী অশোক সেনের জন্য সম্প্রতি সমগ্র বাঙালি জাতি নতুন করে গর্বিত হওয়ার খানিক অবকাশ পেল। এ সুযোগ ইদানীংকালে খুব বেশি তো আসে না! প্রায়শই শুনতে পাই, এ যুগের বাঙালি মেধা, বুদ্ধিদীপ্ততা আর বৌদ্ধিক জ্ঞানের নিরিখে কেবলই পিছিয়ে পড়ছে। তবু কোনও কোনও ঘটনা আমাদের নতুন করে আশাবাদী করে তোলে বইকি। এ বছর শারদীয় দুর্গোৎসবের পার্বণ শেষ হওয়ার মাত্র দিনকয়েক পর তেমনই একটি সংবাদে মন ভরে গেল। মেধা ও ধী-র উজ্জ্বল পরিসরে সুখ্যাত দুনিয়ার সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ 'অস্কার ক্লেন' পুরস্কার পেলেন অশোক সেন। আমাদের এই কলকাতা শহরেই জন্ম, বেড়ে ওঠা এই অসামান্য মেধাবী পদার্থবিদের। 'ফান্ডামেন্টাল ফিজিক্স'-এর যুগান্তকারী গবেষণায় তিনি গোটা দুনিয়ার বিজ্ঞানী মহলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন দীপ্যমান তত্ত্বের উদ্ভাবনে। পদার্থবিদ্যার অন্যতম জটিল 'স্ট্রিং থিওরি' আমাদের মতো অধিকাংশ বাঙালিরই বোধগম্য হবে না, এ যেমন নিশ্চিত, তেমনই এ-সত্যকেও তো নস্যাৎ করা চলে না যে, আজীবন তিলোত্তমা এ নগরীকে বড় আপন ভেবে পথচলা প্রাজ্ঞ মানুষটির গৌরবময় কৃতিত্বের আলোকচ্ছটায় আমরাও কখন যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছি। শ্রীযুক্ত সেন, আপনার প্রতি আমরা সকলে আজানু প্রণত রইলাম।



● *সুপ্রদীপ রায়চৌধুরি*
বেলঘরিয়া, উঃ ২৪ পরগনা

বিস্মৃত বিজ্ঞানী বশীশ্বর সেনকে নিয়ে ভাবুন

বিজ্ঞানী বশী সেনের পুরো নাম বশীশ্বর সেন। আদি বাড়ি বাঁকুড়ার ইন্দাসে ছিল। পরে মল্ল রাজধানী বিষ্ণুপুরে চলে আসে তাঁদের পরিবার। তিনি ছিলেন সবুজ বিপ্লবের পথিক, খ্যাতিমান কৃষিবিজ্ঞানী। তাঁর হাত ধরে এ দেশের কোটি কোটি মানুষ পেটের ক্ষুধা মিটিয়েছে বা মেটাচ্ছে। স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম শিষ্য স্বামী সদানন্দের (গুপ্ত মহারাজ) হাত ধরে তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন শুরু, আর বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর হাত ধরে শুরু বিজ্ঞান জীবন।

বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে চালু হলে মা সারদাদেবী জয়রামবাটি থেকে কলকাতা যাওয়ার পথে বিষ্ণুপুরে এই বশীশ্বর সেনদের বাড়িতে বিশ্রাম নিতেন। সেই হিসেবে বশীশ্বর সেনদের পরিবার শ্রী রামকৃষ্ণ পরিমণ্ডলে এক উজ্জ্বল নাম। বশীশ্বর সেন ছিলেন আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সবচেয়ে প্রিয় ছাত্র। বোস ইনস্টিটিউটে বেশ কয়েক বছর কাজ করেন। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে বশীশ্বর স্বাধীন ভাবে গবেষণা শুরু করেন। ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের ৪ জুলাই বাগবাজারের বোসপাড়া লেনে তাঁর ছোট রান্নাঘরেই কৃষি বিষয়ক গবেষণার জন্য স্থাপন করেন 'বিবেকানন্দ ল্যাবরেটরি'।

১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে তাঁর কাজের জন্য পান পদ্মভূষণ। উত্তরাখণ্ডের বিবেকানন্দ পার্বতীয় কৃষি অনুসন্ধান সংস্থা বিজ্ঞানী বশী সেনের হাতে তৈরি। এই সংস্থা আজ দেশের কৃষিকে সমৃদ্ধ করছে, অনাহার থেকে দেশকে দিশা দেখাচ্ছে খাদ্যশস্য ফলনে। এই কৃষি বিজ্ঞানী তথা স্বামীজির ভাবশিষ্য আজও বাংলা ও বাঙালির অগোচরে থেকে গেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর বিষ্ণুপুরের মায়ের পদস্পর্শধন্য বাড়িটিও থেকে গেছে অগোচরে। কয়েক বছর আগে ড. বশীশ্বর সেন স্মরণ ও প্রসার মঞ্চ থেকে বাড়িটি আংশিক মেরামত করে। এই মঞ্চের নির্মলেন্দু দে, উদয় মণ্ডল প্রমুখ চান স্বামীজির ভাবশিষ্য মায়ের আশীর্বাদধন্য এই মহান বিজ্ঞানী বিষ্ণুপুরের বুকে যথাযথ সম্মান পাক। ক'দিন আগে স্থানীয় রামানন্দ কলেজ তাদের একটি ল্যাবরেটরি বশীশ্বর সেনের নামে উৎসর্গ করে। বিষ্ণুপুরবাসীর দাবি, সবুজ বিপ্লবের অন্যতম কান্ডারি বিষ্ণুপুরের রত্ন সন্তান এই বিজ্ঞানীর নামে একটি স্থায়ী মঞ্চ বা পার্ক নির্মিত হোক।

● *সুদর্শন নন্দী*
মেদিনীপুর

সাধু সাবধান!



মার্কিন দেশের রাষ্ট্রপতিরা নিজেদের গোটা দুনিয়ার অধীশ্বর ভেবে বসেন। তাঁদের এমন ভাবনা বোধহয় মজ্জাগত। রোনাল্ড রেগন থেকে জর্জ বুশ, বিল ক্লিন্টন থেকে বর্তমানে ডোনাল্ড ট্রাম্প— সকলের ক্ষেত্রেই কথাটা প্রযোজ্য। বারাক ওবামার মতো যাঁরা, তাঁরা অবশ্যই ব্যতিক্রম। যাই হোক, সম্প্রতি ট্রাম্প সাহেব নিজেদের দেশের সেনেট আর 'হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ'-এ বড়সড় ধাক্কা খেলেন। আমেরিকার মধ্যবর্তী নির্বাচনের দিকে গোটা দুনিয়াই অধীর আগ্রহে তাকিয়ে ছিল। সেই নির্বাচনেই বলা যায়, ভরাডুবি ঘটল ট্রাম্পের নেতৃত্বাধীন রিপাবলিকান গোষ্ঠীর। তাদের যুযুধান প্রতিপক্ষ ডেমোক্র্যাটরা হাউসে এক ধাক্কায় ২৫টি আসন বাড়িয়ে রীতিমতো গাড্ডায় ফেলে দিয়েছে রিপাবলিকানদের। অন্যদিকে, সেনেটের সাতটি আসনই হাতছাড়া হয়েছে ট্রাম্প শিবিরের। গোটা দুনিয়ার ট্রাম্প- বিরোধী জনগণ এতে যে বেজায় খুশি, সন্দেহ নেই তাতে। বিশেষ করে গত এক-দেড় বছর ধরে উপসাগরীয় যুদ্ধের কারণে গোটা বিশ্বের অর্থনীতিই টালমাটাল অবস্থায়। আর এই রক্তক্ষয়ী তীব্র সঙ্ঘর্ষের নেপথ্যে আমেরিকার ভূমিকা কম উল্লেখযোগ্য নয়। যুদ্ধ থামাতে তারা তো সেভাবে উদ্যোগী হয়নি, বরং ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর মতো আদ্যন্ত এক 'যুদ্ধবাজ'। রাষ্ট্রপ্রধানকে লাগাতার প্রচ্ছন্ন মদত দিয়ে গিয়েছেন ট্রাম্প। ব্যাপারটা খোদ আমেরিকার সাধারণ মানুষ যে একেবারেই ভাল ভাবে মেনে নেয়নি, 'মিড-টার্ম' নির্বাচনের ফলাফলেই তা জলের মতো স্পষ্ট। এখনও, দু'বছরের কিছু বেশি সময় মার্কিন মুলুকের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা থেকে যাবেন ট্রাম্প। তবে, কর্তৃত্বের রাশ যে অনেকটাই খর্ব হয়েছে, সেটা বোধহয় না বললেও চলে। বাংলা প্রবাদ মেনে ট্রাম্প সাহেবকে একটা পরামর্শ— সাধু সাবধান! এখনই না শুধরে নিলে নিশ্চিত ভাবেই আরও বড় বিপর্যয় ভবিষ্যতে আপনার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে।

● *সুব্রত মজুমদার*
শ্যামবাজার

ইকো পার্কের নতুন অতিথি

নতুন বছরে নতুন নগরীতে নতুন অতিথি। জটিল হেঁয়ালি মনে হলেও খবরটা কিন্তু একেবারে সত্যি। এতদিনে নিশ্চয়ই অনেকেরই শোনা হয়ে গিয়েছে। নিউ টাউনের ইকো পার্কে ২০২৭ সালের ১ জানুয়ারি আবির্ভাব ঘটতে চলেছে একখানা আস্ত বাঘের! নতুন বছরে পূর্ব কলকাতার এই 'স্মার্ট' জনপদের বাসিন্দারা রাতবিরেতে আচমকা বাঘের ডাক শুনতে পেলে ভিরমি খাবেন না। তবে শুধু নিউ টাউনেই নয়, শিলিগুড়ির টাইগার পার্ক থেকে ঝাড়গ্রামের রয়্যাল বেঙ্গল সাফারি পার্কেও নিয়ে আসা হবে পাঁচ-পাঁচটি শার্দূলকে। তবে, আমরা নিউ টাউনে বাঘের আগমন নিয়েই আপাতত মেতে থাকব। নতুন বছরে এর চেয়ে ভাল উপহার শহরবাসীর আর কী-ই বা হতে পারে! প্রসঙ্গত, গত কয়েক বছর ধরেই কলকাতার অন্যতম সেরা দ্রষ্টব্য স্থান হয়ে উঠেছে নিউ টাউনের ইকো পার্ক। ক্রিসমাস, নিউ ইয়ার ইভ বা বছরভর অন্য নানা ছুটিছাটার দিনে এই পার্কে ভিড় জমান হাজার হাজার মানুষ। সাম্প্রতিক কালে পার্কের হরিণালয়ে পশুপাখিদের জমায়েত বিশেষ করে কচিকাঁচাদের আকর্ষণ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। ইকো পার্কে বাঘ বা সিংহের জন্য আলাদা এনক্লোজার তৈরির কাজ আগেই সারা ছিল। সেজন্যই নতুন অতিথির আগমন নিয়ে কাউকেই আলাদা করে মাথা ঘামাতে হচ্ছে না। আপাতত, আমাদের সকলের অপেক্ষা আনকোরা বছরে জানুয়ারি পয়লার।



● *নীহারেন্দু সান্যাল*
সল্টলেক, কলকাতা ৯১

চিঠি লিখুন ইমেলেও priyo_sampadak@aajkaal.net

সম্ভাবনা এখন 'শূন্যে'ই

অয়ন চট্টোপাধ্যায়

শহরের রাস্তায় গায়ে গা-লাগানো গাড়ির জ্যামে বসে ঘামতে ঘামতে আমাদের অনেকেরই মনে হয়— আহা, গুপী-বাঘার মতো তালি মেরে নিমেষে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পৌঁছে যাওয়ার সেই ভূতের রাজার বরটা যদি আজ পাওয়া যেত! বিশেষ করে, শহরটা যদি হয় বেঙ্গালুরু, তা হলে তো আর কথাই নেই। টমটম ট্র্যাফিক ইনডেক্স ২০২৫-এর হিসেব বলছে, ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি রাজধানীতে অফিসের ব্যস্ত সময়ে গাড়ির গতিবেগ নেমে আসে ঘণ্টায় ১৬ কিলোমিটারে— অর্থাৎ পাড়ার সাইকেল আরোহীর চেয়েও ধীর! সারা বছরে সে শহরের একজন বাসিন্দা স্রেফ সিগন্যালে বসেই জীবনের পুরো একটা সপ্তাহ খুইয়ে ফেলেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, ভূতের রাজা বর না দিলেও, এই জ্যামের শহর থেকেই এবার সত্যি সত্যিই আকাশে ওড়ার মন্ত্র খুঁজে পেয়েছেন একদল তরুণ বিজ্ঞানী।

গল্পের শুরুটা আজ থেকে প্রায় নব্বই বছর আগে, ১৯৩৬ সালে। লাহোরের ফ্লাইং ক্লাবে মাত্র একুশ বছর বয়সি এক ভারতীয় তরুণী পরনের শাড়িটি সামলে উঠে বসেছিলেন ছোট্ট 'জিপ্‌সি মথ' বিমানের ককপিটে। তিনি সরলা ঠাকরাল— ভারতের প্রথম মহিলা পাইলট। তাঁর সেই অদম্য সাহসকে কুর্নিশ জানিয়েই বেঙ্গালুরুর এক নতুন গবেষণাগারে জন্ম নিয়েছে 'সরলা এভিয়েশন'। বাইরে যখন হাজারো গাড়ির হর্নে কান পাতা দায়, তখন এই গবেষণাগারের ভেতরে নিঃশব্দে তৈরি হচ্ছে 'শূন্য' নামে ছ'আসনের এক উড়ুক্কু ট্যাক্সি। নিখিল কামাথ ও অ্যাঞ্জেল-এর মতো লগ্নিকারীদের তহবিল এবং টাটা এলক্সি-র কারিগরি হাত ধরে তাদের তৈরি অর্ধেক আকারের মডেলটি ইতিমধ্যেই আকাশে ৫০০ বারের বেশি উড়ে প্রমাণ করেছে— দু'ঘণ্টার ক্লান্তিকর সড়কযাত্রাকে পনেরো মিনিটের মেঘ-ভ্রমণে বদলে দেওয়ার দিন আর বেশি দূরে নয়।

আসলে এই গল্পটা কেবল যানজট এড়ানোর নয়, এ হল ভারতীয় বিমান শিল্পের আত্মমর্যাদা ফিরে পাওয়ার গল্প। অ্যাদ্দিন আকাশে যখনই কোনও বোয়িং বা এয়ারবাস উড়ে গিয়েছে, ভারতীয় প্রকৌশলীরা বড়জোর গর্ব করে বলতে পেরেছেন— ওই বিমানের ডানার একটা কবজা কিংবা পেটের ভেতরের কিছু তার আমাদের কারখানায় তৈরি। দশকের পর দশক ভারতের বিমান শিল্প আটকে থেকেছে সরকারি প্রতিরক্ষা প্রকল্প ও বিদেশি সংস্থার খুচরো যন্ত্রাংশ জোগানোর গণ্ডিতেই। কিন্তু ব্যাটারিচালিত বৈদ্যুতিক উড়ান বা 'ইভিটল' প্রযুক্তি এসে পড়ায় খেলা ঘুরেছে। প্রথাগত জেট ইঞ্জিনের হাজারো জটিল কলকবজার বদলে বৈদ্যুতিক মোটরের গঠন অনেক সরল, এবং সেই সুযোগেই ভারতের তরুণ তুর্কিরা এবার ঘোষণা করেছেন— অন্যের বিমানের পালক জোগানো শেষ, এবার আস্ত পাখিটাই গড়ব আমরা।

কিন্তু পাখি গড়লেই তো আর হল না, সে পাখি নামবে কোথায়? আমেরিকা বা ইওরোপের ছড়ানো-ছেটানো শহরের নকশা দিয়ে কি আর ভারতের ঘিঞ্জি গলিঘুঁজির সমস্যার সমাধান হয়? চেন্নাইয়ের আইআইটি মাদ্রাজের অধ্যাপক সত্য চক্রবর্তী ঠিক সেই জায়গাটিতেই আঙুল রেখেছেন। তাঁর গড়া সংস্থা 'দ্য ই-প্লেন কোম্পানি' গত জুন মাসে তাদের বিশাল ওয়ার্কশপে দাঁড় করিয়ে ফেলেছে পূর্ণাঙ্গ আকারের বিমান 'ই২০০এক্স'। অধ্যাপক চক্রবর্তীর রসবোধটিও চমৎকার। তিনি সাফ জানিয়েছেন, যে বিমানকে জায়গা করে দিতে গোটা শহরটাকেই ভেঙে নতুন করে গড়তে হয়, সে বিমান আদৌ শহরের কোনও কাজে আসে না। তাই বিদেশি এয়ার ট্যাক্সিগুলির ডানা যেখানে অতিকায়, সেখানে তাঁদের বিমানটিকে রাখা হয়েছে একেবারেই ছিমছাম— যাতে শহরের সাধারণ বাড়ির ছাদ কিংবা ছোট্ট জায়গা থেকেই হেলিকপ্টারের মতো খাড়া ভাবে আকাশে উঠতে পারে। এই একটিমাত্র বিমানই কখনও হবে যাত্রীবাহী ট্যাক্সি, কখনও মালবাহী যান, আবার



অ্যাপোলো হাসপাতালের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে প্রয়োজনে হয়ে উঠবে উড়ন্ত অ্যাম্বুল্যান্স— যা শহরের জ্যাম এড়িয়ে মুমূর্ষু রোগীকে মিনিটের মধ্যে পৌঁছে দেবে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে।

ওদিকে ১৯০৩ সালে রাইট ভ্রাতৃদ্বয় যেমন সাইকেলের দোকান থেকে প্রথম বিমানের স্বপ্ন দেখেছিলেন, তেমনই বেঙ্গালুরুর আরভি কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং-এর একদল ছাত্রের চার বছরের জেদ থেকে জন্ম নিয়েছে 'জেফাইরা ডায়নামিক্স'। সংস্থার তরুণ প্রতিষ্ঠাতা সাদিক আলি মীর শহুরে জীবনের এক অদ্ভুত বৈপরীত্য খেয়াল করেছিলেন। যেকোনও শহরের সিগন্যালে দাঁড়িয়ে থাকা চার আসনের গাড়িগুলির ভেতর উঁকি দিলেই দেখা যায়— বেশিরভাগ গাড়িতেই কেবল একজন মানুষ একা বসে অফিস যাচ্ছেন! একজন মানুষের জন্য তবে আকাশে খামোখা বড় বিমান উড়িয়ে শক্তির অপচয় কেন? সেই ভাবনা থেকেই তাঁদের তৈরি 'কেস্ট্রেল এক্স২' বিমানটিতে আসন রাখা হয়েছে মাত্র একটি। কোনও পাইলট নেই, প্রোফেসর শঙ্কুর যন্ত্রের মতোই যাত্রী কেবল গন্তব্যের বোতাম টিপে বসে থাকবেন, আর বিমানটি নিজেই এক ছাদ থেকে উড়ে ঘণ্টায় ৮০-১০০ কিলোমিটার বেগে গিয়ে নামবে অন্য ছাদে। শুধু তা-ই নয়, ভবিষ্যতে আকাশে যখন এমন শত শত বিমান উড়বে, তখন মাঝআকাশে যাতে ঠোকাঠুকি না লাগে, সেজন্য 'ল্যামিনার' নামের এক অদৃশ্য ডিজিটাল ট্র্যাফিক পুলিশও তৈরি করে ফেলেছে 'জেফাইরা ডায়নামিক্স'।

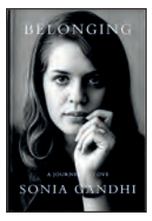
গল্পের চমক কিন্তু এখানেই শেষ নয়। বাথটাব থেকে লাফিয়ে উঠে আর্কিমিডিস যেমন 'ইউরেকা' বলে চিৎকার করে উঠেছিলেন, বেঙ্গালুরুর তরুণী খুশি মিত্তলও তাঁর সংস্থা 'অ্যাস্পেরা ইন্ডাস্ট্রিজ'-এর প্রথম বিমানের নাম রেখেছেন 'ইউরেকা'। কলেজ ছেড়ে বিমান তৈরির নেশায় নামা এই তরুণীর প্রশ্নটিও জলের মতো সোজা— সমুদ্রপথে জাহাজে মালপত্র পাঠাতে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে যায়, আর বিমানে পাঠাতে গেলে খরচ পড়ে কুড়িগুণ বেশি, সেক্ষেত্রে উপায় কী? উপায় 'ইউরেকা' নামের এক চালকহীন উভচর বিমান, যার ওঠানামার জন্য কোনও দামি বিমানবন্দর বা রানওয়ের প্রয়োজনই নেই! সমুদ্র বা নদীর জলই হবে তার রানওয়ে। এবং এক হাজার কেজি পণ্য নিয়ে সে নামমাত্র খরচে পাড়ি দেবে দু'হাজার কিলোমিটার পথ।

পণ্য নিয়ে আকাশে পাড়ি দেওয়ার স্বপ্ন অবশ্য একা 'অ্যাস্পেরা ইন্ডাস্ট্রিজ'-এর নয়। হায়দরাবাদের 'স্লুজে অ্যারোস্পেস'ও ভারী পণ্য পরিবহণের জন্য নিজস্বপ্রযুক্তিতে তৈরি বিমান উড়িয়ে পরখ করছে। আর আকাশে উঠতে যে মস্ত রানওয়ে লাগবেই, সেই ধারণায় চমক দিয়েছে আমেদাবাদের 'ক্লিজেন্ট অ্যারোস্পেস'। তাদের ছোট মডেলটি কাঁচা মাটির রাস্তা ধরে মাত্র ২২ মিটার দৌড়েই ডানা মেলেছে! মোহালির 'নালওয়া অ্যারো' আবার নজর দিয়েছে এ দেশের আবহাওয়ার দিকে— ভারতের আবহাওয়ার উপযোগী পাঁচ আসনের উড়ুক্কু যানের নকশা অনুমোদন করিয়ে নিয়েছে তারা।

তবে গ্রিক পুরাণের ইকারুসের মোমের ডানার গল্প আমাদের মনে করিয়ে দেয়, আকাশজয়ের স্বপ্নে আবেগের চেয়েও নিরাপত্তার দাম অনেক বেশি। ওয়ার্কশপে একটা মডেলকে বাতাসে ভাসানো আর রক্তমাংসের যাত্রীর জীবনের দায়িত্ব নিয়ে রোজ আকাশে ওড়ার মধ্যে পার্থক্যটাও আকাশ-পাতালের। সরকারি নিয়ন্ত্রক সংস্থার কড়া ছাড়পত্র পেরিয়ে ২০২৮ সালের আগে হয়তো আমজনতার পক্ষে এই উড়ুক্কু ট্যাক্সির টিকিট কাটা সম্ভব হবে না, মাঝপথে হয়তো হোঁচটও খাবে দু-একটি স্বপ্ন। কিন্তু তাতে কী! পরের ঘুড়ির সুতো লাটাইয়ে জড়ানোর দিন পেরিয়ে ভারতের তরুণ প্রজন্ম যে আজ নিজেদের হাতে তৈরি ডানায় ভর করে খোলা আকাশে উড়ানের সাহস দেখাচ্ছে— সে রোমাঞ্চই বা কম কিসে!

সোনিয়া-স্মৃতিতে বচ্চন প্রায় নেই!

আজকালের প্রতিবেদন



সোনিয়া গান্ধীর স্মৃতিকথা 'বিলংগিং: আ জার্নি অফ লাভ' পাঠকদের নিয়ে গিয়ে ফেলে এমন একটা সময়ে, যখন গান্ধী ও বচ্চন, এই দুই পরিবারের ব্যক্তিগত বন্ধন ছিল খুবই নিবিড়। ভারতের শীর্ষস্থানীয় ফিল্মস্টার হয়ে ওঠার বহু আগে এবং সোনিয়ার রাজনীতিতে আসার অনেক আগেই দুই পরিবার ছিল বন্ধুত্ব, স্নেহ ও বহু বছরের ভাগ-করে-নেওয়া ইতিহাসের বন্ধনে বাঁধা। আশ্চর্যের বিষয় হল, সোনিয়া তাঁর বইয়ে যে উষ্ণ স্মৃতির কথা বলেছেন, তা অমিতাভ বচ্চন সম্পর্কে নয়, বরং কবি হরিবংশ রাই বচ্চন ও তাঁর স্ত্রী তেজি বচ্চন সম্পর্কে। সোনিয়া লিখেছেন, যখন তিনি ১৯৬৮-র জানুয়ারি মাসে ইতালি থেকে রাজীব গান্ধীকে বিয়ে করতে এ দেশে এসেছিলেন, তখন হরিবংশ ও তেজি তাঁকে স্বাবলম্বী দাঁড়াতে সাহায্য করেছিলেন। সেই সময় সম্পর্কে বিশদে লিখেছেন আরও অনেক কথা। তবে প্রায় নীরবই থেকেছেন অমিতাভকে নিয়ে।

বচ্চনরা এলাহাবাদের নেহরু-গান্ধী পরিবারের পুরনো পারিবারিক বন্ধু। সোনিয়া ইতালি থেকে এ দেশে আসার পর তাঁকে যাঁরা বিমানবন্দরে স্বাগত জানিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অমিতাভও ছিলেন।

অমিতাভ বচ্চন এবং রাজীব গান্ধী পরস্পরের বন্ধু ছেলেবেলা থেকেই। বড় হয়েও তাঁদের বন্ধুত্ব ছিল অটুট। অমিতাভের জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময়ে পাশে ছিলেন রাজীব। ১৯৮২ সালে 'কুলি' ছবির শুটিং চলাকালীন দুর্ঘটনায় অমিতাভের প্রাণসংশয়ের উপক্রম হয়েছিল। যাঁরা সে-সময় বচ্চন-পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন ইন্দিরা গান্ধী ও রাজীব। এর পর ১৯৮৪-তে অমিতাভ রাজনীতিতে আসেন। লোকসভায় এলাহাবাদ থেকে জেতেন কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে। তবে অমিতাভের রাজনৈতিক জীবন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ১৯৮৭ সালে সামনে আসে বোফর্স ঘুষ-কাণ্ড। সেটা রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সরকারের ওপর বিপুল রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে। বিতর্কে জড়ায় অমিতাভের নামও। যদিও অমিতাভ জানিয়ে দেন, তিনি কোনও অন্যায় করেননি। ১৯৮৭ সালে অমিতাভ সংসদ থেকে ইস্তফা দেন। পরে বিতর্ক থেকে অব্যাহতি পেতে আইনি লড়াইও লড়তে হয় তাঁকে। এর পরে দুই পরিবারের টানাপোড়েন তৈরি হয়। ১৯৯১ সালে রাজীব-হত্যাকাণ্ডের পর স্পষ্টতর হয় এই দূরত্ব। ২০০৪ সালে জয়া বচ্চনের সঙ্গে রাহুল গান্ধী দুই পরিবারের সম্পর্ক নিয়ে প্রকাশ্য বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। জয়া তখন সমাজবাদী পার্টিতে। এত সব জটিলতা সত্ত্বেও সোনিয়ার স্মৃতিকথায় এই সব প্রসঙ্গ কোনও ভাবেই আসেনি।

সম্ভবত সোনিয়ার স্মৃতিকথার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল অমিতাভ বচ্চন সম্পর্কে এতটা কম জায়গা দেওয়া। হিসেব করে দেখা গেছে, সোনিয়ার বইয়ে অমিতাভের নাম রয়েছে মাত্র তিনবার। আর জয়া বচ্চনের প্রসঙ্গ একটি বারও নেই। ভারতে তাঁর প্রথম আসার পর্বে সোনিয়া অমিতাভের উপস্থিতির কথা বলেছেন। রাজীবের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বের কথাও বলেছেন। কিন্তু এর পরের বছরগুলিতে এই দু'জনের সম্পর্কের তেমন কোনও বিবরণ নেই। নেই অমিতাভের রাজনীতিতে আসা, বোফর্স-বিতর্ক কিংবা দুই পরিবারের মতপার্থক্যের প্রসঙ্গ।

জম্মু-কাশ্মীরে উদ্ধার ২ পুলিশকর্মীর দেহ

সংবাদ সংস্থা
শ্রীনগর, ১২ নভেম্বর

জম্মু-কাশ্মীরের কুলগামে সিআরপিএফ জওয়ানদের ওপর হামলার দায় স্বীকার করল 'পাসদারান-ই-হুরিয়ত কাশ্মীর' নামে একটি জঙ্গি সংগঠন। তাদের নামে প্রকাশিত একটি বিবৃতিতে আগামী দিনে আরও হামলার হুমকিও দেওয়া হয়েছে। কাশ্মীর উপত্যকায় কোনও জঙ্গি হামলার ঘটনায় প্রথম এই সংগঠনটির নাম সামনে এল। বিবৃতিতে দাবি করা হয়েছে, ভারতীয় নিরাপত্তাবাহিনীকে লক্ষ্য করেই সরাসরি হামলা চালানো হয়েছিল। পাশাপাশি, জম্মু-কাশ্মীরের শান্তি পরিস্থিতি নিয়ে উস্কানিমূলক মন্তব্য করে সংগঠনটি জানিয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানা করে আরও বড় হামলা চালানো হবে। নিজেদের লক্ষ্য পূরণ না-হওয়া পর্যন্ত হামলা চালিয়ে যাওয়ার হুমকিও দেওয়া হয়েছে। বিবৃতিতে সংগঠনের মুখপাত্র হিসেবে জনৈক মহম্মদ উমর আজমের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কারা এই 'পাসদারান-ই-হুরিয়ত কাশ্মীর?' বিশেষজ্ঞদের মতে, 'লস্কর-ই-তৈবা'-রই একটি ছদ্মসংগঠন। জম্মু-কাশ্মীরে সক্রিয় এই সংগঠনটির নাম কুলগামের এই হামলার পরেই সামনে এল। লস্করেরই শাখা 'দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট'-এর নামও উঠে এসেছে। এদিকে জম্মু-কাশ্মীরের কিশতওয়ারে নিখোঁজ দুই স্পেশ্যাল পুলিশ অফিসারের (এসপিও) গুলিবিদ্ধ দেহ উদ্ধার করল নিরাপত্তাবাহিনী। বুধবার থেকে নিখোঁজ ছিলেন তাঁরা। দু'জনেরই সার্ভিস রাইফেল পাওয়া যায়নি। পুলিশের অনুমান, জঙ্গিরা তাঁদের খুন করে অস্ত্র নিয়ে পালিয়েছে। মৃতদের নাম রশপাল কুমার (৪৫) ও ববি চাঁদ (৫৭)। দু'জনেই কিশতওয়ারের কিয়ারের বাসিন্দা। স্পেশ্যাল অপারেশন্‌স গ্রুপের (এসওজি) সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁরা। বুধবার মারওয়া এলাকার ধরনা সেনা শিবিরে পালা করে ডিউটির জন্য তাঁদের পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু নির্দিষ্ট পোস্টে পৌঁছোননি তাঁরা। শিবির থেকে সেনা পোস্টে যাওয়ার পথেই নিখোঁজ হয়ে যান।

এরপর পুলিশ, সিআরপিএফ ও সেনাবাহিনী মিলে দাচ্ছনের জঙ্গলে তল্লাশি শুরু করে। সারাদিন তল্লাশি চালিয়েও তাঁদের খোঁজ মেলেনি। সূত্রের খবর, প্রথম দিকে দু'জনের মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা গেলেও পরে সেগুলি বন্ধ হয়ে যায়। দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগামে সিআরপিএফের একটি চেকপোস্টে জঙ্গি হামলার একদিন পর এই দুই পুলিশকর্মীর দেহ উদ্ধার হল। বুধবার মোটরবাইকে আসা দুই হামলাকারীর গুলিতে তিন সিআরপিএফ জওয়ান আহত হন। জঙ্গিদের খোঁজে এখনও তল্লাশি চালাচ্ছে নিরাপত্তাবাহিনী।

বাংলাদেশে মহিলা সাংসদের বাড়িতে আগুন

**ন্যূনতম মজুরি দ্রুত কার্যকর ও বেতন বৃদ্ধি-সহ নানা দাবিতে বৃহস্পতিবারও গাজিপুর ও সাভার-আশুলিয়া শিল্পাঞ্চলে বিক্ষোভ দেখালেন পোশাক-শ্রমিকেরা। বিক্ষোভ ও রাস্তা অবরোধের কারণে দেড়শোরও বেশি কারখানা বন্ধ ছিল। সকাল থেকেই শ্রমিকরা কাজে যোগ না-দিয়ে রাস্তায় নামায় মহাসড়কে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে মোতায়েন হয় বিপুলসংখ্যক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। পাশাপাশি নেমেছে বিজিবি। আগুন দেওয়া হয়েছে জুলাই আন্দোলনের সমন্বয়ক ও বর

উন্নত ভারতের লক্ষ্যে কাজ চলছে: মোদি

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ১২ নভেম্বর

২০৪৭ সালের মধ্যে ভারতকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে কাজ করছে তাঁর সরকার। এই লক্ষ্য পূরণে নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। আর সেই সময়সীমা মেনেই এগোতে হবে দেশকে। বৃহস্পতিবার বিজেপির সদর দপ্তরে আয়োজিত 'দিওয়ালি মিলন' অনুষ্ঠানে এমনই বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দীনদয়াল মার্গের বিজেপি সদর দপ্তরে এদিন দুপুরে ওই কর্মসূচিতে অংশ নেন তিনি।

এদিন প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'কোনও ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান কিংবা দেশের ক্ষেত্রে সময়সীমা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংবাদমাধ্যমের কাজেও নির্দিষ্ট সময়সীমার গুরুত্ব রয়েছে। সংবাদপত্র প্রকাশ থেকে শুরু করে কোনও খবর সম্প্রচার, সব ক্ষেত্রেই সময়ের গুরুত্ব অপরিসীম। একই ভাবে ভারতও এখন একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছে। সেই লক্ষ্য হল, ২০৪৭ সালের মধ্যে উন্নত রাষ্ট্র হয়ে ওঠা। স্বাধীনতার শতবর্ষ পূর্ণ হওয়ার আগেই এই স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে হবে। তবে ২০৪৭ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করার অর্থ এই নয় যে, তার আগে উন্নয়নের গতি থমকে থাকবে।' মোদির কথায়, 'ভারত আজ যে-লক্ষ্য স্থির করছে, তা অর্জন করার ক্ষমতাও রাখে।'

দেশের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী দাবি করেন, গত ১২ বছরে ভারতের সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা ৫০ গুণ বেড়েছে। একই সময়ে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম স্টার্টআপ ইকোসিস্টেম তৈরি করেছে ভারত। তাঁর মতে, এই সাফল্য প্রমাণ করে, উন্নত ভারতের স্বপ্নও বাস্তবায়িত করা সম্ভব। এদিন সরকারের দারিদ্র দূরীকরণের সাফল্য নিয়েও দাবি করেন মোদি। তাঁর বক্তব্য, গত ১২ বছরে ৫০ কোটি মানুষকে দারিদ্রসীমার ওপরে তুলে আনা হয়েছে। বিশ্ব ব্যাঙ্কের তথ্যের উল্লেখ করে তিনি বলেন, আগে 'গরিবি হটাও' স্লোগান দেওয়া হত। কিন্তু তাঁর সরকারের আমলেই প্রকৃত অর্থে দারিদ্র দূর করার কাজ হয়েছে।

সংবাদমাধ্যমের ভূমিকার ওপরেও জোর দেন প্রধানমন্ত্রী। দেশের সাফল্য, প্রতিভা এবং উন্নয়নের ইতিবাচক দিকগুলি আরও বেশি করে তুলে ধরার জন্য সাংবাদিকদের অনুরোধ করেন তিনি। তাঁর মতে, দেশের অগ্রগতির কাহিনি আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে দিতে সংবাদমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। নিজের রাজনৈতিক জীবনের শুরুর দিনগুলির কথাও স্মরণ করেন মোদি। জানান, নয়ের দশকে বিজেপির বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের জন্য চেয়ার সাজানো এবং তাঁদের আপ্যায়নের দায়িত্ব সামলাতেন তিনি। সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ দিনের সম্পর্ক রয়েছে বলেও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। প্রযুক্তির পরিবর্তনের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, প্রেস রিলিজের যুগ থেকে ইনস্টাগ্রাম রিল্‌সের সময় পর্যন্ত সংবাদমাধ্যমের বিবর্তন তিনি দেখেছেন।

দেশে প্রথম, এমডি কোর্স আইআইটি খড়্গপুরে

আবু হায়াত বিশ্বাস
দিল্লি, ১২ নভেম্বর

ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তি শিক্ষার গণ্ডি পেরিয়ে এবার স্নাতকোত্তর চিকিৎসা-শিক্ষায় প্রবেশ করল ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (আইআইটি)। দেশের প্রথম আইআইটি হিসেবে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশনের স্বীকৃতিতে স্নাতকোত্তর মেডিক্যাল ডিগ্রি বা এমডি কোর্স চালু করতে চলেছে আইআইটি খড়্গপুর। ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষ থেকেই শুরু হবে এই পাঠ্যক্রম।

জানা গিয়েছে, প্রথম ব্যাচে মোট ১২ জন পড়ুয়াকে ভর্তি নেওয়া হবে। আইআইটি খড়্গপুরের ডাঃ বি সি রায় মাল্টিস্পেশ্যালিটি মেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টারে এই কোর্সগুলি চালু হবে। চিকিৎসা-বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), বায়োমেডিক্যাল সায়েন্স এবং আধুনিক গবেষণাকে এক ছাতার তলায় নিয়ে আসা এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। প্রচলিত চিকিৎসা-শিক্ষার পাশাপাশি প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে স্বাস্থ্যক্ষেত্রের নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার উপযোগী বিশেষজ্ঞ তৈরি করতে চায় প্রতিষ্ঠানটি। ছ'টি বিষয়ে এমডি, আসন ১২টি।

জানা গিয়েছে, ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য

চিকিৎসায় নতুন অধ্যায়

নিট পিজি ২০২৬-এর অনলাইন কাউন্সেলিং প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে। কাউন্সেলিংয়ের নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী দ্বিতীয় রাউন্ডে যোগ্য প্রার্থীরা এই কোর্সগুলিকে নিজেদের পছন্দের তালিকায় রাখতে পারবেন। নতুন পাঠ্যক্রমে পড়ুয়ারা এআই-নির্ভর ক্লিনিক্যাল সিদ্ধান্ত গ্রহণ, উন্নত মেডিক্যাল ইমেজিং, কম্পিউটেশনাল প্যাথলজি, বায়োমেডিক্যাল যন্ত্রপাতি, মলিকিউলার ডায়াগনস্টিক্স, প্রিসিশন মেডিসিন এবং জনস্বাস্থ্য-সংক্রান্ত গবেষণার সুযোগ পাবেন।

১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত আইআইটি খড়্গপুর ছিল দেশের প্রথম আইআইটি। ভারতের প্রযুক্তি ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার বিকাশে এই প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। স্নাতকোত্তর চিকিৎসা-শিক্ষায় প্রবেশের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষাক্ষেত্রের পরিধি আরও বিস্তৃত হতে চলেছে। আইআইটি খড়্গপুরের ডিরেক্টর অধ্যাপক সুমন চক্রবর্তী জানিয়েছেন, এমন একটি পরিকাঠামো গড়ে তোলাই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য, যেখানে চিকিৎসায় উৎকর্ষের সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং গবেষণার মেলবন্ধন ঘটবে। তিনি আরও জানান, শুধু দক্ষ চিকিৎসা-বিশেষজ্ঞ তৈরি করাই নয়, স্বাস্থ্যক্ষেত্রের বড় সমস্যাগুলির সমাধানে সক্ষম উদ্ভাবক তৈরি করাও এই উদ্যোগের অন্যতম উদ্দেশ্য।

SBI
ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক
কেন্দ্রীয় নিয়োগ ও পদোন্নতি দপ্তর,
কর্পোরেট সেন্টার, মুম্বাই
ফোন: 022-22820427

আবেদন করার জন্য QR স্ক্যান করুন

স্থায়ী ভিত্তিতে বিশেষজ্ঞ ক্যাডার-এ অফিসার নিয়োগ

নিম্নলিখিত স্থায়ী পদগুলির জন্য ভারতীয় নাগরিকদের কাছ থেকে আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে:

পদের নাম / গ্রেড	শূন্য পদ	31.10.2026 তারিখের নিরিখে বয়স (বছর)	
		সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ
বিজ্ঞাপন নম্বর CRPD/SCO/2026-27/28 (স্থায়ী অবস্থান)			
ম্যানেজার (নিরাপত্তা) – এমএমজিএস-III	60	25	40
ডেপুটি ম্যানেজার – (নিরাপত্তা) – এমএমজিএস-II			
বিজ্ঞাপন নম্বর CRPD/SCO/2026-27/29 (স্থায়ী অবস্থান)			
অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার-ইঞ্জিনিয়ার (ফায়ার) জেএমজিএস-1	17	21	40

যোগ্যতার মানদণ্ড (বয়স, অভিজ্ঞতা, কাজের পরিধি ইত্যাদি), শূন্য পদের বিবরণ, প্রয়োজনীয় ফি এবং অন্যান্য বিশদ বিবরণের জন্য ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট **https://sbi.bank.in/web/careers/current-openings**-এ লগ ইন করুন। অনলাইনে আবেদন জমা দেওয়ার পাশাপাশি, আবেদনের অনলাইনে অর্থপ্রদানের লিঙ্কে ফি পাঠানোর আগে, বিশদে বিজ্ঞাপন পড়ে যোগ্যতা এবং অন্যান্য বিবরণ নিশ্চিত করে নিন। যে কোনো প্রশ্নের জন্য, অনুগ্রহ করে আমাদের ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইটে উপলব্ধ এই লিঙ্ক **(https://sbi.bank.in/web/careers/post-your-query)**-এ গিয়ে **"CONTACT US" —> "Post Your Query"**-তে লিখে জানান।

- অনলাইনে আবেদন এবং ফি প্রদানের তারিখ: **04.11.2026** থেকে **25.11.2026** পর্যন্ত।

স্থান: মুম্বাই
তারিখ: 04.11.2026
মহাপ্রবন্ধক (আরপি এবং পিএম)

কৃষিক্ষেত্রে বৈচিত্র আসুক, চান প্রধানমন্ত্রী

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ১২ নভেম্বর

ধান, গম, আখের বাইরেও কৃষকদের ভাবতে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৃহস্পতিবার ইন্ডিয়া টুডে গোষ্ঠী আয়োজিত কিসান তক ভারত এগ্রিকালচারাল কনফারেন্সে ভাষণ দিতে গিয়ে দেশের কৃষিক্ষেত্রে বৈচিত্র আনতে চাষিদের অগ্রণী ভূমিকা নিতে আহ্বান জানান। ভারতের যেকোনও উৎসবের সঙ্গে কীভাবে কৃষিক্ষেত্র জড়িয়ে রয়েছে তার উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি কেরলের ওনাম, তামিলনাড়ুর পোঙ্গল, বিহারের ছটের উদাহরণ টানেন।

দেশের শস্যভাণ্ডার পূর্ণ করতে কৃষকদের অবদানের কথা মনে করিয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী জানান, ২০১৪ সালের আগে প্রতিদানে তাঁরা কিছুই পেতেন না। এখন ভারত বিশ্বের বৃহত্তম শস্য রপ্তানিকারী দেশ। এর ফলে কৃষকদের আয়েও বৃদ্ধি হয়েছে। তিনি আরও জানান, ভারত এখন বিশ্বের বৃহত্তম চাল উৎপাদক দেশ। চাল রপ্তানির ক্ষেত্রেও ভারত শীর্ষে। গম ও সামুদ্রিক খাদ্যপণ্য উৎপাদনে বিশ্বে ভারতের স্থান দ্বিতীয়। দুধ, দুগ্ধজাত পণ্য এবং ডিম উৎপাদনও ভারত গত এক দশকে যথাক্রমে ৭০ ও ৯০ শতাংশ বাড়িয়েছে। মধু উৎপাদনের ক্ষেত্রে আগে উৎপাদিত পণ্যের পরিমাণ ৮০ হাজার টন ছিল, এক দশক পর বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১.৪০ লক্ষ টনে। দেশের কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকার একগুচ্ছ পদক্ষেপ করেছে বলে প্রধানমন্ত্রী জানান। দেশের কৃষি উৎপাদন বাড়াতে ১২ লক্ষ সৌরবিদ্যুৎ-চালিত পাম্প চাষিদের সরবরাহ করা হয়েছে। তিনি জানান, প্রয়োজনীয় কৃষিপ্রযুক্তি ও জ্ঞান কীভাবে উৎপাদন বাড়াতে পারে, কীভাবে কৃষকদের শ্রীবৃদ্ধি ও তাঁদের আয় বাড়াতে সহায়ক হয়, গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকার সময় তাঁর সে ব্যাপারে সম্যক অভিজ্ঞতা হয়। পরবর্তী ক্ষেত্রে সেই অভিজ্ঞতাকেই তিনি যে ব্যবহার করেছেন তারও ইঙ্গিত দেন।

ওয়াইসি-চন্দ্রশেখর জোট উত্তরপ্রদেশে

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ১২ নভেম্বর

উত্তরপ্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনের আগে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ। হাত মেলাল আসাদুদ্দিন ওয়াইসির দল অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিন এবং চন্দ্রশেখর আজাদের আজাদ সমাজ পার্টি (কাঁসিরাম)। বৃহস্পতিবার যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে ওয়াইসি ঘোষণা করেন, নবগঠিত 'সামাজিক পরিবর্তন মোর্চা'র (এসপিএম) মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হবেন আজাদ সমাজ পার্টির সভাপতি চন্দ্রশেখর আজাদ।

২০২৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে টানা তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসা থেকে আটকানোই নতুন জোটের লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন ওয়াইসি। তবে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, এই জোট বিজেপি-বিরোধী ভোটে বিভাজন আরও বাড়াতে পারে। বিশেষ করে মুসলিম ও দলিত ভোটের সমীকরণে এর প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সমাজবাদী পার্টি ও কংগ্রেস যখন বিরোধী ভোট একজোট করার চেষ্টা করছে, তখন ওয়াইসি-আজাদের পৃথক জোট বিজেপির সুবিধে বাড়াতে পারে বলে মনে করছেন পর্যবেক্ষকদের একাংশ।

এআইএমআইএম নেতা ওয়াইসি এদিন বলেছেন, উত্তরপ্রদেশে বিজেপির ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন রুখতে সামাজিক পরিবর্তন মোর্চা একটি শক্তিশালী বিকল্প হিসেবে উঠে আসবে। ওয়াইসি জানান, সামাজিক পরিবর্তন মোর্চার প্রধান লক্ষ্য হবে দলিত, পিছিয়ে-পড়া শ্রেণি এবং সমাজের নিপীড়িত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষা। জাতপাত নির্বিশেষে এই সমস্ত সম্প্রদায়ের সমস্যাকে রাজনৈতিক কর্মসূচির কেন্দ্রে রাখা হবে বলে জানান তিনি। তাঁর অভিযোগ, অতীতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এই জনগোষ্ঠীগুলিকে শুধুমাত্র ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে ব্যবহার করেছে। তাঁদের প্রকৃত উন্নয়ন এবং সমস্যা সমাধানে কোনও রাজনৈতিক সদিচ্ছা দেখানো হয়নি। চন্দ্রশেখর আজাদকে জোটের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী ঘোষণা করেন ওয়াইসি। জোটের সাফল্য নিশ্চিত করতে দুই দল এক সঙ্গে কাজ করবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। ২৬ নভেম্বর একটি জনসভার আয়োজন করা হয়েছে বলেও জানান ওয়াইসি। সমাজবাদী পার্টি, কংগ্রেস যখন দলিত, মুসলিম ভোটারদের সমর্থন পেতে মরিয়া হয়ে উঠেছে, তখন ওয়াইসি, আজাদের দলের জোটের ঘোষণায় স্বাভাবিক ভাবেই উল্লসিত শাসকদল বিজেপি।

বিরোধী-প্রচার রুখতে বিশেষ বৈঠকে বিজেপি

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ১২ নভেম্বর

বিরোধীদের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক প্রচার এবং তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সরকারের বিরুদ্ধে বাড়তে-থাকা অসন্তোষ মোকাবিলায় কৌশল নির্ধারণ করতে দু'দিনের বিশেষ বৈঠকের আয়োজন করতে চলেছেন বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। ২৭ ও ২৮ নভেম্বর দিল্লিতে এই বৈঠক হতে চলেছে বলে খবর। যে বৈঠকে উপস্থিত থাকার কথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য এবং দলের শীর্ষস্থানীয় নেতাদেরও।

দলীয় সূত্রের খবর, দু'দিনের বৈঠকের মূল লক্ষ্য হবে সিজেপির রাজনৈতিক প্রভাব এবং কংগ্রেসের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক আক্রমণের মোকাবিলায় নতুন কৌশল তৈরি করা। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বিরোধীদের বক্তব্য যেভাবে জনপ্রিয়তা পাচ্ছে, তা নিয়ে উদ্বিগ্ন বিজেপি নেতৃত্ব। সূত্রের দাবি, বিরোধীদের রাজনৈতিক প্রচারের মোকাবিলায় শাসকদলের দুর্বলতা কাটানোর উপায় নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হবে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জেন জি-র একাংশের মধ্যে সরকারের বিরুদ্ধে সমালোচনা ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। এই পরিস্থিতি বিজেপির কাছে নতুন রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে। কংগ্রেসের রাজনৈতিক সক্রিয়তার পুনরুত্থানও বিজেপির উদ্বেগ বাড়িয়েছে। নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা, বেকারত্ব এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির কথিত অপব্যবহার নিয়ে কংগ্রেসের লাগাতার আক্রমণ তরুণ ভোটারদের একাংশের মধ্যে প্রভাব ফেলছে বলে মনে করছে বিজেপি। এই পরিস্থিতিতে দলের তৃণমূল স্তরের সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করা, রাজনৈতিক প্রচারের ভাষা ও কৌশলে পরিবর্তন আনা এবং তরুণ ভোটারদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানোর উপায় নিয়ে দু'দিনের বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হওয়ার কথা।

৪ বছর পর ল্যাপটপ রেখে দেওয়া যাবে

অর্থ মন্ত্রকের ব্যয় বিভাগের তরফে সংশোধিত নির্দেশিকা অনুযায়ী, এবার থেকে সরকারি কাজের জন্য বরাদ্দ ল্যাপটপ, ট্যাবলেট বা এই ধরনের বৈদ্যুতিন যন্ত্র চার বছর ব্যবহারের পর সংশ্লিষ্ট কর্মীরা নিজেদের কাছে রাখতে পারবেন। এর জন্য তাঁদের কোনও অতিরিক্ত অর্থ দিতে হবে না। পাশাপাশি, সরকারি কর্মীদের জন্য কেনা ল্যাপটপের সর্বোচ্চ মূল্যসীমাও বাড়ানো হয়েছে। নতুন নিয়মে নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ হলে সর্বোচ্চ ১.৮ লক্ষ টাকা (জিএসটি অতিরিক্ত) দামের ডিভাইস কেনা যাবে।

জেনসেনকে 'সরিয়ে দিল' পরিচালন পর্ষদ

বৃহস্পতিবার পদত্যাগ করলেন প্রযুক্তির দুনিয়ায় অন্যতম প্রভাবশালী সংস্থা এনভিডিয়ার সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও জেনসেন হুয়াং। সংস্থার পরিচালন পর্ষদ এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে। চীনের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তিতে অভিযুক্ত এক মহিলার সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের পাশাপাশি নিজের অধস্তন স্বাস্থ্য পরিষেবা বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট কিম্বারলি পাওয়েলের সঙ্গেও সম্পর্ক ছিল তাঁর। এই দুই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই হুয়াংয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। বুধবার কয়েক ঘণ্টা ধরে বৈঠক করে হুয়াংকে নিয়ে সিদ্ধান্ত নেয় সংস্থার পরিচালন পর্ষদ।

পিত্রোদাকে মোদির দিওয়ালি-শুভেচ্ছা

রাজনৈতিক মতপার্থক্য, তীব্র সমালোচনা এবং প্রায়শই ঘটে যাওয়া সঙ্ঘাতের কারণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কংগ্রেস নেতা স্যাম পিত্রোদা খুব কম সময়ই এক অবস্থানে এসেছেন। তবে দিওয়ালি নিয়ে এল এক সৌহার্দ্যপূর্ণ মুহূর্ত। প্রধানমন্ত্রী তাঁর দীর্ঘদিনের সমালোচককে দিওয়ালির শুভেচ্ছা জানিয়ে সম্বোধন করলেন 'স্যাম ভাই' বলে। বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী ইন্ডিয়ান ওভারসিজ কংগ্রেসের প্রধান স্যাম পিত্রোদাকে দিওয়ালি ও গুজরাটি নববর্ষের শুভেচ্ছা জানান। এর আগে, সংবাদ সংস্থা আইএএনএস-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পিত্রোদা প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর 'গুজরাটি বন্ধু' হিসেবে অভিহিত করে জানিয়েছিলেন, ব্যক্তিগত পর্যায়ে তাঁর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর কোনও সমস্যা নেই। তারপরই প্রধানমন্ত্রীর এই শুভেচ্ছাবার্তা।

অ্যাকাউন্ট ছাড়াই ব্যাঙ্কে পাঠানো যাবে ৫০ হাজার

আজকালের প্রতিবেদন

ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নেই। অথচ এমন কাউকে টাকা পাঠাতে চান, যাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে? চিন্তা করার কিছু নেই। আপনিও ঢুকে পড়তে পারবেন ব্যাঙ্কের কোনও শাখায়, টাকাও জমা দিতে পারবেন এবং যাঁকে পাঠাতে চান, তাঁর অ্যাকাউন্টে ৫০ হাজার পর্যন্ত টাকা পাঠাতে পারবেন।

এই সুবিধে নতুন নয়। আরবিআই আগেই চালু করেছিল ডোমেস্টিক মানি ট্রান্সফার পরিকাঠামো। এতে স্বীকৃত ব্যাঙ্কিং চ্যানেলের মাধ্যমে কম মূল্যের টাকা পাঠানোর ব্যবস্থা রয়েছে। এখন এ-সংক্রান্ত চালু নির্দেশগুলিকে গুছিয়ে নিয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই ব্যবস্থা কার্যকর করেছে ১১ নভেম্বর। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নতুন নির্দেশ অনুসারে, কোনও ব্যক্তি ব্যাঙ্কের শাখায় এসে ৫০ হাজার পর্যন্ত টাকা জমা দিতে ও পাঠাতে পারবেন। এটা করতে হবে ন্যাশনাল ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার কিংবা নেফ্‌ট-এর মাধ্যমে। অ্যাকাউন্ট নেই অথচ ভিন্‌রাজ্যে টাকা পাঠাতে চান, বিশেষ করে তাঁদেরই এতে সুবিধে হবে। তবে এটিএম বা বিজনেস করেসপন্ডেন্স ব্যবহার করলে প্রতি বার লেনদেনে পাঠানো যাবে শুধুমাত্র ৫ হাজার টাকা। এক মাসে এই পদ্ধতিতে ২৫ হাজার টাকার বেশি পাঠানো যাবে না। বিজনেস করেসপন্ডেন্ট এজেন্ট হলেন ব্যাঙ্কের স্বীকৃত এজেন্ট, যাঁরা সাধারণ ব্যাঙ্কিং পরিষেবা দিয়ে থাকেন। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট না থাকলেও কি কেউ টাকা পেতে পারেন? আরবিআই জানিয়েছে, এ ক্ষেত্রে নিয়ম হল ক্যাশ পে-আউট পরিষেবা। এই ব্যবস্থায় ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে এমন ব্যক্তি তাঁর অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা পাঠাতে পারেন তাঁকে, যাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নেই। তবে এ ক্ষেত্রে একবারে পাঠানো যাবে ১০ হাজার টাকা। মাসে মোট পাঠানো যাবে ২৫ হাজার টাকা।

উৎসব মিটতেই নতুন করে ডাক এসআইআর-বিরোধী আন্দোলনের

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ১২ নভেম্বর

উৎসব মিটতেই ফের এসআইআর-বিরোধী আন্দোলনের ঘোষণা হয়ে গেল। এসআইআর ও মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের অপসারণ ইস্যুতে রাজনৈতিক দলগুলির পাশাপাশি 'পিপল্‌স এগেনস্ট এসআইআর' তাদের কর্মসূচি ঘোষণা করল। ২৬ নভেম্বর সংবিধান দিবস থেকে ২০ ডিসেম্বর পর্যন্ত দেশ জুড়ে লাগাতার শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে তারা। এসআইআর সম্পূর্ণ বাতিল, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের অপসারণ ও তাঁর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ এবং প্রত্যেক নাগরিকের ভোটাধিকার পুনরুদ্ধারের দাবিতে এই আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠকে এই কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে। অভিনেতা প্রকাশ রাজ, সমাজকর্মী অঞ্জলি ভরদ্বাজ, বিকেইউ নেতা যুধবীর সিং এবং বাম ছাত্র সংগঠনের নেতারা সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। অঞ্জলি ভরদ্বাজ দাবি করেন, 'এসআইআরের সত্যটা সামনে এসে গিয়েছে। এটি পুরোপুরি বাতিল করতে হবে। যাঁরা এটা কার্যকর করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।' সেইসঙ্গে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ায় বাদ পড়া ভোটারদের পুনরায় তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করা এবং তাঁদের পুরনো এপিক নম্বর ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়ে নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিয়েছেন অঞ্জলি ভরদ্বাজ ও অমৃতা জোহরি। এদিকে, জাতগণনায় ওবিসিদের জন্য পৃথক বিভাগ ও কোডের দাবি জানিয়েছেন সমাজকর্মী যোগেন্দ্র যাদব।

বাঁক অফ বরোদা Bank of Baroda
বরানগর শাখা
১৯৩, কাশী নাথ দত্ত রোড, কলকাতা- ৭০০০৩৬,
পশ্চিমবঙ্গ, ই-মেল: barana@bankofbaroda.bank.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
(সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর পরিশিষ্ট IV সহ পঠনীয় রুল ৮(১) অনুসারে)

যেহেতু, ব্যাঙ্ক অফ বরোদার অনুমোদিত আধিকারিক রূপে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩-সহ পঠনীয় **সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(১২)** ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে ০২.০৯.২০২৬ তারিখ সংবলিত একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন, যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক অর্থাৎ, ৩১.০৮.২০২৬-এর ভিত্তিতে ₹১৮,৪৬,১৩৪.৬২ (আঠারো লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার একশো চৌত্রিশ টাকা এবং বাষট্টি পয়সা মাত্র), তৎসহ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ, মাশুল, চার্জ ও খরচাপাতি পরিশোধের জন্য ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা মিঃ রাজেশ মহাপাত্র, পিতা- সূর্য মহাপাত্র, ঠিকানা- ৪/৪ রাজকুমার মুখার্জি রোড পাড়া টোটো স্ট্যান্ড, সিঁথি, বরানগর, উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০৩৬ এবং সহ-ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা শ্রীমতী রাখী মহাপাত্র, স্বামী- রাজেশ মহাপাত্র, ঠিকানা- ১১৫/২, রাজ কুমার মুখার্জি রোড, থানা- বরানগর, পোঃঅঃ- আলমবাজার, উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭০০০৩৫-এর প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।

উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদারগণ দাবিকৃত অর্থাঙ্ক পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদারগণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল নং ৮-সহ পঠনীয় উক্ত [অ্যাক্ট]-এর ১৩ ধারার (৪) নং উপধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **১২ নভেম্বর, ২০২৬** এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদারগণ/বন্ধকদাতাগণকে উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও প্রকার লেনদেন **৩১.০৮.২০২৬-এর ভিত্তিতে ₹১৮,৪৬,১৩৪.৬২ (আঠারো লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার একশো চৌত্রিশ টাকা এবং বাষট্টি পয়সা মাত্র), তৎসহ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত সুদ, মাশুল, চার্জ ও খরচাপাতি সমেত ব্যাঙ্ক অফ বরোদা-র প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।**

সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে প্রাপ্য সময়সীমা সম্পর্কিত বিষয়ে উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থানগুলির প্রতি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ব্যাঙ্ক অফ বরোদার নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি/সম্পত্তিগুলির বিবরণ

উত্তর-পূর্ব দিকের ফোর্থ ফ্লোরে অবস্থিত একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট, সিঁড়ি তৎসহ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া মিলিয়ে যার পরিমাপ সামান্য কমবেশি ৬৮৫ বর্গফুট, যেটি ফ্ল্যাট নং ৪এ, মার্বেলের মেঝে দ্বারা সম্পূর্ণ, একটি জি+৪ তলা ভবনে নির্মিত যা নিম্নোক্ত সম্পূর্ণ বাস্তু জমির উপর অবস্থিত, জমির পরিমাপ সামান্য কমবেশি ৩ কাঠা ১ ছটাক, অবস্থিত মৌজা- বরানগর, রে. সা. নং ৬, জে এল নং ৫, তৌজি নং

বেলুড় মঠে বিজয়ার প্রণাম মুখ্যমন্ত্রীর

আজকালের প্রতিবেদন

বেলুড় মঠে গিয়ে বিজয়ার প্রণাম সারলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার শিবপুর কাজিপাড়ায় ছটব্রতীদের পুজোর সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানের শেষে বেলুড় মঠে যান মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে গিয়ে মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী সুবীরানন্দ মহারাজকে পায়ে হাত দিয়ে বিজয়ার প্রণাম করে তাঁর আশীর্বাদ গ্রহণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর বেলুড় মঠের আধিকারিক মহারাজদের সঙ্গে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। বেলুড় মঠের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর হাতে পুষ্পস্তবক, একাধিক পুস্তক এবং সারদা মা ও দেবী দুর্গার প্রতিকৃতি সংবলিত স্মারক তুলে দেওয়া হয়। প্রায় আধঘণ্টা বেলুড় মঠে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

লাইনে ফাটল, বাঁচল হাসনাবাদ লোকাল

স্বদেশ ভট্টাচার্য

বসিরহাট, ১২ নভেম্বর

রেল লাইনে ফাটল, বড় দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচল হাসনাবাদ-শিয়ালদা লোকাল। আজ বৃহস্পতিবার সকালে শিয়ালদাগামী ডাউন ৩৩৫১৬ ভ্যাবলা স্টেশন ছেড়ে যাওয়ার সময় রেলের লাইনে অস্বাভাবিক শব্দ শুনতে পান সুবল দাস নামে এক স্থানীয় বাসিন্দা। ট্রেন চলে যাওয়ার পরে তিনি কাছে গিয়ে দেখেন রেলের লাইনে ফাটল ধরেছে। যদিও ডাউন ট্রেনটি ততক্ষণে স্টেশন ছেড়ে চলে গেছে। পরবর্তী ট্রেন কিছু সময় পরেই। সুবলবাবু স্টেশনের রেল কর্মীদের খবর দেন। সঙ্গে সঙ্গে রেল পুলিশ ও রেলের কর্মীরা ঘটনা স্থলে গিয়ে দেখেন রেল লাইনের মাঝে ভেঙে অনেকখানি ফাটল তৈরি হয়েছে। বড় বিপদের আশঙ্কা। মেরামতির কাজ শুরু হয়। হাসনাবাদ থেকে প্রায় দু'ঘণ্টা রেল চলাচল বন্ধ থাকে। ওই সময় চাঁপাপুকুর থেকে ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেয় রেল কর্তৃপক্ষ। জরুরি ভিত্তিতে মেরামতির পর সকাল নয়টার পরে ওই শাখায় রেল চলাচল স্বাভাবিক হয়।

জগদ্ধাত্রী পুজোর গাইড ম্যাপ প্রকাশিত

মিল্টন সেন

হুগলি, ১২ নভেম্বর

প্রকাশিত হল জগদ্ধাত্রীপুজোর গাইড ম্যাপ। বৃহস্পতিবার ম্যাপ প্রকাশ করল চন্দননগর কেন্দ্রীয় জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটি। গতবছর গাইড ম্যাপ প্রকাশকে কেন্দ্র করে প্রশাসন এবং কেন্দ্রীয় কমিটির মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি হয়েছিল। এ বছর কেন্দ্রীয় কমিটির গাইড ম্যাপ প্রকাশের সময় বিধায়ক দীপাঞ্জন গুহ নিজে উপস্থিত থেকে বুঝিয়ে দিলেন, সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলবে প্রশাসন। এ বছর কেন্দ্রীয় কমিটির তত্ত্বাবধানে চন্দননগর ও ভদ্রেশ্বর থানা মিলিয়ে ১৮০টি জগদ্ধাত্রীপুজো হচ্ছে। ১৯ তারিখ শোভাযাত্রা সহকারে হবে প্রতিমা নিরঞ্জন। শোভাযাত্রায় মোট ৬৮টি পুজো ২৪৫টা লরি নিয়ে চন্দননগর শহর প্রদক্ষিণ করবে। তার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির প্রায় ৫০০ সদস্য রাস্তায় থেকে পুলিশ-প্রশাসনকে সহযোগিতা করবে। কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক শুভজিৎ সাউ বলেন, ৭১ বছরের কেন্দ্রীয় জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটি সকলের সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করে এসেছে। কিছু কিছু বিষয়, যেগুলো প্রশাসনিক ভাবে করা দরকার সেগুলো বলা হয়েছে, সরকার সহযোগিতা করছে। জগদ্ধাত্রীপুজোকে সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করতে প্রশাসনের সঙ্গে সব রকমের সহযোগিতা করা হবে। চন্দননগরের বিধায়ক দীপাঞ্জন গুহ জানান, বিদ্যুতে ছাড় দেওয়ার ব্যাপারে কথাবার্তা চলছে। এখনও পর্যন্ত অফিসিয়ালি কোনও চিঠি তাঁর কাছে আসেনি। বিধায়ক হিসেবে তাঁর প্রথম বছর। কেন্দ্রীয় কমিটিতে প্রথম বছর। কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি হবে, সেটাকে সবাই মিলে ঠিক করতে হবে। এবারের ত্রুটিবিচ্যুতি শুধরে সামনের বার আরও ভাল ভাবে পুজো করতে হবে।

চন্দননগর



গাইড ম্যাপ প্রকাশ করছে চন্দননগর কেন্দ্রীয় জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটি। ছবি: পার্থ রাহা



কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে কথা বলছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ভোপালে, বৃহস্পতিবার। ছবি: আজকাল

শিবরাজ সিং চৌহানের মাকে শ্রদ্ধা জানাতে ভোপালে মুখ্যমন্ত্রী

আজকালের প্রতিবেদন

কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানের মা সুন্দরবাই চৌহান প্রয়াত হয়েছেন। তাই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বৃহস্পতিবার মধ্যপ্রদেশের ভোপালে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রীর বাড়িতে যান। সেখানে গিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার প্রায় সব সদস্য। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানজির মা, সুন্দরবাই চৌহানজির প্রয়াণে আমি গভীর ভাবে শোকাহত। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর চৌহানজি এবং তাঁর পরিবারকে এই কঠিন সময় সহ্য করার শক্তি প্রদান করুন। শোকার্ত পরিবারের প্রতি আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাই। তাঁর আত্মা যেন সদ্‌গতি লাভ করে।' পরে এদিন সমাজমাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, 'আজ ভোপালের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শ্রী শিবরাজ সিং চৌহানের মাতৃদেবীর শোকসভায় উপস্থিত হয়ে তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম। এই দুঃখের সময়ে আমি শিবরাজ সিং চৌহান এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সকল সদস্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে গভীর সমবেদনা জানিয়েছি। তাঁর মায়ের প্রয়াণ সমগ্র পরিবারের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, বিদেহী আত্মাকে তাঁর শ্রীচরণে স্থান দিন এবং শোকাহত পরিবারকে এই অসীম দুঃখ সহ্য করার শক্তি ও সাহস দিন। ওম শান্তি।'

সাঁকরাইলে ডাকাতি, পাটনা থেকে গ্রেপ্তার ৭

প্রিয়দর্শী বন্দ্যোপাধ্যায়

হাওড়ার সাঁকরাইলে একটি জুয়েলারি দোকান থেকে ৭০ লক্ষ টাকার সোনা ও রুপোর গয়না লুঠের ঘটনায় বড়সড় সাফল্য পেল হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। তদন্তে নেমে বিহারের পাটনা থেকে এই ঘটনায় জড়িত অভিযোগে সাতজনকে গ্রেপ্তার করেছেন গোয়েন্দারা। পুলিশ জানায়, ধৃতরা হল অরিন্দম মজুমদার, নুরুল হক, নীরজকুমার খুশওয়া, আশুতোষ মিশ্র, অভিষেক পান্ডে, ভাস্কর সিং ও অজিত পাশোয়ান। ধৃতদের মধ্যে প্রথম দু'জন উত্তর ২৪ পরগনা, পরের চারজন হাওড়া ও শেষজন বিহারের বাসিন্দা। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে ৪২৯ গ্রাম সোনা এবং ৪.২ কেজি রুপো। ৪ নভেম্বর সাঁকরাইলের একটি গয়নার দোকানে ঢুকে দুষ্কৃতীরা বিপুল পরিমাণ সোনা ও রুপোর গয়না লুঠ করে পালায়। ঘটনার তদন্তে নেমে প্রথমে পুলিশ তিনজনকে জড়িত থাকার সন্দেহে গ্রেপ্তার করে। তাদের জেরা করে এই চুরির ঘটনায় একটি আন্তঃরাজ্য সোনা পাচার চক্রের হদিশ পান গোয়েন্দারা। এরপরই শারীরিক ও প্রযুক্তিগত তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে বিহারের পাটনায় অভিযান চালিয়ে এই চক্রের বাকিদের মিলিয়ে মোট সাতজনকে গ্রেপ্তার করেন হাওড়া সিটি পুলিশের গোয়েন্দারা। বৃহস্পতিবার এই বিষয়ে এক সাংবাদিক বৈঠকে হাওড়া পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি (ডিডি) রাহুল মিশ্র জানান, 'এই ঘটনায় জড়িত প্রত্যেককে গ্রেপ্তার করার পাশাপাশি লুঠ হওয়া সমস্ত গয়নাই উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। লুঠ হওয়া গয়নাগাটি ভিন্‌রাজ্যে পাচারের ছক ছিল।'

কেদারতাল

১০ লক্ষ করে চেক মৃতদের পরিবারকে

আলোক সেন

বাঁকুড়া, ১২ নভেম্বর

কেদারতালে ট্রেকিংয়ে গিয়ে জেলার যে পাঁচজন যুবক তুষারঝড়ে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিলেন, পরে তাঁদের মধ্যে চারজনের দেহ উদ্ধার হয়। একজনের দেহ এখনও উদ্ধার করা যায়নি। কথা ছিল, বৃহস্পতিবার রাইপুরের অনুষ্ঠান সেরে মুখ্যমন্ত্রী সার্কিট হাউসে আসবেন। ওই পাঁচ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের সমবেদনা জানাবেন। তাঁদের হাতে রাজ্য সরকারের সাহায্য বাবদ ১০ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেবেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর রাইপুরে আসতে দেরি

বাঁকুড়া

হয়ে যায়। তাই বাঁকুড়া শহর লাগোয়া সতীঘাটে, যে অস্থায়ী হেলিপ্যাড তেরি করা হয়েছিল, সেখানেই মুখ্যমন্ত্রী শালবনি এবং কেশরা গ্রামের মৃতদের পরিজনদের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি তাঁদের আশ্বাস দিয়ে যান, আগামী ২১ নভেম্বর তিনি পুরুলিয়ায় আসছেন। সেখান থেকে বাঁকুড়া সার্কিট হাউসে আসবেন। সেইদিন তাঁদের সাথে দেখা করে কথা বলবেন। ওই পাঁচ পরিবারের সদস্যদের হাতে এদিন ১০ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন আদিবাসী ও সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী ক্ষুদিরাম টুডু। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ সৌমিত্র খাঁ, জেলাশাসক অনীশ দাশগুপ্ত, পুলিশ সুপার পিভি জি সতীশ প্রমুখ।

পথ-দুর্ঘটনায় যুবকের মৃত্যু

কালীপুজোর প্রতিমা নিরঞ্জন উপলক্ষে মিষ্টি কিনে বাড়ি ফেরার পথে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা। আর তাতেই মৃত্যু হল তরতাজা এক যুবকের। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত আরও এক যুবক। আশঙ্কাজনক অবস্থায় কলকাতার এনআরএস হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম বিশ্বজিৎ দর্জি। বয়স ২৮ বছর। তাঁর বাড়ি নরেন্দ্রপুর থানা এলাকার কাদারহাটে। পেশায় গাড়ি চালক ছিলেন বিশ্বজিৎ। এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া।



তুলির টানে সম্পূর্ণতা পাচ্ছে প্রতিমা। ছবি: পার্থ রাহা

মৌপিয়ার তুলির টানে রূপ পাচ্ছেন হৈমন্তিকা

আজকালের প্রতিবেদন

হুগলি, ১২ নভেম্বর

চক্ষুদান করলেন। মৃন্ময়ী থেকে চিন্ময়ী হয়ে উঠলেন হৈমন্তিকা। কলেজছাত্রী মৌপিয়ার নিপুণ তুলির টানে সম্পূর্ণতা পেল চন্দননগর কুণ্ডুঘাট উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জগদ্ধাত্রী প্রতিমা। চন্দননগরের মৃৎশিল্পী মুক্তি পালের মেয়ে মৌপিয়া। মেধাবী মৌপিয়া চন্দননগর কলেজে প্রথম বর্ষের ছাত্রী। লকডাউনের সময় প্রতিমা গড়ার কাজে হাতেখড়ি হয় তাঁর। তখন তিনি ছিলেন অনেকটাই ছোট। তবুও সেই সময় থেকেই দুর্গাঠাকুর তৈরির কাজে বাবাকে সাহায্য করা শুরু করেন মৌপিয়া। তারপর কেটে গেছে বেশ কয়েকটা বছর। বর্তমানে বাবার নির্ভরযোগ্য হেল্পিং হ্যান্ড। বৃহস্পতিবার তৃতীয়াতেই চন্দননগরের কয়েকটি পুজোর উদ্বোধন। তাই দম ফেলার সময় নেই বাবা-মেয়ে দু'জনেরই। বাবা প্রতিমার সাজসজ্জা থেকে শাড়ি পরানো সব করছেন। মেয়ের তুলির টানে জেগে উঠছে প্রতিমার ত্রিনয়ন।

এদিন চন্দননগর কুণ্ডুঘাট উত্তর-পূর্বাঞ্চল জগদ্ধাত্রী পুজোয় মা জগদ্ধাত্রীর চক্ষুদান করেন মৌপিয়া। বাবা মুক্তি পাল জানান, চন্দননগর ভদ্রেশ্বর রিষড়া মিলিয়ে এ বছর ৪৫টি জগদ্ধাত্রী প্রতিমার বরাত পেয়েছেন তিনি। মেয়ে বেশ কয়েকটি প্রতিমার চক্ষুদান করছে। চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী প্রতিমার মুখের সৌন্দর্যই অন্যতম আকর্ষণ। প্রতিমার চোখই সবার আগে নজর কাড়ে। সেই মুখসজ্জার দায়িত্ব পালন করতে খারাপ লাগে না, বলছেন শিল্পী মৌপিয়া। মেয়ের ঝোঁক দেখে মেয়েকে শিল্পকলার শিক্ষা দিয়েছেন। এখনই কয়েকটি আঁকার ক্লাস করান। মৌপিয়া বলেন, 'মানুষ দেখে ভাল বললে, তাঁর ভাল লাগে।' এদিন থেকে শুরু হয়েছে প্রতিমার চোখ আঁকা। হাতে সময় বেশি নেই, প্রচুর ব্যস্ততা।

কলকাতায় আন্তর্জাতিক মুখোশ নৃত্য উৎসব, পাশে রাজ্য সরকার

আজকালের প্রতিবেদন

বাংলার ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্প ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের পাশাপাশি তা আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে দিতে কলকাতায় আয়োজিত হতে চলেছে 'আন্তর্জাতিক ঐতিহ্যবাহী মুখোশ নৃত্য উৎসব'। ইউনেস্কো এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগ (এমএসএমই) ও বস্ত্র দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে, গ্রামীণ হস্তশিল্প ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রকল্পের অধীনে এই উৎসবের আয়োজন করছে কলকাতা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সমিতি। নিউ টাউনের রবীন্দ্র তীর্থে ১৯-২০ নভেম্বর এই মুখোশ নৃত্য উৎসব হতে চলেছে। দু'দিনের এই আন্তর্জাতিক উৎসবে ভারত, শ্রীলঙ্কা ও দক্ষিণ কোরিয়ার লোকশিল্পীরা পাঁচটি ঐতিহ্যবাহী মুখোশ নৃত্য পরিবেশন করবেন।

এই উৎসবের লক্ষ্য, হারিয়ে যেতে বসা ঐতিহ্যবাহী শিল্পকলাকে সংরক্ষণ করা এবং নতুন প্রজন্মের কাছে লোকশিল্পের গুরুত্ব তুলে ধরার পাশাপাশি শিল্পীদের কাজের স্বীকৃতি দেওয়া ও জীবিকার নতুন পথ তৈরি করা।

আন্তর্জাতিক এই উৎসবের মঞ্চে পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়ার ছৌ নৃত্য, উত্তরবঙ্গের দক্ষিণ দিনাজপুরের গম্ভীরা নৃত্য অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হতে চলেছে। এছাড়াও মধ্যপ্রদেশের কর্মা শৈলা নৃত্য, শ্রীলঙ্কার টুক্কা ওয়াড়ু কোলাম এবং দক্ষিণ কোরিয়ার হেসো তালছুম মন কাড়বে বলে মনে করছেন উদ্যোক্তারা। প্রতিটি নৃত্যশৈলীর নিজস্ব ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রয়েছে। শিল্পীরা তাঁদের বিশেষ নাচ ও মুখোশের মাধ্যমে নিজ নিজ সংস্কৃতিকে তুলে ধরবেন।

তিন দেশের পাঁচটি ভিন্ন মুখোশ নৃত্যের এই মিলন শুধু একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নয়, বরং বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক আরও মজবুত করার একটি উদ্যোগ। একই সঙ্গে ভাষা ও দেশের সীমানা পেরিয়ে শিল্প যে মানুষকে একসূত্রে বাঁধতে পারে, এই উৎসব সেই বার্তাই তুলে ধরতে চলেছে। বিভিন্ন দেশের ঐতিহ্যবাহী লোকনৃত্য ও শিল্পকলাকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরার পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের শিল্পীদের মধ্যে পরিচিতি, অভিজ্ঞতা বিনিময় ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের সুযোগও তৈরি করবে এই উৎসব। জানা গেছে, নৃত্যের পাশাপাশি দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশমন্ডি ও পুরুলিয়ার চড়িদার মুখোশ-শিল্পীদের তৈরি ঐতিহ্যবাহী কাঠ ও কাগজের মণ্ডের তৈরি মুখোশও এখানে প্রদর্শিত হতে পারে। এমএসএমই দপ্তরের মূল লক্ষ্য, গ্রামীণ শিল্পী ও মুখোশের কারিগরদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং তাঁদের শিল্পকর্মের জন্য আন্তর্জাতিক বাজার তৈরি করা।

জাহাঙ্গিরের বাড়ি ভাঙার কাজ চলছে

গৌতম মণ্ডল

ফলতা, ১২ নভেম্বর

পুলিশ হেফাজতে থাকা ফলতার তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গির খানের তিনতলা বাড়ি ভাঙার কাজ অব্যাহত। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয়দিনেও প্রশাসনের উপস্থিতিতে ড্রিল মেশিন, হাতুড়ি ও ভাইব্রেটরের সাহায্যে বাড়ি ভাঙার কাজ চালিয়েছেন শ্রমিকেরা। ভাঙার কাজের ওপর নজর রাখতে সেই বাড়ির সামনে সিসি ক্যামেরা বসিয়েছে প্রশাসন। সরকারি খাসজমি দখল করে বাড়ি নির্মাণের অভিযোগে এই পদক্ষেপ বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে।

এদিন স্থানীয় বিডিও ও ফলতা থানার আইসির উপস্থিতিতে সকাল থেকেই বাড়ি ভাঙার কাজ শুরু হয়। বাড়িতে ঢোকার রাস্তা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ হওয়ায় বুলডোজার নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। সেই কারণে যন্ত্রপাতির সাহায্যে শ্রমিকদের দিয়েই বাড়িটি ভাঙার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রশাসন। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে সম্পূর্ণ বাড়িটি ভেঙে ফেলার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে বলে সূত্রের খবর। কাজের স্বচ্ছতা এবং নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই বাড়ির সামনে সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছে।

শ্রীরামপুরের বাসিন্দা খুরশিদ খানের বক্তব্য, 'অবৈধ কাজ করলে শাস্তি তাকে পেতেই হবে। এতদিন আমার কথা কেউ শোনেনি। কিন্তু এবার প্রশাসন জাহাঙ্গিরের বিরুদ্ধে সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমরা ভীষণ খুশি।' জাহাঙ্গিরের বাড়ির অন্দরসজ্জা নিয়েও বিস্তর চর্চা শুরু হয়েছে এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, বাইরে থেকে সাধারণ বাড়ি মনে হলেও ভেতরে বিলাসবহুল ব্যবস্থা। বাড়ির ভেতরে নিজস্ব পার্লার ও জিমও ছিল। এলাকার বিজেপি বিধায়ক দেবাংশু পান্ডার কথায়, 'প্রশাসনের হাতে সব তথ্য রয়েছে। ঠিক সময়ে সব জানতে পারবেন।' জাহাঙ্গিরের বাড়ি ভাঙাকে কেন্দ্র করে আপাতত প্রশাসনের নজরদারি যেমন জোরদার হয়েছে, তেমনই তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অন্যান্য অভিযোগ ঘিরেও নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে ফলতায়।

পেনশনভোগীদের সহায়তা পূর্ব রেলের

পূর্ব রেলের অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের ঝঞ্ঝাটমুক্ত পরিষেবা দিতে ১ থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত এক মাসব্যাপী ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট (ডিএলসি) প্রচারাভিযান করে চলেছে। বৃহস্পতিবার পূর্বরেলের জেনারেল ম্যানেজার (জিএম) গীতিকা পাণ্ডের নেতৃত্বে প্রিন্সিপাল চিফ পার্সোনেল অফিসার (পিসিপিও) মহুয়া ভার্মা বি আর সিং হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। তাঁরা রোগীদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন। তাঁদের ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট জমা দিতে সহায়তাও করেন। এদিন পূর্ব রেলের জিএম ফেয়ারলি প্লেসে পেনশনভোগীদের সঙ্গে সাক্ষাৎও করেন। ইতিমধ্যে পূর্বরেল ৩০টি স্বাস্থ্য শিবির এবং ২৮টি বিশেষ ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট শিবিরের আয়োজন করেছে। তিন হাজারের বেশি অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট জমা দিতে সহায়তা করেছে।

প্রাক্তন মন্ত্রীর শেষকৃত্য

কৃষ্ণনগরে চোখের জলে বিদায় প্রাক্তন মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাসকে। বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতা থেকে নদিয়ায় নিয়ে আসা হয় মরদেহ। প্রথমে তাঁর গ্রামের বাড়ি পোড়াগাছা গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সেখান থেকে কৃষ্ণনগরের মহীতোষ বিশ্বাস স্ট্রিটের বাড়িতে। সেখানে আগে থেকেই তাঁর বহু অনুগামী অপেক্ষা করছিলেন। প্রাক্তন মন্ত্রীর রাজনৈতিক জীবনের প্রথম দিককার অনুগামীরা অনেকেই এদিন উপস্থিত ছিলেন।

স্বচ্ছতা প্রতিযোগিতার পরিকল্পনা মন্ত্রীর

পশ্চিমবঙ্গকে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন করে তুলতে শহরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে নাগরিকদের এগিয়ে আসার বার্তা দিয়েছেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। বৃহস্পতিবার নগরোন্নয়ন দপ্তরে সাংবাদিক বৈঠকে পুরমন্ত্রী জানান, রাজ্যে প্রথমবার স্বচ্ছ সর্বেক্ষণ পুরস্কার পেয়েছে তারকেশ্বর। এটা শুধু স্বীকৃতি নয়, বাংলার পরিচ্ছন্নতার পথে একটা নতুন সূচনা। দেশের অন্যতম সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এজন্য পুরসভার ওয়ার্ডগুলোর মধ্যে স্বচ্ছতা প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হবে। কিংবা পুরসভা ও মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে প্রতিযোগিতা করা হবে। পুরসভার পাশাপাশি নাগরিকদের মধ্যে সচেতনতা তৈরি হবে। তাঁরাও এগিয়ে আসবেন নিজের শহরকে সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন করে তোলার লক্ষ্যে।

সিটি সিভিল কোর্ট, কলকাতা
মহামান্য ৫ম বিচারকের এজলাস সমীপে
মানি স্যুট নং: ২১৯৬/২০২২

আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ১৯৫৬-এর সংস্থানাধীনে গঠিত একটি কোম্পানি যার রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা: 'ল্যান্ডমার্ক', রেস কোর্স সার্কল, বদোদরা-৩৯০০০৭ এবং সিটি অফিসের ঠিকানা: ৩১, চৌরঙ্গি রোড, থানা- পার্ক স্ট্রিট, পোঃঅঃ- পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ (মোবাইল: ৯১৬৩৩৯৬০৭৫) ....বাদী

- বনাম -

শেখ মশিউর রহমান (প্যান নং: AGSPR5149M), ৩২/৫, বঙ্কিম মুখার্জি রোড, ফার্স্ট ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং ৪, নন্দন অ্যাপার্টমেন্ট, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের পিছনে, কলকাতা-৭০০০৫৩ ... বিবাদী

প্রতি,
শেখ মশিউর রহমান (প্যান নং: AGSPR5149M), ৩২/৫, বঙ্কিম মুখার্জি রোড, ফার্স্ট ফ্লোর, ফ্ল্যাট নং ৪, নন্দন অ্যাপার্টমেন্ট, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্কের পিছনে, কলকাতা-৭০০০৫৩

যেহেতু উপরিনামিত বাদী আপনার বিরুদ্ধে মহামান্য এই আদালত সমীপে ২৯.০৯.২০২২ তারিখে উপরোক্ত মানি স্যুট নং ২১৯৬/২০২২ দায়ের করেছেন। এর জবাব দিতে এতদ্দ্বারা আপনাকে আগামী ১৩.০১.২০২৭ তারিখে সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে মহামান্য ৫ম বেঞ্চ, সিটি সিভিল কোর্ট, কলকাতা সমীপে ব্যক্তিগতরূপে বা অ্যাডভোকেটের মাধ্যমে উপস্থিত থাকতে এবং বিবৃতি (যদি থাকে) পেশের জন্য সমন জারি করা হচ্ছে, যার অন্যথা হলে উক্ত আবেদন আইনানুযায়ী একতরফাভাবে শুনানি ও নিষ্পত্তি করা হবে।

তারিখ: ৩০.০৯.২০২৬

আদেশানুসারে,
চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার
সিটি সিভিল কোর্ট, কলকাতা

ফর্ম নং: আইএনসি ২৬
[কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ৩০ অনুযায়ী]
[এক রাজ্য থেকে অপর রাজ্যে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তরের জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশিতব্য বিজ্ঞাপন]
কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন, কলকাতা সমীপে

কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ১৩ নং ধারার (৪) নং উপধারা এবং কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ৩০ সাব রুল (৫) রুল (এ) সম্পর্কিত বিষয়

-এবং-

সম্পর্কিত বিষয়: মেসার্স পরমহংস প্রোপ্রাটিজ প্রাইভেট লিমিটেড, রেজিস্টার্ড অফিস: ১০৫, মেঘনাদ সাহা সরণি, ফার্স্ট ফ্লোর, কলকাতা- ৭০০০২৯। পিটিশনার

....পিটিশনার

এতদ্দ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, ২৯.০৯.২০২৬ শনিবার আয়োজিত উক্ত কোম্পানির বিশেষ সাধারণ সভায় গৃহীত একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ১৩ নং ধারাধীনে 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য' থেকে 'গুজরাট রাজ্য'-তে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে কোম্পানির সংস্কারক পরিবর্তনের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য পিটিশনার কোম্পানির তরফে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটি পিটিশন ফাইল করার প্রস্তাব আনা হয়েছে।

এই কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের প্রস্তাবিত উক্ত স্থানান্তরে কারও স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তিনি/তাঁরা এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)-তে ইনভেস্টর কমপ্লেন ফর্ম দাখিল করে কিংবা এই বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৪ (চোদ্দ) দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন, 'কর্পোরেট ভবন, ফ্লোর নং ৬, প্লট নং-IIIF/১৬, এএ-IIIF, রাজারহাট, নিউটাউন, আকন্দকেরী, কলকাতা-৭০০১৩৫ সমীপে তাঁর (পুং/ স্ত্রী) স্বার্থের ধরন ও বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করে লিখিতভাবে জানান বা রেজিস্টার্ড ডাকে পাঠান এবং এর সঙ্গে একটি হলফনামা দ্বারা বক্তব্য সমর্থিত হওয়া আবশ্যক এবং এর একটি কপি অবশ্যই আবেদনকারী এই কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পেশ করতে হবে।

'১০৫, মেঘনাদ সাহা সরণি, ফার্স্ট ফ্লোর, কলকাতা- ৭০০০২৯'
বোর্ডের জন্য ও তরফে
পরমহংস প্রোপ্রাটিজ প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা/- সুনীল কাজারিয়া
ডিরেক্টর
DIN: 00464799

তারিখ: ১৩.১১.২০২৬
স্থান: কলকাতা

টারসনস প্রোডাক্টস লিমিটেড

CIN: L51109WB1983PLC036510
রেজিস্টার্ড অফিস: মার্টিন বার্ন বিজনেস পার্ক, রুম নং ৯০২, বিপি-৩, সল্ট লেক, সেক্টর-৫, কলকাতা-৭০০০৯১
ওয়েবসাইট: www.tarsons.com; ই-মেল: info@tarsons.com; ফোন নম্বর: +৯১ ৩৩ ৩৫২২ ০৩০০

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধবর্ষের আর্থিক ফলাফল সম্পর্কিত বিবৃতির সংক্ষিপ্তসার

(শেয়ার প্রতি তথ্য বাদে মিলিয়ন টাকার অঙ্কে)

ক্রম নং	বিবরণ	স্বতন্ত্র						পুঞ্জীভূত					
		সমাপ্ত ত্রৈমাসিক			সমাপ্ত অর্ধবর্ষ		সমাপ্ত বছর	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক			সমাপ্ত অর্ধবর্ষ		সমাপ্ত বছর
		৩০

এসআইআরে নাম বাদ, রাজ্যের রিপোর্ট চাইল হাইকোর্ট

আজকালের প্রতিবেদন

এসআইআরে বাবার নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাওয়ায় ছেলেকে ইডব্লিউএস সার্টিফিকেট দিতে অস্বীকার করার অভিযোগে রাজ্যের জবাব চাইল কলকাতা হাইকোর্ট। জানা গিয়েছে, আবেদনকারীর ছেলে একটি সরকারি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু ইডব্লিউএস সার্টিফিকেট না-পাওয়ায় তিনি পরবর্তী ধাপে এগোতে পারছেন না। তাই বিষয়টি জরুরি ভিত্তিতে শুনানির আর্জি জানানো হয়। বিচারপতি কৃষ্ণা রাও মামলাটিতে নোটিস জারি করেছেন এবং দ্রুত শুনানির অনুমতিও দিয়েছেন। অন্য দিকে, আরও একটি মামলায় মায়ের নাম এসআইআর তালিকায় না-থাকায় পাসপোর্ট না পেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন এক যুবক। অভিযোগ, বাংলাদেশের একটি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তির সুযোগ পেলেও পাসপোর্ট না-পাওয়ায় তিনি পড়তে যেতে পারছেন না। তাঁর নিজের নাম এখনও ভোটার তালিকায় রয়েছে এবং ভোট দিয়েছেন বলে দাবি করেছেন মামলাকারী। আদালত রাজ্যের কাছে এই নিয়ে রিপোর্ট চেয়েছে। পাসপোর্ট কর্তৃপক্ষ জানান, এ বিষয়ে পুলিশের রিপোর্ট প্রয়োজন। পাসপোর্ট ছাপানোর সময় মায়ের নাম উল্লেখ করতে হয়। তাদের প্রশ্ন, এসআইআর ভোটার তালিকায় যখন মায়ের নামই নেই, তখন পাসপোর্টে কীভাবে সেই নাম ছাপা হবে? বিচারপতি কৃষ্ণা রাও এই মামলায় রাজ্যকে যুক্ত করতে বলেন। ট্রাইবুনালকে বিবাদীদের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে রাজ্যকে যুক্ত করার নির্দেশ দেন।

গেট ভাঙল পুরসভা

● ১ পাতার পর

শুনানিতে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য রাজ্যকে জিজ্ঞেস করেন, অভিষেক একাধিক বার হামলার অভিযোগ জানিয়ে নিরাপত্তা বাড়ানোর আবেদন করলেও কেন তা পর্যালোচনা করা হল না। আদালতের প্রশ্ন, ছ'মাসের আগে পর্যালোচনা কমিটির বৈঠক করা যাবে না— এমন নিয়ম আছে কি না। অন্য দিকে, এদিনের শুনানিতে বিচারব্যবস্থার নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার অভিযোগে অভিষেকের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে অভিযোগ করল রাজ্য। সোমবার বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের এজলাসে নিরাপত্তা-সংক্রান্ত মামলার শুনানি চলাকালীন রাজ্য আবেদন জানায়, বিচারব্যবস্থাকে কালিমালিপ্ত করেছেন অভিষেক। তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারি আদালত অবমাননার মামলা করা উচিত। রাজনৈতিক লড়াইয়ের মধ্যে কোনও ভাবেই দেশের বিচারব্যবস্থাকে টেনে আনা যায় না।

সম্প্রতি অভিষেক নিজের ফেসবুক পেজ এবং বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কালীঘাটে তাঁর বাসভবনের সামনে পুলিশি রেইকি ও নজরদারির অভিযোগে একটি ভিডিও প্রকাশ করেছিলেন। রাজ্যের অভিযোগ, সেই ভিডিওয় সাংসদ এমন কিছু মন্তব্য ও অভিযোগ করেছেন, যা সরাসরি দেশের বিচারব্যবস্থা ও আদালতের মর্যাদাকে চ্যালেঞ্জ জানায়। সাংসদের আইনজীবী জানান, পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলেই তাঁরা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন। কিন্তু নিরাপত্তার মামলাটি যাতে না হয়, তার চেষ্টা চলছে। তাঁর দাবি, অনেক মামলা আসার একদিনেই শুনানি হচ্ছে, অথচ তাঁর মক্কেলের মামলা তিন মাস ধরে ঝুলে রয়েছে। এই প্রসঙ্গেই বিচারপতিদের একটি অংশ বিজেপির হয়ে কাজ করছেন, এই প্রসঙ্গ উঠে আসে। এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি কৃষ্ণা রাও অভিষেকের আইনজীবীকে নির্দেশ দেন, কোন কোন বিচারপতি বিজেপির এবং কোন কোন বিচারপতি তৃণমূলের, তার একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা যেন আদালতে পেশ করা হয়।

বাইক-টোটোর ধাক্কায় মৃত ২

বাইক ও টোটোর ধাক্কায় মৃত্যু হল দু'জনের। আহত ৫। বৃহস্পতিবার বিকেলে এগরা-বেলদা রাজ্য সড়কের ওপর এগরা থানার গৌরপাহাড়ি উত্তর তাজপুর বাস স্ট্যান্ডের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয় গ্রামীণ রাস্তা দিয়ে আসা একটি টোটো আচমকা রাজ্য সড়কের ওপর উঠে আসে। ঠিক সেই মুহূর্তে কাঁথির দিক থেকে ধেয়ে আসা একটি বাইক সজোরে ধাক্কা মারে টোটোটিতে। বাইক থেকে ছিটকে রাস্তার ওপর পড়ে মাথায় আঘাত পেয়ে দুর্ঘটনাস্থলেই মারা যান বাইক চালক পশ্চিম মেদিনীপুর দাঁতনের ইন্তাজ খান। আহত হন চালক-সহ টোটোর ৬ যাত্রী। এগরা হাসপাতালে মৃত্যু হয় এগরার সাহাপুরের বাসিন্দা পুষ্প দাসের।



'মেকন' মিডিয়া এন্টারটেনমেন্ট কনক্লেভ ২০২৬-এ টেকনো ইন্ডিয়া গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটির চ্যান্সেলর সত্যম রায়চৌধুরীর হাতে স্মারক সম্মান তুলে দিচ্ছেন শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়। রয়েছেন অর্থমন্ত্রী ড. স্বপন দাশগুপ্ত, বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ। বৃহস্পতিবার। ছবি: বিপ্লব মৈত্র

চলচ্চিত্রকে ক্ষুদ্র শিল্পের মর্যাদা দেওয়ার দাবি 'মেকন'-এর

আজকালের প্রতিবেদন

সৃজনশীল কাজের মাধ্যমে ব্যবসা, বিনিয়োগ এবং আর্থিক উন্নতি কীভাবে হতে পারে এই বিষয় ভাবনাচিন্তার জন্য বৃহস্পতিবার বেঙ্গল ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন চেম্বার অফ কমার্সের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল 'মেকন', মিডিয়া এন্টারটেনমেন্ট কনক্লেভ ২০২৬। উদ্বোধন করেন অর্থমন্ত্রী ড. স্বপন দাশগুপ্ত। ছিলেন শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী, সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটির চ্যান্সেলর সত্যম রায়চৌধুরী, বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ, রূপা গাঙ্গুলি, বেঙ্গল ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন চেম্বার অফ কমার্সের সভাপতি ফিরদৌসল হাসান, অভিনেত্রী পাওলি দাম প্রমুখ। সত্যম রায়চৌধুরীকে বিশেষ সম্মান জানানো হয়। তাঁর হাতে সম্মান তুলে দেন শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়। অর্থমন্ত্রী ড. স্বপন দাশগুপ্ত বলেন, 'বাংলায় যে ক্রিয়েটিভ অর্থনীতি আছে, সেটা জাতীয় স্তরে খুবই সীমিত। এটা বাড়ানো উচিত। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিভা, সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে। সরকার পরিবেশ তৈরি করে দিতে পারে। কিন্তু আসল কাজ করতে হবে বিনোদন দুনিয়ার মানুষদেরই।'

শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় বলেন, 'একটা সিনেমা তৈরিতে বহু মানুষের শ্রম লাগে। এটা একটা অর্থনীতি। যা এতদিন অবহেলিত ছিল। ব্যক্তিস্বার্থ, দলীয় স্বার্থের জন্য। বর্তমান সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ওপর আস্থা রাখতে পারেন।'

রুদ্রনীল ঘোষ বলেন, 'রাজ্যের ক্রিয়েটিভ দিক নিয়ে সর্বত্র আলোচনা হয়। কিন্তু বিনোদনের বাজার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সৃজনশীলতার মাধ্যমে যেভাবে ব্যবসায়িক এবং কর্মসংস্থানের দিকে অগ্রগতি হতে পারত, তা যেন কিছুটা এগিয়েই থেমে গেছে।'

তথ্য-সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী বলেন, 'বাংলার নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে দেওয়ার অন্যতম মাধ্যম হতে পারে ফিল্ম ট্যুরিজ্‌ম। বাংলার সংস্কৃতি আমাদের গর্ব, সৃজনশীলতাই আমাদের শক্তি।'

বেঙ্গল ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন চেম্বার অফ কমার্সের চেয়ারম্যান ফিরদৌসল হাসান জানান, বাংলার সাহিত্য, সিনেমা ও শিল্পের ঐতিহ্যকে অর্থনৈতিক সুযোগ ও কর্মসংস্থানে রূপান্তরিত করাই তাঁদের মূল লক্ষ্য। বাংলার ক্রিয়েটিভ ইন্ডাস্ট্রি এখনও তার প্রকৃত অর্থনৈতিক সম্ভাবনা উপলব্ধি করতে পারেনি। বাংলা সিনেমা শিল্পকে ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পের আওতাভুক্ত করার দাবি করা হয় অনুষ্ঠান থেকে।

পাশে থাকার আশ্বাস রাজ্যের

পরিচালক প্রবীর রায় প্রয়াত

আজকালের প্রতিবেদন

প্রবীণ পরিচালক, প্রযোজক ও অভিনেতা প্রবীর রায় প্রয়াত। তিনি দুরারোগ্য ক্যান্সারে অসুস্থ ছিলেন দীর্ঘ দিন। বুধবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে দক্ষিণ কলকাতার অরবিন্দ সেবা প্রতিষ্ঠান (ইইডিএফ)-এ ভর্তি করা হয়। বৃহস্পতিবার সকালে সেখানেই হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন তিনি। বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। রয়েছেন স্ত্রী, পুত্র এবং পুত্রবধূ। ১৯৪৮ সালের ৩১ আগস্ট কলকাতায় জন্ম প্রবীর রায়ের। যৌবনে ছিলেন জাতীয় স্তরের দক্ষ সাঁতারু। প্রযোজক ও পরিচালক হিসেবেও তিনি জনপ্রিয়। গত বছর প্রকাশিত হয় তাঁর আত্মজীবনী 'স্মৃতির অলিন্দে একাকী'। কাজের স্বীকৃতি হিসেবে পেয়েছেন প্রমথেশ বড়ুয়া ও উত্তমকুমার স্মৃতি পুরস্কার। বৃহস্পতিবার দুপুরে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় কেওড়াতলা শ্মশানে।



পরিচালক প্রবীর রায়

বিমান হাইজ্যাকের হুমকি দিয়ে ধৃত প্রৌঢ়

আজকালের প্রতিবেদন

বিমান হাইজ্যাকের হুমকি দেওয়ার অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন সোদপুরের এক প্রৌঢ়। তাঁর স্ত্রী ক্যান্সার-আক্রান্ত। পারিবারিক বাধ্যবাধকতায় চাকরি করতে যেতে হচ্ছিল আফ্রিকায়। এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইটে মুম্বই গিয়ে সেখান থেকে আন্তর্জাতিক বিমান ধরার কথা ছিল তাঁর। এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানের শৌচাগারে হাইজ্যাক করার একটি বাক্য লেখা কার্ড পাওয়া গিয়েছিল। সেই বাক্যটি বিমানের ১০৫ জন যাত্রীকে দিয়ে লেখায় পুলিশ। উদ্ধার হওয়া কার্ডের লেখার সঙ্গে যাত্রীদের কারও হাতের লেখার মিল আছে কি না দেখার জন্য এই উদ্যোগ। পাশাপাশি ওয়ালেট পরীক্ষা শুরু হয়। প্রৌঢ়ের পকেট থেকে একই রকম কার্ড মেলে। শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ। প্রথমে স্বীকার না করলেও পরে তিনি জানান, পরিস্থিতির চাপে আফ্রিকায় যেতে হচ্ছিল। স্ত্রীকে অসুস্থ অবস্থায় রেখে যেতে চাননি। বিধ্বস্ত মানসিক অবস্থায় ওই কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেছেন। কলকাতা-মুম্বই বিমানের দেরি হলে তাঁর বিদেশে যাওয়ার বিমান মিস হবে, এমনটাই মনে করেছিলেন তিনি।

এসএসসি মামলায় শর্তসাপেক্ষে জামিন পেলেন পার্থ চ্যাটার্জি

আজকালের প্রতিবেদন

সিবিআই-এর এসএসসি গ্রুপ-ডি মামলায় শর্তসাপেক্ষে জামিন পেলেন পার্থ চ্যাটার্জি। বৃহস্পতিবার আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালত ওই জামিন মঞ্জুর করেছে। এদিন আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালতে পার্থ চ্যাটার্জির তরফের আইনজীবী বিপ্লব গোস্বামী জামিনের আবেদন করেন। ওই আইনজীবী জানান, সিবিআই-এর এসএসসি গ্রুপ-ডি মামলায় সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটে নাম ছিল পার্থ চ্যাটার্জির। তাঁর বিরুদ্ধে সমন জারি হয়েছিল। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এদিন আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালতে জামিনের আবেদন করেন। আদালত পার্থ চ্যাটার্জিকে সাত হাজার টাকার বন্ডে শর্তসাপেক্ষে জামিন মঞ্জুর করেছে। মামলার পরবর্তী দিন ৮ ডিসেম্বর।



আলোকশিল্পী সুশ্বেতা পাল। ছবি: পার্থ রাহা

চন্দননগরের প্রথম মহিলা আলোকশিল্পী

মিল্টন সেন

হুগলি, ১২ নভেম্বর

চন্দননগরের আলো রাজ্যের গণ্ডি পেরিয়ে দেশ-বিদেশের নজর কেড়েছে। চন্দননগরের আলোকশিল্পের আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে অতি পরিচিত ছিলেন শিল্পী বাবু পাল। তাঁর তৈরি আলো একাধিক দেশে বহু বিখ্যাত উৎসব আলোকিত করেছে। ২০২৪ সালের ২০ আগস্ট তাঁর মৃত্যুতে চন্দননগরের আলোকশিল্পে নেমে এসেছিল অন্ধকার। তবে বাবু পাল চলে গেলেও তাঁর সৃষ্টি অক্ষত রাখতে মরিয়া তাঁর মেয়ে সুশ্বেতা পাল। বাবার অসম্পূর্ণ কাজ ও স্বপ্নের বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছেন তিনি।

চন্দননগরের পঞ্চাননতলার বাবু পালের আলোর স্টুডিও একসময় পুজোর মরশুমে হয়ে উঠত কর্মব্যস্ততার কেন্দ্র। তাঁর সৃষ্টি হরেক রকম আলোর কারুকাজ, নতুন নতুন ভাবনা, আলোর জাদু প্রতি বছরই তাক লাগত। সেই অভিনব শিল্প ভাবনাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন সুশ্বেতা। ২০২১ সালে স্নাতক হন তিনি। বাবু পাল দীর্ঘ দিন টুনি ও এলইডি আলো নিয়ে কাজ করলেও সময় ও প্রযুক্তির পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এখন ১২ ভোল্টের ডিসি ল্যাম্প নিয়ে কাজ করছেন তাঁর মেয়ে। দুর্গাপুজো ও জগদ্ধাত্রী পুজো মিলিয়ে এ বছরও একাধিক কাজের বরাত পেয়েছেন তিনি। হিন্দুস্তান ক্লাবের কাজের পাশাপাশি দিল্লি ও ডায়মন্ড হারবারেও তাঁর তৈরি আলো গিয়েছে। এবার বাগবাজার বারোয়ারিতেও যাবে তাঁদের আলো। সুশ্বেতা জানালেন, এ বছর মাইথোলজিক্যাল বিষয়ের ওপর জোর দিয়ে কাজ করছেন তাঁরা। ঠাকুরের থিমে বিশ্বরূপ দর্শনকে আলোর মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে। তাঁর বাবা যতদিন ছিলেন, যেভাবে কাজটা হয়েছে, তিনি ও তাঁর মা চিত্রলেখা সেভাবেই কাজটা চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। সুশ্বেতার কথায়, 'আমাদের সঙ্গে ১০ জন কাজ করেন। বাবা যে কাজটা ৩০-৩৫ বছর ধরে করেছেন, সেটা তো চার বছরে করা সম্ভব নয়। 'বাবুদার লাইট' বলেই অনেকে এখনও কাজ দিচ্ছেন। সেই ভরসাটা নিয়েই এগিয়ে যেতে হবে। বাবার তৈরি আলো একসময় দুবাই ও রাশিয়াতেও গিয়েছিল। বাবার স্বপ্ন ছিল সারা দেশে চন্দননগরের আলো নিয়ে কাজ করা।' আলোকশিল্পের জগতে মহিলা শিল্পীর সংখ্যা হাতে গোনা। সেই জায়গায় বাবার উত্তরসূরি হয়ে মায়ের সঙ্গে কাজ করে চলেছেন সুশ্বেতা।

চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষক স্বপন দাসের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। বৃহস্পতিবার সকালে শ্বশুরবাড়ির কাছেই একটি গাছ থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। জলপাইগুড়ির কচুয়া বোয়ালমারি উচ্চ বিদ্যালয়ের ইংরেজি শিক্ষক ছিলেন স্বপনবাবু। স্কুল সার্ভিস কমিশনের ২০১৬ সালের প্যানেলে চাকরি পেয়েছিলেন। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে সেই চাকরি খোয়াতে হলেও ওই স্কুলেই যোগ্য চাকরিহারা হিসেবে শিক্ষকতা করছিলেন। নতুন করে যে পরীক্ষা হয়, তাতেও পাশ করেছিলেন তিনি। কোচবিহারে তাঁর শ্বশুরবাড়িতে এসেছিলেন স্বপন। মৃত শিক্ষকের স্ত্রী কাকলি দাসের বক্তব্য, বুধবার রাতে তিনি হঠাৎ বেরিয়ে যান। সকালে তাঁকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা যায় বাড়ির পাশের একটি গাছে। কাকলির অভিযোগ, কমিশনের নতুন পরীক্ষায়, নবম-দশমের প্যানেলে তাঁর স্বামীর নাম ওঠে। কিন্তু নিয়োগ প্রক্রিয়া এখনও শুরু না হওয়ায় তিনি অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। ইন্টারভিউয়ের পর যদি চাকরি না থাকে তা নিয়ে আতঙ্কে ভুগতেন। তাঁর স্বামীর এই পরিণতির জন্য প্যানেল বাতিল-ই দায়ী। তিনি সব সময় স্বপনকে ভরসা দিলেও পরিস্থিতি তাঁকে এই পথ বেছে নিতে বাধ্য করল।

A Unit of Kothari Group

ALBERT DAVID

অ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: 'ডি' ব্লক, ৩ নং ফ্লোর, গিল্যান্ডার হাউস, ৮, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১
(কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর: L51109WB1938PLC009490)
ফোন: ০৩৩-২২৬২ ৮৪৩৬ / ৮৪৫৬ / ৮৪৯২ ; ফ্যাক্স: ০৩৩-২২৬২ ৮৪৩৯
ই-মেল: albertdavid@adlindia.in ; ওয়েবসাইট: www.albertdavidindia.com

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধবর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল সম্পর্কিত বিবৃতি

(লক্ষ টাকার অঙ্কে)

ক্রম নং	বিবরণ	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক		সমাপ্ত অর্ধবর্ষ		৩১.০৩.২০২৬
		৩০.০৯.২০২৬ অনিরীক্ষিত	৩০.০৯.২০২৫ অনিরীক্ষিত	৩০.০৯.২০২৬ অনিরীক্ষিত	৩০.০৯.২০২৫ অনিরীক্ষিত	সমাপ্ত পূর্ববর্তী বর্ষ
১	কারবার থেকে মোট আয়	৯৭১৯.০১	৮৫০৯.৭৫	২২৬৪৮.৭৮	১৭৭৭০.০১	৩৪১০৫.১৪
২	কারবার থেকে সংশ্লিষ্ট মেয়াদে নিট মুনাফা (+)/ক্ষতি (-) [কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহের আগে]	৫০৮.৯১	-২৫৮.২১	৪০৮৮.৩০	৫৮৫.৬২	৫২.৪৯
৩	কারবার থেকে সংশ্লিষ্ট মেয়াদে কর-পূর্ব নিট মুনাফা (+)/ক্ষতি (-) [ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহের পরে]	৫০৮.৯১	-২৫৮.২১	৪০৮৮.৩০	৫৮৫.৬২	৫২.৪৯
৪	কারবার থেকে সংশ্লিষ্ট মেয়াদে নিট মুনাফা (+)/ক্ষতি (-) [কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফাসমূহের পরে]	২৮৮.০০	-৩৩০.১৭	৩৪৮৭.৭৭	৪৬৩.৫৯	-১৪৯.৪৭
৫	সংশ্লিষ্ট মেয়াদে মোট বোধগম্য আয় [সংশ্লিষ্ট মেয়াদে কর-পরবর্তী মুনাফা/(ক্ষতি) এবং কর-পরবর্তী অন্যান্য বোধগম্য আয় অন্তর্ভুক্ত করে]	২২২.৮৪	-৩৪৮.৭০	৩৩২০.২২	৪২৬.৭০	১৯০.৬৮
৬	ইকুইটি শেয়ার মূলধন	৫৭০.৭২	৫৭০.৭২	৫৭০.৭২	৫৭০.৭২	৫৭০.৭২
৭	অন্যান্য ইকুইটি	–	–	–	–	৩৮৫৮২.৯১
৮	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ₹১০/-)					
	বুনিয়াদি (₹):	৫.০৫	-৫.৭৯	৬১.৯১	৮.১২	-২.৬২
	মিশ্রিত (₹):	৫.০৫	-৫.৭৯	৬১.৯১	৮.১২	-২.৬২

দ্রষ্টব্য:
১. উপরিলিখিত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলগুলি ১২ নভেম্বর, ২০২৬ তারিখে আয়োজিত নিজ নিজ সভায় অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচিত ও পরিচালন পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩-এর প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধবর্ষের এই আর্থিক ফলাফলগুলি কোম্পানির বিধিবদ্ধ অডিটরগণ সীমিত পর্যালোচনা করেছেন।
২. কোম্পানির বিধিবদ্ধ অডিটরগণ ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধবর্ষের এই আর্থিক ফলাফলগুলির বিষয়ে অসংশোধিত পর্যালোচনা অভিমত পেশ করেছেন।
৩. এই কোম্পানি ফার্মাসিউটিক্যাল প্রোডাক্ট নির্মাণে নিযুক্ত এবং ইন্ড এএস-১০৮ 'অপারেটিং সেগমেন্টস' অনুযায়ী এর কেবলমাত্র একটি প্রতিবেদনযোগ্য বিভাগ রয়েছে।
৪. ৩১ মার্চ, ২০২৬ সমাপ্ত অর্থবর্ষের প্রেক্ষিতে ₹১০/- অভিহিত মূল্যের প্রতিটি ইকুইটি শেয়ার পিছু ₹৫/- লভ্যাংশ প্রদানের জন্য কোম্পানি মোট ₹২৮৫.৩৬ লক্ষ খরচ করেছে।
৫. পূর্ববর্তী মেয়াদগুলির পরিসংখ্যানগুলি সেবি নির্ধারিত আর্থিক ফলাফল ও তার ঘোষণার বয়ানের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনানুসারে বর্তমান মেয়াদের সঙ্গে তুলনীয় করার জন্য পুনর্বিন্যস্ত করা হয়েছে।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১২ নভেম্বর, ২০২৬

অ্যালবার্ট ডেভিড লিমিটেড-এর পক্ষে
(অমিত মাহলা)
পূর্ণমেয়াদি ডিরেক্টর এবং সিইও
[DIN: 11767012]

YES BANK

ইয়েস ব্যাঙ্ক লিমিটেড- রেজিস্টার্ড ও কর্পোরেট অফিস: ইয়েস ব্যাঙ্ক হাউস, অফ ওয়েস্টার্ন এক্সপ্রেস হাইওয়ে, সান্তাক্রুজ ইস্ট, মুম্বাই - ৪০০০৫৫; ব্রাঞ্চ অফিস: স্টিফেন হাউস, ২য় তল, ৫৬ই, হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা- ৭০০০০১; CIN: L৬৫১৯০MH২০০৩PLC১৪৩২৪৯, ই-মেইল: yestouch@yesbank.in, ওয়েবসাইট: www.yesbank.in

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য)

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ (৬)-এর বিধানের সাথে পঠিত স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি। এতদ্বারা সর্বসাধারণ এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারদের নোটিস দেওয়া হচ্ছে যে, নিচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি যা সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা আছে, যার বাস্তবিক দখল ইয়েস ব্যাঙ্ক লিমিটেড অর্থাৎ সুরক্ষিত পাওনাদারের অনুমোদিত আধিকারিক গ্রহণ করেছেন, তা নিচে উল্লেখিত ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা, জামিনদার এবং বন্ধকদাতাদের থেকে পাওনা আদায়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হারে পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সাপেক্ষে 'যেখানে যেমন আছে', 'যাহা যেমন আছে' এবং 'সেখানে যাহা কিছু আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

ক্রমিক নং	
১	I. ঋণগ্রহীতা/জামিনদার(গণ)/সিকিউরিটি প্রদানকারী(দের) নাম: ১. শিবানী শাড়িজ, ২. শ্রী পবন মিশ্র @ পবন কুমার মিশ্র (শিবানী শাড়িজ-এর অংশীদার) এবং ৩. শ্রীমতী দুর্গা মিশ্র (শিবানী শাড়িজ-এর অংশীদার) II. ১৩(২) নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ: লোন অ্যাকাউন্ট নং 032084600000293-এর অধীনে ১৬.১২.২০২৪ তারিখে বকেয়া মাত্র ₹৫১,৪৭,৭১১.২১/- ও বাণিজ্যিকভাবে সম্মত হারে সুদ, খরচ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি। III. স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ: তফসিল-এ (যে জমির ওপর বন্ধকী ফ্ল্যাটটি অবস্থিত তার বিবরণ): ৩ কাঠা ০১ ছটাক ৩০ বর্গফুট পরিমাপের জমির সমস্ত অংশ, সামান্য কম বা বেশি হতে পারে, সাথে গ্রাউন্ড প্লাস তিন তলা বিল্ডিং, ধানা বেহালা, এ.ডি.এস.আর. বেহালা, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, জে.এল. নং ১০ থেকে মৌজা - ইটালঘাটা, রি. সার্ভে ১৮৫, তৌজি ৬৪ এবং ৫৩, খতিয়ান নং ২৫৮-এর অধীনে, দাগ নং ৪৭৪, কলকাতা পুরসভার ওয়ার্ড নং-১১৬, প্রেমিসেস নং ৫৯, পি.এন. মিত্র ব্রিক ফিল্ড রোড, অ্যাসাসি নং-৪১১১৬১২০০৫৯৫, ডাক টিকানা ৩৮, পি.এন. মিত্র ব্রিক ফিল্ড রোড, সম্পত্তিটি নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে ঘেরা এবং সীমাবদ্ধ রয়েছে: উত্তর: ১৬ ফুট চওড়া রাস্তা; পূর্ব: রায় পার্ক স্কিম প্লট নং ১৩; দক্ষিণ: সেটেলমেন্ট দাগ নং-৫৭২; পশ্চিম: স্কিম প্লট নং ১৫ এবং ১৬ রায় পার্ক। তফসিল-বি (বন্ধকী ফ্ল্যাটের বিবরণ): ভবনের পশ্চিম দিকের ৩য় তলায় ফ্ল্যাট নং-২বি, যার মধ্যে রয়েছে দুটি বেডরুম, দুটি টয়লেট এবং একটি লিভিং ও ডাইনিং রুম, দুটি বারান্দা, জি+৩ ভবনের দ্বিতীয় তলায় লিফট সুবিধাসহ, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮৪০ বর্গফুট কম বা বেশি, যা জেলা ২৪-পরগনা (দক্ষিণ), মৌজা-ইটালঘাটায় তফসিল-এ উল্লেখিত সম্পত্তিতে অবস্থিত ও উক্ত ভবনের আনুপাতিক অবিভাজ্য জমির অংশ এবং সাধারণ এলাকা ও সুবিধাগুলির সমস্ত যাতায়াত, অধিকার, সুবিধা, বিশেষাধিকার এবং লাভসহ। IV. বাস্তবিক দখলের তারিখ: ২০ নভেম্বর ২০২৫; V. বিড জমা দেওয়ার শেষ তারিখ: ২৩ নভেম্বর ২০২৬ বিকেল ৪টের মধ্যে; VI. সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ: ১৯ নভেম্বর ২০২৬ দুপুর ১২.৪৫ থেকে দুপুর ১২.৫০ পর্যন্ত; VII. ই-অকশনের তারিখ ও সময়: ৩০ নভেম্বর ২০২৬ সকাল ১১টা থেকে সকাল ১১.৩০ পর্যন্ত, প্রতিটিতে ৫ মিনিট করে সম্প্রসারণসহ। সংরক্ষণ মূল্য: ₹ ৩২,১৩,০০০/- (বত্রিশ লক্ষ তেরো হাজার টাকা মাত্র); ইএমডি (সংরক্ষণ মূল্যের ১০%): ₹ ৩,২১,৩০০/- (তিন লক্ষ একুশ হাজার তিনশো টাকা মাত্র)
২	I. ঋণগ্রহীতা/জামিনদার(গণ)/সিকিউরিটি প্রদানকারী(দের) নাম: ১. শিবানী শাড়িজ, ২. মিঃ পবন মিশ্র @ পবন কুমার মিশ্র (শিবানী শাড়িজ-এর অংশীদার) এবং ৩. মিসেস দুর্গা মিশ্র (শিবানী শাড়িজ-এর অংশীদার) II. ১৩(২) নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ: লোন অ্যাকাউন্ট নং 032084600000293-এর অধীনে ১৬.১২.২০২৪ তারিখে বকেয়া মাত্র ₹৫১,৪৭,৭১১.২১/-, সাথে বাণিজ্যিকভাবে সম্মত হারে সুদ, খরচ, ব্যয়, চার্জ ইত্যাদি। III. স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ:প্রথম তফসিল (যে জমির ওপর বন্ধকী ফ্ল্যাটটি অবস্থিত তার বিবরণ): সি.এস. দাগ নং-১৭৩৬, সংশ্লিষ্ট আর.এস. দাগ নং-৮০৩৫, আর.এস. খতিয়ান নং-১৭৩৬ সংশ্লিষ্ট এল.আর. দাগ নং-১২৫৪০, এল.আর. খতিয়ান নং-১৭৯১৫, ১৭৯১৬, ১৭৯১৭,

ক্রম নং.	প্রাপ্ত নম্বর		জমির ধরণ	অধিগ্রহণযোগ্য ক্ষেত্রফল (হেক্টরে)	চূড়ান্ত প্রস্তাবিত অংশ
	আর.এম.	এল.আর.			
১	১২	৯৮	পোড়ো	০.১৯৪	অংশ
২	১৩	১২	সমতল	০.১৯৯	সম্পূর্ণ
৩	১২	১৯	বাস্তুভিটা	০.১৯৯	অংশ
৪	১৩	৩৫	পোড়ো	০.১৯৭	সম্পূর্ণ
৫	১৪	৯	বাস্তুভিটা	০.১৯৫	অংশ
৬	১৪	১৪	পাটচাষ	০.১৯৩	অংশ
৭	১৫	১৫	সমতল	০.১৯১	সম্পূর্ণ
৮	১৫	৯৫	পোড়ো	০.১৯০	অংশ
৯	১৬	১৯	সমতল	০.১৮৯	সম্পূর্ণ
১০	১৬	১২	সমতল	০.১৮৭	সম্পূর্ণ
১১	১৬	৯৯	পোড়ো	০.১৮৫	সম্পূর্ণ
১২	১৭	১৯	সমতল	০.১৮৩	সম্পূর্ণ
১৩	১৭	৯৩	পোড়ো	০.১৮১	সম্পূর্ণ
১৪	১৮	১৬	সমতল	০.১৭৯	সম্পূর্ণ
১৫	১৮	৯৬	পোড়ো	০.১৭৭	সম্পূর্ণ
১৬	১৯	১৩	সমতল	০.১৭৫	সম্পূর্ণ
১৭	১৯	৯৩	পোড়ো	০.১৭৩	সম্পূর্ণ
১৮	২০	১৬	সমতল	০.১৭১	সম্পূর্ণ
১৯	২০	৯৬	পোড়ো	০.১৬৯	সম্পূর্ণ
২০	২১	১৩	সমতল	০.১৬৭	সম্পূর্ণ
২১	২১	৯৩	পোড়ো	০.১৬৫	সম্পূর্ণ
২২	২২	১৬	সমতল	০.১৬৩	সম্পূর্ণ
২৩	২২	৯৬	পোড়ো	০.১৬১	সম্পূর্ণ
২৪	২৩	১৩	সমতল	০.১৫৯	সম্পূর্ণ
২৫	২৩	৯৩	পোড়ো	০.১৫৭	সম্পূর্ণ
২৬	২৪	১৬	সমতল	০.১৫৫	সম্পূর্ণ
২৭	২৪	৯৬	পোড়ো	০.১৫৩	সম্পূর্ণ
২৮	২৫	১৩	সমতল	০.১৫১	সম্পূর্ণ
২৯	২৫	৯৩	পোড়ো	০.১৪৯	সম্পূর্ণ
৩০	২৬	১৬	সমতল	০.১৪৭	সম্পূর্ণ
৩১	২৬	৯৬	পোড়ো	০.১৪৫	সম্পূর্ণ
৩২	২৭	১৩	সমতল	০.১৪৩	সম্পূর্ণ
৩৩	২৭	৯৩	পোড়ো	০.১৪১	সম্পূর্ণ
৩৪	২৮	১৬	সমতল	০.১৩৯	সম্পূর্ণ
৩৫	২৮	৯৬	পোড়ো	০.১৩৭	সম্পূর্ণ
৩৬	২৯	১৩	সমতল	০.১৩৫	সম্পূর্ণ
৩৭	২৯	৯৩	পোড়ো	০.১৩৩	সম্পূর্ণ
৩৮	৩০	১৬	সমতল	০.১৩১	সম্পূর্ণ
৩৯	৩০	৯৬	পোড়ো	০.১২৯	সম্পূর্ণ
৪০	৩১	১৩	সমতল	০.১২৭	সম্পূর্ণ
৪১	৩১	৯৩	পোড়ো	০.১২৫	সম্পূর্ণ
৪২	৩২	১৬	সমতল	০.১২৩	সম্পূর্ণ
৪৩	৩২	৯৬	পোড়ো	০.১২১	সম্পূর্ণ
৪৪	৩৩	১৩	সমতল	০.১১৯	সম্পূর্ণ
৪৫	৩৩	৯৩	পোড়ো	০.১১৭	সম্পূর্ণ
৪৬	৩৪	১৬	সমতল	০.১১৫	সম্পূর্ণ
৪৭	৩৪	৯৬	পোড়ো	০.১১৩	সম্পূর্ণ
৪৮	৩৫	১৩	সমতল	০.১১১	সম্পূর্ণ
৪৯	৩৫	৯৩	পোড়ো	০.১০৯	সম্পূর্ণ
৫০	৩৬	১৬	সমতল	০.১০৭	সম্পূর্ণ
৫১	৩৬	৯৬	পোড়ো	০.১০৫	সম্পূর্ণ
৫২	৩৭	১৩	সমতল	০.১০৩	সম্পূর্ণ
৫৩	৩৭	৯৩	পোড়ো	০.১০১	সম্পূর্ণ
৫৪	৩৮	১৬	সমতল	০.০৯৯	সম্পূর্ণ
৫৫	৩৮	৯৬	পোড়ো	০.০৯৭	সম্পূর্ণ
৫৬	৩৯	১৩	সমতল	০.০৯৫	সম্পূর্ণ
৫৭	৩৯	৯৩	পোড়ো	০.০৯৩	সম্পূর্ণ
৫৮	৪০	১৬	সমতল	০.০৯১	সম্পূর্ণ
৫৯	৪০	৯৬	পোড়ো	০.০৮৯	সম্পূর্ণ
৬০	৪১	১৩	সমতল	০.০৮৭	সম্পূর্ণ
৬১	৪১	৯৩	পোড়ো	০.০৮৫	সম্পূর্ণ
৬২	৪২	১৬	সমতল	০.০৮৩	সম্পূর্ণ
৬৩	৪২	৯৬	পোড়ো	০.০৮১	সম্পূর্ণ
৬৪	৪৩	১৩	সমতল	০.০৭৯	সম্পূর্ণ
৬৫	৪৩	৯৩	পোড়ো	০.০৭৭	সম্পূর্ণ
৬৬	৪৪	১৬	সমতল	০.০৭৫	সম্পূর্ণ
৬৭	৪৪	৯৬	পোড়ো	০.০৭৩	সম্পূর্ণ
৬৮	৪৫	১৩	সমতল	০.০৭১	সম্পূর্ণ
৬৯	৪৫	৯৩	পোড়ো	০.০৬৯	সম্পূর্ণ
৭০	৪৬	১৬	সমতল	০.০৬৭	সম্পূর্ণ
৭১	৪৬	৯৬	পোড়ো	০.০৬৫	সম্পূর্ণ
৭২	৪৭	১৩	সমতল	০.০৬৩	সম্পূর্ণ
৭৩	৪৭	৯৩	পোড়ো	০.০৬১	সম্পূর্ণ
৭৪	৪৮	১৬	সমতল	০.০৫৯	সম্পূর্ণ
৭৫	৪৮	৯৬	পোড়ো	০.০৫৭	সম্পূর্ণ
৭৬	৪৯	১৩	সমতল	০.০৫৫	সম্পূর্ণ
৭৭	৪৯	৯৩	পোড়ো	০.০৫৩	সম্পূর্ণ
৭৮	৫০	১৬	সমতল	০.০৫১	সম্পূর্ণ
৭৯	৫০	৯৬	পোড়ো	০.০৪৯	সম্পূর্ণ
৮০	৫১	১৩	সমতল	০.০৪৭	সম্পূর্ণ
৮১	৫১	৯৩	পোড়ো	০.০৪৫	সম্পূর্ণ
৮২	৫২	১৬	সমতল	০.০৪৩	সম্পূর্ণ
৮৩	৫২	৯৬	পোড়ো	০.০৪১	সম্পূর্ণ
৮৪	৫৩	১৩	সমতল	০.০৩৯	সম্পূর্ণ
৮৫	৫৩	৯৩	পোড়ো	০.০৩৭	সম্পূর্ণ
৮৬	৫৪	১৬	সমতল	০.০৩৫	সম্পূর্ণ
৮৭	৫৪	৯৬	পোড়ো	০.০৩৩	সম্পূর্ণ
৮৮	৫৫	১৩	সমতল	০.০৩১	সম্পূর্ণ
৮৯	৫৫	৯৩	পোড়ো	০.০২৯	সম্পূর্ণ
৯০	৫৬	১৬	সমতল	০.০২৭	সম্পূর্ণ
৯১	৫৬	৯৬	পোড়ো	০.০২৫	সম্পূর্ণ
৯২	৫৭	১৩	সমতল	০.০২৩	সম্পূর্ণ
৯৩	৫৭	৯৩	পোড়ো	০.০২১	সম্পূর্ণ
৯৪	৫৮	১৬	সমতল	০.০১৯	সম্পূর্ণ
৯৫	৫৮	৯৬	পোড়ো	০.০১৭	সম্পূর্ণ
৯৬	৫৯	১৩	সমতল	০.০১৫	সম্পূর্ণ
৯৭	৫৯	৯৩	পোড়ো	০.০১৩	সম্পূর্ণ
৯৮	৬০	১৬	সমতল	০.০১১	সম্পূর্ণ
৯৯	৬০	৯৬	পোড়ো	০.০০৯	সম্পূর্ণ
১০০	৬১	১৩	সমতল	০.০০৭	সম্পূর্ণ
১০১	৬১	৯৩	পোড়ো	০.০০৫	সম্পূর্ণ
১০২	৬২	১৬	সমতল	০.০০৩	সম্পূর্ণ
১০৩	৬২	৯৬	পোড়ো	০.০০১	সম্পূর্ণ
১০৪	৬৩	১৩	সমতল	০.০০১	সম্পূর্ণ
১০৫	৬৩	৯৩	পোড়ো	০.০০১	সম্পূর্ণ
১০৬	৬৪	১৬	সমতল	০.০০১	সম্পূর্ণ
১০৭	৬৪	৯৬	পোড়ো	০.০০১	সম্পূর্ণ
১০৮	৬৫	১৩	সমতল	০.০০১	সম্পূর্ণ
১০৯	৬৫	৯৩	পোড়ো	০.০০১	সম্পূর্ণ
১১০	৬৬	১৬	সমতল	০.০০১	সম্পূর্ণ
১১১	৬৬	৯৬	পোড়ো	০.০০১	সম্পূর্ণ
১১২	৬৭	১৩	সমতল	০.০০১	সম্পূর্ণ
১১৩	৬৭	৯৩	পোড়ো	০.০০১	সম্পূর্ণ
১১৪	৬৮	১৬	সমতল	০.০০১	সম্পূর্ণ
১১৫	৬৮	৯৬	পোড়ো	০.০০১	সম্পূর্ণ
১১৬	৬৯	১৩	সমতল	০.০০১	সম্পূর্ণ
১১৭	৬৯	৯৩	পোড়ো	০.০০১	সম্পূর্ণ
১১৮	৭০	১৬	সমতল	০.০০১	সম্পূর্ণ
১১৯	৭০	৯৬	পোড়ো	০.০০১	সম্পূর্ণ
১২০	৭১	১৩	সমতল	০.০০১	সম্পূর্ণ
১২১	৭১	৯৩	পোড়ো	০.০০১	সম্পূর্ণ
১২২	৭২	১৬	সমতল	০.০০১	সম্পূর্ণ
১২৩	৭২	৯৬	পোড়ো	০.০০১	সম্পূর্ণ
১২৪	৭৩	১৩	সমতল	০.০০১	সম্পূর্ণ
১২৫	৭৩	৯৩	পোড়ো	০.০০১	সম্পূর্ণ

ফেল মাদ্রাসা

[শিক্ষা পথ হোঁচটময় (নিবাস সংস্কৃ)]

বিজ্ঞপ্তি

কলকাতা, ১৮ই অক্টোবর, ২০২৬

এস.৫. ৫৮৬৭(ই). — হেদোতলা আদিনা, ১৯৮৯ (২৪ মার্চ ১৯৮৯)-এর অধ্যায়- IV৪ (পরবর্তীকালে উক্ত আদিনা হিসেবে উল্লিখিত) -এর ধারা ২০৫-ধারা (১) দ্বারা অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে, কেন্দ্র সরকার এই মর্মে সন্তুষ্টি হওয়ার পর যে জনস্বার্থে, "বিশেষ হেদো কক্ষ" হিসেবে 'পৌরীনাথধাম রোড বা কাঠাবেলা মোড় হয়ে সাদার্ন হেদো রোড' পর্যন্ত বিস্তৃত, প্রস্তাবিত এবং কার্যকরিতার জন্য দায়ী, যার সংশ্লিষ্ট বিবরণ নিম্নের অনুসূচীতে দেওয়া হয়েছে, পরিষদস্থ রাস্তার পুকুরিয়া ভোলার অন্তর্ভুক্ত, এতদ্বারা উক্ত জমি অধিগ্রহণ করার অভিপ্রায় ঘোষণা করছে।

উক্ত জমিতে স্থাপত্যশিল্পী ফোকোনো বাস্কি, সরকারি গোডাউন এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ (ত্রিশ) দিনের সময়সীমার মধ্যে, উক্ত আইনের ধারা ১০টি -এর উপ-ধারা (১)-এর অধীনে উপস্থাপে উক্ত জমি অধিগ্রহণ এবং রাবয়েতের বিরুদ্ধে আপত্তি জানাতে পারেন।

এই ধরনের প্রতিটি আপত্তি সমস্ত কর্তৃপক্ষ আর্থাৎ অভিযুক্ত ভোলা শাসক (এল.এ), পুরুলিয়া, পরিষদস্থ-এর কাছে, তাঁর কার্যালয়ে বা সংশ্লিষ্ট ও ভোলা শাসক কর্তৃপক্ষ, পোস্ট-পুরুলিয়া, পিন-৭২৩১০১, পরিষদস্থ-এ লিখিতভাবে পেশ করতে হবে এবং তাতে তার ভিত্তি উল্লেখ করতে হবে এবং সক্ষম কর্তৃপক্ষ আপত্তিকারীকে ব্যক্তিগতভাবে বা কোনো আইনি পরিমার্গতার মাধ্যমে উপস্থিত হয়ে বক্তব্য পেশ করার একটি সুযোগ প্রদান করবেন এবং এই ধারনের সময়ে আপত্তি নোথার পর এবং সক্ষম কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় মনে করলে আরও অনুসন্ধান চালিয়ে, উক্ত আইনের ধারা ১০টি -এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী আদেশের মাধ্যমে আপত্তিগুলি মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করতে পারেন।

উক্ত আইনের ধারা ১০টি -এর উপ-ধারা (২)-এর অধীনে অভিযুক্ত ভোলা শাসক (এল.এ), পুরুলিয়া, পরিষদস্থ-তথা-সক্ষম কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যেকোনো আদেশ চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

বিজ্ঞপ্তিত অন্তর্ভুক্ত জমির প্রায় এবং আনানি বিবরণ পাওয়া যাবে এবং আগ্রহী ব্যক্তি সক্ষম কর্তৃপক্ষের উপরোক্ত কার্যালয়ে তা পরিদর্শন করতে পারেন।

অনুসূচী

পরিষদস্থ রাজ্যের পুরুলিয়া জেলায় 'বিশেষ হেদো কক্ষ' হিসেবে 'পৌরীনাথধাম রোড থেকে পুরুলিয়া (চাঁদিডুংরি রোড) হয়ে কিশান হেদো স্টেশন রোড' পর্যন্ত বিস্তৃত প্রস্তাবিত হেদো রাস্তার জন্য কাঠাবেলা মৌজা ও কাঠাবেলা মৌজা জমির সংশ্লিষ্ট বিবরণ।

ক) মৌজা: পুরুলিয়া, জে.এল নং-৬২, ব্লক-পুরুলিয়া-II, ভোলা: পুরুলিয়া, পরিষদস্থ

ক্রম নং.	প্লট নং		জমির ধরণ	অধিগ্রহণযোগ্য ক্ষেত্রফল (হেক্টরে)	চূড়ান্ত প্রস্তাবিত অংশ
	আর.এস.	এল.আর.			
১	৩১৯	১৩৫	বাস্তুভিটা	০.০৪২	অংশ
২	৩১৯	১৩৭	বাস্তুভিটা	০.০৩৮	অংশ
৩	৩২০	১৩৯	বাস্তুভিটা	০.০৩৫	অংশ
৪	৩২০	১৪১	বাস্তুভিটা	০.০৩১	অংশ
৫	৩২১	১৪৩	বাস্তুভিটা	০.০২৮	অংশ
৬	৩২১	১৪৫	বাস্তুভিটা	০.০২৪	অংশ
৭	৩২২	১৪৭	বাস্তুভিটা	০.০২১	অংশ
৮	৩২২	১৪৯	বাস্তুভিটা	০.০১৭	অংশ
৯	৩২৩	১৫১	বাস্তুভিটা	০.০১৪	অংশ
১০	৩২৩	১৫৩	বাস্তুভিটা	০.০১০	অংশ
১১	৩২৪	১৫৫	বাস্তুভিটা	০.০০৭	অংশ
১২	৩২৪	১৫৭	বাস্তুভিটা	০.০০৩	অংশ

খ) মৌজা- হাবলাডুবি, জে.এল. নং- ৬৯, ব্লক- পুরুলিয়া-II, ভোলা- পুরুলিয়া, পরিষদস্থ

ক্রম নং.	প্লট নং		জমির ধরণ	জমির শ্রেণী	অধিগ্রহণযোগ্য ক্ষেত্রফল (হেক্টরে)	চূড়ান্ত প্রস্তাবিত অংশ
	আর.এস.	এল.আর.				
১	৩৪৯৬	১৩৮৬	বাস্তুভিটা	ডোবা	০.১৩০	অংশ
২	৩৩৬৬	১৩৮৬	বাস্তুভিটা	কাদাজমি	০.০৩৬	অংশ
৩	৩৩৮০	১৩৮৮	বাস্তুভিটা	বাস্তু	০.০৪২	অংশ
৪	৩৩৮৩	১৩৮৯	বাস্তুভিটা	বাস্তু	০.০৩৯	অংশ
৫	৩৩৮৫	১৩৯১	বাস্তুভিটা	বাস্তু	০.০৩৬	অংশ
৬	৩৩৮৭	১৩৯৩	বাস্তুভিটা	বাস্তু	০.০৩৩	অংশ
৭	৩৩৮৯	১৩৯৫	বাস্তুভিটা	বাস্তু	০.০৩০	অংশ
৮	৩৩৯১	১৩৯৭	বাস্তুভিটা	বাস্তু	০.০২৭	অংশ
৯	৩৩৯৩	১৩৯৯	বাস্তুভিটা	বাস্তু	০.০২৪	অংশ
১০	৩৩৯৫	১৪০১	বাস্তুভিটা	বাস্তু	০.০২১	অংশ
১১	৩৩৯৭	১৪০৩	বাস্তুভিটা	বাস্তু	০.০১৮	অংশ
১২	৩৩৯৯	১৪০৫	বাস্তুভিটা	বাস্তু	০.০১৫	অংশ
১৩	৩৪০১	১৪০৭	বাস্তুভিটা	বাস্তু	০.০১২	অংশ
১৪	৩৪০৩	১৪০৯	বাস্তুভিটা	বাস্তু	০.০০৯	অংশ
১৫	৩৪০৫	১৪১১	বাস্তুভিটা	বাস্তু	০.০০৬	অংশ
১৬	৩৪০৭	১৪১৩	বাস্তুভিটা	বাস্তু	০.০০৩	অংশ
১৭	৩৪০৯	১৪১৫	বাস্তুভিটা	বাস্তু	০.০০১	অংশ
১৮	৩৪১১	১৪১৭	বাস্তুভিটা	বাস্তু	০.০০১	অংশ
১৯	৩৪১৩	১৪১৯	বাস্তুভিটা	বাস্তু	০.০০১	অংশ
২০	৩৪১৫	১৪২১	বাস্তুভিটা	বাস্তু	০.০০১	অংশ
২১	৩৪১৭	১৪২৩	বাস্তুভিটা	বাস্তু	০.০০১	অংশ
২২	৩৪১৯	১৪২৫	বাস্তুভিটা	বাস্তু	০.০০১	অংশ
২৩	৩৪২১	১৪২৭	বাস্তুভিটা	বাস্তু	০.০০১	অংশ
২৪	৩৪২৩	১৪২৯	বাস্তুভিটা	বাস্তু	০.০০১	অংশ
২৫	৩৪২৫	১৪৩১	বাস্তুভিটা	বাস্তু	০.০০১	অংশ

গ) মৌজা- বেলাবাড়ি, জে.এল. নং- ৬৫, ব্লক- পুরুলিয়া-II, ভোলা- পুরুলিয়া, পরিষদস্থ

ক্রম নং.	প্লট নং		জমির ধরণ	জমির শ্রেণী	অধিগ্রহণযোগ্য ক্ষেত্রফল (হেক্টরে)	চূড়ান্ত প্রস্তাবিত অংশ
	আর.এস.	এল.আর.				
১	২৮৭৭	২৮৫৭	সরকারি	বাস্তা	০.১৪৩	অংশ
২	৩০২৯	৩০৫৯	বাস্তুভিটা	কাদাজমি	০.০৩৬	অংশ
৩	৩০২৩	৩০৫৩	বাস্তুভিটা	বাস্তু	০.০৪১	অংশ
৪	৩০২৭	৩০৫৭	বাস্তুভিটা	বাস্তু	০.০৩৮	অংশ
৫	৩০৩১	৩০৬১	বাস্তুভিটা	বাস্তু	০.০৩৫	অংশ
৬	৩০৩৫	৩০৬৫	বাস্তুভিটা	বাস্তু	০.০৩২	অংশ
৭	৩০৩৯	৩০৬৯	বাস্তুভিটা	বাস্তু	০.০২৯	অংশ
৮	৩০৪৩	৩০৭৩	বাস্তুভিটা	বাস্তু	০.০২৬	অংশ
৯	৩০৪৭	৩০৭৭	বাস্তুভিটা	বাস্তু	০.০২৩	অংশ
১০	৩০৫১	৩০৮১	বাস্তুভিটা	বাস্তু	০.০২০	অংশ
১১	৩০৫৫	৩০৮৫	বাস্তুভিটা	বাস্তু	০.০১৭	অংশ
১২	৩০৫৯	৩০৮৯	বাস্তুভিটা	বাস্তু	০.০১৪	অংশ
১৩	৩০৬৩	৩০৯৩	বাস্তুভিটা	বাস্তু	০.০১১	অংশ
১৪	৩০৬৭	৩০৯৭	বাস্তুভিটা	বাস্তু	০.০০৮	অংশ
১৫	৩০৭১	৩১০১	বাস্তুভিটা	বাস্তু	০.০০৫	অংশ
১৬	৩০৭৫	৩১০৫	বাস্তুভিটা	বাস্তু	০.০০২	অংশ
১৭	৩০৭৯	৩১০৯	বাস্তুভিটা	বাস্তু	০.০০১	অংশ
১৮	৩০৮৩	৩১১৩	বাস্তুভিটা	বাস্তু	০.০০১	অংশ
১৯	৩০৮৭	৩১১৭	বাস্তুভিটা	বাস্তু	০.০০১	অংশ
২০	৩০৯১	৩১২১	বাস্তুভিটা	বাস্তু	০.০০১	অংশ
২১	৩০৯৫	৩১২৫	বাস্তুভিটা	বাস্তু	০.০০১	অংশ
২২	৩০৯৯	৩১২৯	বাস্তুভিটা	বাস্তু	০.০০১	অংশ
২৩	৩১০৩	৩১৩৩	বাস্তুভিটা	বাস্তু	০.০০১	অংশ
২৪	৩১০৭	৩১৩৭	বাস্তুভিটা	বাস্তু	০.০০১	অংশ
২৫	৩১১১	৩১৪১	বাস্তুভিটা	বাস্তু	০.০০১	অংশ

ঘ) মৌজা- কাঠাবেলা, জে.এল নং- ৬২, ব্লক- পুরুলিয়া-II, ভোলা: পুরুলিয়া, পরিষদস্থ

ক্রম নং.	প্লট নং		জমির ধরণ	জমির শ্রেণী	অধিগ্রহণযোগ্য ক্ষেত্রফল (হেক্টরে)	চূড়ান্ত প্রস্তাবিত অংশ
	আর.এস.	এল.আর.				
১	১২	৯৮	সমতল	কাদাজমি	০.১৯৪	অংশ
২	১৩	১২	সমতল	পোড়ো	০.১৯৯	সম্পূর্ণ
৩	১২	১৯	সমতল	বাস্তুভিটা	০.১৯৯	অংশ
৪	১৩	৩৫	সমতল	পোড়ো	০.১৯৭	সম্পূর্ণ
৫	১৪	৯	সমতল	বাস্তুভিটা	০.১৯৫	অংশ
৬	১৪	১৪	সমতল	পাটচাষ	০.১৯৩	অংশ
৭	১৫	১৫	সমতল	পোড়ো	০.১৯১	সম্পূর্ণ
৮	১৫	৯৫	সমতল	পোড়ো	০.১৯০	অংশ
৯	১৬	১৯	সমতল	সাধারণ	০.১৮৯	সম্পূর্ণ
১০	১৬	১২	সমতল	সাধারণ	০.১৮৭	সম্পূর্ণ
১১	১৬	৯৯	সমতল	পোড়ো	০.১৮৫	সম্পূর্ণ
১২	১৭	১৯	সমতল	সরকারি	০.১৮৩	সম্পূর্ণ
১৩	১৭	৯৩	সমতল	পোড়ো	০.১৮১	সম্পূর্ণ
১৪	১৮	১৬	সমতল	সাধারণ	০.১৭৯	সম্পূর্ণ
১৫	১৮	৯৬	সমতল	পোড়ো	০.১৭৭	সম্পূর্ণ
১৬	১৯	১৩	সমতল	সাধারণ	০.১৭৫	সম্পূর্ণ
১৭	১৯	৯৩	সমতল	পোড়ো	০.১৭৩	সম্পূর্ণ
১৮	২০	১৬	সমতল	সাধারণ	০.১৭১	সম্পূর্ণ
১৯	২০	৯৬	সমতল	পোড়ো	০.১৬৯	সম্পূর্ণ
২০	২১	১৩	সমতল	সাধারণ	০.১৬৭	সম্পূর্ণ
২১	২১	৯৩	সমতল	পোড়ো	০.১৬৫	সম্পূর্ণ
২২	২২	১৬	সমতল	সাধারণ	০.১৬৩	সম্পূর্ণ
২৩	২২	৯৬	সমতল	পোড়ো	০.১৬১	সম্পূর্ণ
২৪	২৩	১৩	সমতল	সাধারণ	০.১৫৯	সম্পূর্ণ
২৫	২৩	৯৩	সমতল	পোড়ো	০.১৫৭	সম্পূর্ণ
২৬	২৪	১৬	সমতল	সাধারণ	০.১৫৫	সম্পূর্ণ
২৭	২৪	৯৬	সমতল	পোড়ো	০.১৫৩	সম্পূর্ণ
২৮	২৫	১৩	সমতল	সাধারণ	০.১৫১	সম্পূর্ণ
২৯	২৫	৯৩	সমতল	পোড়ো	০.১৪৯	সম্পূর্ণ
৩০	২৬	১৬	সমতল	সাধারণ	০.১৪৭	সম্পূর্ণ
৩১	২৬	৯৬	সমতল	পোড়ো	০.১৪৫	সম্পূর্ণ
৩২	২৭	১৩	সমতল	সাধারণ	০.১৪৩	সম্পূর্ণ
৩৩	২৭	৯৩	সমতল	পোড়ো	০.১৪১	সম্পূর্ণ
৩৪	২৮	১৬	সমতল	সাধারণ	০.১৩৯	সম্পূর্ণ
৩৫	২৮	৯৬	সমতল	পোড়ো	০.১৩৭	সম্পূর্ণ
৩৬	২৯	১৩	সমতল	সাধারণ	০.১৩৫	সম্পূর্ণ
৩৭	২৯	৯৩	সমতল	পোড়ো	০.১৩৩	সম্পূর্ণ
৩৮	৩০	১৬	সমতল	সাধারণ	০.১৩১	সম্পূর্ণ
৩৯	৩০	৯৬	সমতল	পোড়ো	০.১২৯	সম্পূর্ণ
৪০	৩১	১৩	সমতল	সাধারণ	০.১২৭	সম্পূর্ণ
৪১	৩১	৯৩	সমতল	পোড়ো	০.১২৫	সম্পূর্ণ
৪২	৩২	১৬	সমতল	সাধারণ	০.১২৩	সম্পূর্ণ
৪৩	৩২	৯৬	সমতল	পোড়ো	০.১২১	সম্পূর্ণ
৪৪	৩৩	১৩	সমতল	সাধারণ	০.১১৯	সম্পূর্ণ
৪৫	৩৩	৯৩	সমতল	পোড়ো	০.১১৭	সম্পূর্ণ
৪৬	৩৪	১৬	সমতল	সাধারণ	০.১১৫	সম্পূর্ণ
৪৭	৩৪	৯৬	সমতল	পোড়ো	০.১১৩	সম্পূর্ণ
৪৮	৩৫	১৩	সমতল	সাধারণ	০.১১১	সম্পূর্ণ
৪৯	৩৫	৯৩	সমতল	পোড়ো	০.১০৯	সম্পূর্ণ
৫০	৩৬	১৬	সমতল	সাধারণ	০.১০৭	সম্পূর্ণ
৫১	৩৬	৯৬	সমতল	পোড়ো	০.১০৫	সম্পূর্ণ
৫২	৩৭	১৩	সমতল	সাধারণ	০.১০৩	সম্পূর্ণ
৫৩	৩৭	৯৩	সমতল	পোড়ো	০.১০১	সম্পূর্ণ
৫৪	৩৮	১৬	সমতল	সাধারণ	০.০৯৯	সম্পূর্ণ
৫৫	৩৮	৯৬	সমতল	পোড়ো	০.০৯৭	সম্পূর্ণ
৫৬	৩৯	১৩	সমতল	সাধারণ	০.০৯৫	সম্পূর্ণ
৫৭	৩৯	৯৩	সমতল	পোড়ো	০.০৯৩	সম্পূর্ণ
৫৮	৪০	১৬	সমতল	সাধারণ	০.০৯১	সম্পূর্ণ
৫৯	৪০	৯৬	সমতল	পোড়ো	০.০৮৯	সম্পূর্ণ
৬০	৪১	১৩	সমতল	সাধারণ	০.০৮৭	সম্পূর্ণ
৬১	৪১	৯৩	সমতল	পোড়ো	০.০৮৫	সম্পূর্ণ
৬২	৪২	১৬	সমতল	সাধারণ	০.০৮৩	সম্পূর্ণ
৬৩	৪২	৯৬	সমতল	পোড়ো	০.০৮১	সম্পূর্ণ
৬৪	৪৩	১৩	সমতল	সাধারণ	০.০৭৯	সম্পূর্ণ
৬৫	৪৩	৯৩	সমতল	পোড়ো	০.০৭৭	সম্পূর্ণ
৬৬	৪৪	১৬	সমতল	সাধারণ	০.০৭৫	সম্পূর্ণ
৬৭	৪৪	৯৬	সমতল	পোড়ো	০.০৭৩	সম্পূর্ণ
৬৮	৪৫	১৩	সমতল	সাধারণ	০.০৭১	সম্পূর্ণ
৬৯	৪৫	৯৩	সমতল	পোড়ো	০.০৬৯	সম্পূর্ণ
৭০	৪৬	১৬	সমতল	সাধারণ	০.০৬৭	সম্পূর্ণ
৭১	৪৬	৯৬	সমতল	পোড়ো	০.০৬৫	সম্পূর্ণ
৭২	৪৭	১৩	সমতল	সাধারণ	০.

হারানো প্রাপ্তি

• আমার মক্কেল শ্রী শুভাশীষ ভট্টাচার্য পিতা- মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য সাং ১৩৫/৮ ভুবন মোহন রায় রোড, কোলকাতা- ৭০০০০৮, আলিপুর ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিস্ট্রার ২ নং অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ২০০৭ সালের ১৪৮৬ নং দলিলখানি তাহার বাড়ি হইতে বিগত ইং ১৫/০৭/২০০৯ তারিখে হারিয়ে গিয়েছে। সেই বিষয়ে হরিদেবপুর থানায় ডাইরি করা হয়েছে যাহার নং ২৩৩৯ তাং ২৯/০৭/২০২৫। যদি কোন ব্যক্তি উক্ত দলিলখানি পাইয়া থাকেন তাহা হইলে আমার নিম্নলিখিত মোবাইল নং এ যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করতেছি বা আমার ঠিকানায় প্রদান করিলে বাধিত থাকিব।

অলোক বিশ্বাস, এ্যাডভোকেট
এ/১১, সৃজনি, থানা- হরিদেবপুর,
কোল ১০৪, মোবাইল নং-
৯৭৪৮৮৮৭২৫২

বিজ্ঞপ্তি

• আমি পূর্নিমা শীল, স্বামী- বাপী শীল, সাং- সোনামুখী, বাগপোতা লিংক রোড, পোঃ- সরশুনা, কলিকাতা- ৭০০ ০৬১ স্থায়ী বাসিন্দা। আমি গত ইংরজি ১৫.০১.২০১২ তারিখে ১) সুফল চন্দ্র নস্কর, ২) বিপুল নস্কর, ৩) সুজয় নস্কর, ৪) কল্পনা মণ্ডল ৫) কুন্তলিকা মণ্ডল এদের পক্ষে আমমোক্তা রবীন মণ্ডলের কাছ থেকে I-05990/2012 নং দলিল মূলে জমি খরিদ করি। যাহা A.D.S.R. Behala অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত। উক্ত আমোক্তা দলিলখানি ও Behala Sub Registry অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত IV-1592/2010 নং আমমোক্তা দলিল রূপে লিপিবদ্ধ আছে। জমির মৌজা - সোনামুখী কৃষ্ণনগর, জে.এল. নং ৩৮, দাগ নং ৬৯, জমির পরিমাণ ১ (এক) কাঠা ৮ (আট) ছটাক হইতেছে। জমিটি নিজ নামে Mutation জন্য T/M BL&LRO অফিসে দরখাস্ত করিয়াছি তাহা সকলকে অবগত করা হল।

• আমার মক্কেল মুনমুন রায়, পিতা অনন্ত রায়, সাং জয়গাছি, পোঃ+থানা হাবড়া, প্রদীপ দেবনাথ ও নমিতা দেবনাথ নিযুক্ত 676/25 নং আমমোক্তার প্রসেনজিৎ ঘোষের নিকট থেকে ADSR-হাবড়া রেজিস্ট্রিকৃত মৌজা জয়গাছি, JL 79, খতিয়ান 2545, 2546 দাগ 1908 থেকে 3.30 শতক জমি 4591/26 দলিলমূলে কিনে নাম পত্তনের আবেদন করেন (পিট দলিল 3861, 5820) কারোর আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১মাসের মধ্যে BL&LRO হাবড়া-১ নিকট জানাতে পারেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

অমল কুমার বিশ্বাস, এ্যাডভোকেট,
বারাসাত কোর্ট।

PUBLIC NOTICE
(Regarding Loss of Original Sale Deed)
Date: 11.11.2026

Notice is hereby given to the general public and all concerned persons that my client, Mr./Mrs. SK NOOR ALI, son of Late Golam Rabbani, residing at Fatullapur Madhya Para, P.O. + P.S. Nimta, Kolkata- 700049, has lost/misplaced the original registered Sale Deed relating to the immovable property described below.

Property Details: • Deed No.: 2330 • Date of Registration: 08.10.1990 • Registration Office: D.S.R. I, Brasat • Mouza: Fatullapur • J.L. No.: 3 • R.S. Khatian No.: 116 • L.R. Khatian No - 553 • R.S. & L.R. Dag/Plot No.. 222 • Land Area: 1 Cotta 5 Chittaks • District: North 24 Pargans. The original Sale Deed has been lost/misplaced and, despite diligent searches, could not be traced. A General Diary has been lodged at Nimta Police Station, being G.D. No. 352, dated 06/11/2026. Any person who has found or is in possession of the said original Sale Deed is hereby requested to return the same to my client or contact the undersigned Advocate within 15 days from the date of publication of this notice. Any person having any objection or claim concerning the aforesaid property or the said Sale Deed is requested to communicate the same in writing to the undersigned within the aforesaid period, along with supporting documents. In the absence of any such claim or objection, my client shall proceed with the necessary legal formalities in accordance with law.

ADVOCATE
Name: Mahita Yeshmin
Enrollment No.: F-5120/2026
Barrackpore Court
Contact No.: 7980239724

ভ্রম সংশোধন

• 11-11-2026 তারিখ আজকাল পত্রিকায় নয়-এর পাতায় একের কলম তিনের লাইনে সন্দীপ মুখার্জী পরিবর্তে সুদীপ মুখার্জী হইবে। ১০ ও ১১ লাইনে 908, ও, 4.9, এবং 8 এর পরিবর্তে 608, ও 4, 9, ও 8 শতক হইবে।

বিজ্ঞপ্তি

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমি কৃষ্ণা ঘোষ, পিতা - পটু ঘোষ, সাং - রাজপুর গুরুচরণ ঘোষ স্ট্রীট, পোঃ - হরিনাভী, থানা - সোনারপুর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগণা, কোলকাতা - ৭০০১৪৮, ভুলবশত: আমার আধার কার্ডে যাহার নং ৮৮৬৮ ৩১৯৭ ০৫৩৭, আমার নামের পরিবর্তে কৃষণ ঘোষ হিসাবে রেকর্ড হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণা ঘোষ এবং কৃষণ ঘোষ একই ব্যক্তি সেই মর্মে গত ইংরাজী ১৬/০৭/২০২৬ তারিখে বাকইপুর আদালতে ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হলফনামা করিয়াছি, যাহার নং ৯৩, তাং - ১৬/০৯/২০২৬।

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the public that my client intends to purchase the "SHALI" land measuring an area 02 Cottah, comprising R.S. Dag No. 3139, corresponding to L.R. Dag No. 3139, under L.R. Khatian Nos. 3459 and 3460, situated at Mouza-Naity, J.L. No. 84, P.S. Chanditala, District Hooghly, within Naity Gram Panchayat, from the present owners, namely Mr. Joy Kishun Shah and Mr. Sunil Shah. Any person(s) having any claim, right, title, interest, charge, lien, mortgage, possession or objection in respect of the said property are hereby requested to submit their written claim(s), along with supporting documents, at the undersigned's office at 18/A, Naba Krishna Guin Lane, Ground Floor, G-11, P.O. & P.S. Serampore, District Hooghly, Pin-712201, within 15 fifteen) days from the date of publication hereof, failing which the proposed purchase shall proceed without further reference to such claims. Durgesh Kumar Mondal Advocate, Serampore Court

নাম পদবি পরিবর্তন

• আমি Navya J Kumar D/O Jiwan Kumar ঠিকানা- ৩০১, অরচার্ড এস্টেট, তৃতীয় ফ্লোর ব্লক-১৭(১), ১৯, মুজিবর রহমান রোড, দোহারিয়া পোঃ- গঙ্গানগর, থানা- মধ্যমগ্রাম, জেলা- ২৪ পরগণা (উঃ), কোলকাতা- ৭০০১৩২, পশ্চিমবঙ্গ। আমি ঘোষণা করছি গত ০৬/১১/২০২৬ তারিখে বারাসাত ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এফিডেভিট (নং- ২২০০৭০) দ্বারা আমি Navya J Kumar হইতে Navya Kumar নামে পরিচিত হইলাম। Navya Kumar ও Navya J Kumar উভয় নাম একই ব্যক্তি।

• আমি MD SAMSUDDIN (সঠিক নাম) S/0 Late Abdul Sattar, ঠিকানা- ৫৩৪, মন্ডেল দাঙ্গা রোড, পোস্ট অফিস গারুলিয়া থানা- নোয়াপাড়া, জেলা- ২৪ পরগনা (উঃ) পিন-৭৪৩১৩৩। আমি গত ১৫/১০/২০১৯ তারিখে ব্যারাকপুর ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এফিডেভিট (নং - ৩১) দ্বারা ঘোষনা করছি আমার সঠিক নাম Md• Samsuddin, আমার Sarving নামে Bank Account তে MD. SHAMSUDDIN রেকর্ড আছে এবং employment records , ও E-S. I কার্ডে SAMSUDDIN রেকর্ড আছে , MD. SAMSUDDIN ও MD. SHAMSUDDIN উভয় নাম একই ব্যক্তি

• I MINAKSHMI DAS W/O-BISHWAJIT DAS 1A ASTHA APTT. SAMARPALLY, B.C-386 KRISHNAPUR,P.S. BAGUIATI, NORTH 24 PGS ,KOL-700102. WANT MY NAME AS MINAKSHMI DAS IN MY DRIVING LICENCE WHER IT IS PRINTED AS MINAKSHMI DAS BISWAS.NOTARY DONE ON 07/11/26 IN NORTH 24 PGS.

• I, TUSHAR NARENDRA TAMHANE, R/o B - 2, CHANDRALOK, 178 A, S. P. Mukherjee Road, Kolkata 700026, changed my name to TUSHAR TAMHANE vide affidavit (94886) dated 07.11.2026 at Kolkata.

• I, Debashree Sinha, W/o Mr. Supriyo Sinha residing at Flat P-2702, Avidipta II, 401 Barakhola, Mukundapur, Kolkata-700099, have changed my minor daughter's name from ANUSHA SINHA to ANUSSHA SHRI SINHA, born on 28.03.2013 vide Affidavit dated 28.07.2026.

• I, PAROMITA CHANDA, W/o PRASUN CHATTERJEE, resident of 32, Rajendra Nath Chatterjee Road, P.O. & P.S. Baranagar, Kolkata – 700035, do hereby declare that I have changed my name from PAROMITA CHANDA to PAROMITA CHANDA CHATTERJEE and henceforth I shall be known as PAROMITA CHANDA CHATTERJEE for all purposes, vide affidavit sworn before the First Class Metropolitan Magistrate at Kolkata on 30/06/2025. PAROMITA CHANDA CHATTERJEE and PAROMITA CHANDA are one and the same identical person.

• I, Piyali Sanyal Ghosh, W/o Soumik Ghosh, resident of 282A, Purbachal Kalitala Road, 1st Floor, Flat-3, Kolkata, PIN: 700078, West Bengal, India, do hereby declare that I have changed my name from Piyali Sanyal Ghosh to Piyali Ghosh and henceforth I shall be known as Piyali Ghosh for all purposes, vide affidavit no. 92628, sworn before the Notary Public at Kolkata on 29/10/26. Piyali Ghosh and Piyali Sanyal Ghosh are one and the same person.

• I, Rahul Amin S/o, Late Chandrakant Dwarkadas Amin, resident of Flat 1A, 10A Madhab Lane, Kolkata 700025 do hereby declare that I have changed my name from Rahul Amin to Rahul Chandrakant Amin and henceforth I shall be known as Rahul Chandrakant Amin in all purpose, vide affidavit dated 21/05/25 sworn before the Notary Public Alipore at Kolkata on 21/05/25 Rahul Amin and Rahul Chandrakant Amin both are same and one identical person.

• I, Rupal Amin W/o, Rahul Chandrakant Amin, resident of Flat 1A, 10A Madhab Lane, Kolkata 700025 do hereby declare that I have changed my name from Rupal Amin to Rupal Rahul Amin and henceforth I shall be known as Rupal Rahul Amin in all purpose, vide affidavit dated 21/05/25 sworn before the Notary Public Alipore at Kolkata on 21/05/25 Rupal Amin and Rupal Rahul Amin both are same and one identical person.

প্রিয়াঙ্কা সরকার অ্যাডভোকেট হাইকোর্ট, কলকাতা	অফিস: ভেঙ্কটেশ্বর বিল্ডিং, ৩এ, গার্স্টিন প্লেস অফিস নং ৭০৩, ৭ নং ফ্লোর, কলকাতা- ৭০০০০১ ই-মেল: priyankasarkar879@gmail.com

প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল, বুলু চ্যাটার্জি, স্বামী- প্রয়াত অমিয় কুমার চ্যাটার্জি, ঠিকানা- ১৩, ব্রড স্ট্রিট, থানা- কড়েয়া, ফ্ল্যাট নং বি-২৪, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, তিনি যে সম্পত্তিতে বসবাস করছেন তার বর্তমান স্বত্বধারক এবং ৩০.১০.২০২৬ তারিখে অ্যাডভোকেটের অফিসে যাওয়ার সময় তাঁর হেফাজত থেকে ২০০২ সালের আসল দলিল ০০৭২৩ হারিয়ে ফেলেছেন এবং ০২.১১.২০২৬ তারিখে কসবা থানায় জিডিই নং ১০৭ মূলে একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন।

কোনো ব্যক্তি যদি সেটি খুঁজে পান, তাহলে অনুগ্রহ করে ৭ দিনের মধ্যে প্রদত্ত বিবরণে জানান।

অ্যাডভোকেট প্রিয়াঙ্কা সরকার, মোবাইল- ৯৮৭৫৪৯৬৯৭৩, ৩এ গার্স্টিন প্লেস, ৭ নং ফ্লোর, অফিস নং ৭০৩, কলকাতা- ৭০০০০১।

অন্য কোনো ব্যক্তি যদি উক্ত দলিলের মাধ্যমে কোনো অধিকার, স্বত্ব বা স্বার্থ দাবি করেন তবে তা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং আমার মক্কেল তার জন্য দায়ী থাকবেন না।

আপনার বিশ্বস্ত
প্রিয়াঙ্কা সরকার, অ্যাডভোকেট
তারিখ- ১১.১১.২০২৬

নাম পদবি পরিবর্তন

• আমি, Atanu Ray পিতা- Late Prafulla Kumar Ray, ঠিকানা- 325/1 সুভাষনগর বাই লেন, P.O- রবীন্দ্রনগর, P.S. দমদম, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, কোলকাতা-700065, W.B, আমার কন্যা Samriddhi Ray বার্থ সার্টিফিকেটে আমার ও আমার স্ত্রীর ও আমার কন্যার নাম ভুল হওয়ায় গত 7/11/26 তারিখে বারাসাত কোর্টের Ld. ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট (No-27950) বলে আমি Atanu Ray ও Atanu Roy এবং আমার স্ত্রী Sampa Ray ও Sampa Roy, কন্যা Samriddhi Ray ও Samriddhi Roy এক ও অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হইল।

• বালী কেদার নাথ আরোগ্য ভবন দ্বারা ইস্যু আমার কন্যার বার্থ টিকিটে আমার নাম ভুলবশত Mali Bhandari, আমার স্বামীর নাম Kisor Bhandari (বর্তমানে মৃত) ছিল। 07/10/2026 তারিখে ফার্স্ট ক্লাস একজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, হাওড়া কোর্টের এফিডেভিট বলে আমি Mole Bhandari, আমার স্বামী Kishore Bhandari নামে পরিচিত হলাম, যাহা আমার সকল সরকারী নথীতে রয়েছে। Mole Bhandari ও Mali Bhandari এবং Kishore Bhandari ও Kisor Bhandari এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

• আমি GOUR GHOSH পিতা LATE PANCHANAN GHOSH ঠিকানা- ভট্টনগর STC-রোড, পোষ্ট- ভট্টনগর, থানা- লিলুয়া, জেলা-হাওড়া, পিন-711203, গত 5/11/2026 তারিখে হাওড়া লার্নেড জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ফার্স্ট ক্লাস কোর্টের এফিডেভিট নং-18 দ্বারা GOUR MOHAN GHOSH নামে পরিচিত হইলাম। GOUR MOHAN GHOSH এবং GOUR GHOSH একই ব্যক্তি।

• আমি পলি খাতুন বিবি, স্বামী- সেখ মেহেদী মাসুদ, সাং-বালতি সেখপাড়া, পোস্ট- বালতি, থানা-স্বরূপনগর, জেলা- উত্তর 24 পরগনার, পিন-743273, আমার সঠিক নাম-পলি খাতুন বিবি যেটা আমার আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, প্যান কার্ডে আছে। কিন্তু ভুলবশত আমার স্বামীর পাসপোর্টে এ আমার নাম পলি বিবি হয়েছে। গত ইংরাজি- 12/11/2026 তারিখে নোটারী পাবলিক যাহার নম্বর- 44422 এর বলে পলি খাতুন বিবি এবং পলি বিবি এক ও অভিন্ন ব্যক্তি আইনের চোখে।

• আমি SOMA PRASAD KANU, W/O- Sishir Prasad, D/O- Badriram Kanu, আমার এডুকেশনাল সার্টিফিকেটে নাম ছিল SOMA KANU এবং ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটে (SL. No. 206/2011) নাম ছিল SOMA KANU। আমার ছেলের বার্থ সার্টিফিকেটে নাম ছিল SOMA PRASAD (রেজিস্ট্রেশন নম্বর 729/13 dated 18.03.2013)। গত 02.11.2026 তারিখে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট 1st ক্লাস ব্যারাকপুর কোর্টে এফিডেভিট বলে SOMA PRASAD KANU, SOMA KANU এবং SOMA PRASAD এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হইলাম। নিবাস: Vill + P.O.- Malancha (P), P.S.- Jetia, 24 PGS (N), W.B. Pin-743135

• অসাবধানতাবশত আমার পুত্র Sri Arijeet Das-এর XII ক্লাসের Central Board of Secondary Education (Reg. No. B 224/15647/0058)-এর মার্কসীট, অ্যাডমিট কার্ড এবং অন্যান্য নথিপত্রে আমার সঠিক নাম Amulya Chandra Das-এর পরিবর্তে Amulya Das ছিল। গত 27.08.2525 তারিখে 1st ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ব্যারাকপুর কোর্টে এফিডেভিট বলে AMULYA CHANDRA DAS এবং AMULYA DAS, S/O- Lt. Sribash Chandra Das এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হইলাম। নিবাস- 38, Basanta Babu Road, Mritunjay Club, P.O.- Kanchrapara, P.S.- Bizpur, 24 PGS (N), PIN- 743145, W.B.

• আমার PAN Card, ভোটার কার্ড ও রেশন কার্ডে নাম ছিল JAYA MAJUMDER DUTTA, গত 24.9.2026 তারিখে বারাকপুর 1st ক্লাস জে.এম কোর্টে এফিডেভিট বলে আমি JAYA RANI DUTTA (As per Aadhaar Card XXXX XXXX 6428) নামে পরিচিত হইলাম। Jaya Majumder Dutta ও Jaya Rani Dutta এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। —জয়া রানী দত্ত

• আমি Dolly Nandi, W/o- Anup Kumar Nandi, সাং- কার্ত্তিকপুর, পোঃ- কালিয়ানী, থানা- দেগঙ্গা, উঃ ২৪ পরগনা, এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি, বারাসাত কোর্ট হইতে আমি এফিডেভিট মর্মে Dolly Nandi থেকে Dali Nandi হিসাবে পরিচিত হইলাম। যার এফিডেভিট নং- ৪২৪/২৬, তাং- ১২/১১/২৬, Dolly Nandi ও Dali Nandi এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

• আমি SOHAM ARMAAN, মাতা SUSMITA MALLICK। 18/6/2026 তারিখে কোলকাতা 1st ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট (1570) বলে SOHAM ARMAAN এবং SOHAM MULLICK MUKHERJEE এক ও অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম।

• আমি SAHIL AMAAN, মাতা SUSMITA MALLICK, 18/6/2026 তারিখে কোলকাতা 1st ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট (1569) বলে SAHIL AMAAN এবং SAHIL MULLICK MUKHERJEE এক ও অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম।



কলকাতার ৪৫ নম্বর ওয়ার্ডে ছট পুজোর সামগ্রী বিতরণ করল উত্তর কলকাতা তৃণমূল জয় হিন্দ বাহিনী। ছবি: আজকাল

বিকল্প পাইপলাইনে অস্থায়ী ভাবে পানীয় জল সরবরাহ শুরু কলকাতা পুরসভার

আজকালের প্রতিবেদন

বিকল্প পাইপলাইনের মাধ্যমে অস্থায়ী ভাবে পানীয় জল সরবরাহ শুরু করল কলকাতা পুরসভা। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে জল সরবরাহ শুরু হলেও জলের প্রেসার কম ছিল। তবে বিকেলে সেই সমস্যা অনেকটা নিয়ন্ত্রণে এনেছে কলকাতা পুরসভার পানীয় জল সরবরাহ দপ্তর। পাইপলাইন ফেটে শহরের উত্তর-মধ্য এবং দক্ষিণ কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে সোমবার থেকে পানীয় জলের পরিষেবা বিঘ্নিত হয়েছিল। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় জল সরবরাহ পরিষেবা স্বাভাবিক করতে বিকল্প পাইপলাইনের ব্যবস্থা করে পুরসভা। এদিন সকাল ১১টা থেকে জল সরবরাহ চালু করে পুরসভা। পুরসভার জল সরবরাহ দপ্তরের আধিকারিকের কথায়, জল দু'দিন বন্ধ ছিল। আজ থেকে জল সরবরাহ শুরু হয়েছে। শুক্রবার পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার রাতের মধ্যে বিকল্প পাইপলাইনের কাজ শেষ করে ফেলা হয়। এবং বিকল্প পাইপ দিয়ে অস্থায়ী ভাবে জল সরবরাহ শুরু হয়। উত্তর ও মধ্য কলকাতায় পানীয় জল সরবরাহ মোটামুটি স্বাভাবিক হয়েছে। এখনও যেসব জায়গায় জল পাওয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ আসছে, সেখানে জলের গাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এবার মূল পাইপলাইন মেরামতের কাজে হাত দেওয়া হবে। এদিন সকাল থেকে ১০০ থেকে ২০০ পানীয় জলের গাড়ি পাঠানো হয় পুরসভা থেকে। গত দু'দিনের তুলনায় এদিন জলের গাড়ির চাহিদা স্বাভাবিক ভাবেই কমেছে। পুরসভা সূত্রে খবর, কিছু কিছু জায়গায় বিক্ষিপ্ত ভাবে সমস্যা থাকতে পারে। জলের বেগ খানিকটা কম থাকতে পারে। আস্তে আস্তে জলের বেগ বাড়িয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসা হচ্ছে। মোটামুটি আজ বিকেলের পর থেকে আর পানীয় জলের সমস্যা থাকবে না বলেই আশাবাদী কর্তৃপক্ষ। তবে এই মুহূর্তে সমস্ত পাম্পিং স্টেশনে অন্যান্য দিনের মতোই জল পাঠানো সম্ভব হয়েছে। যেহেতু নতুন পাইপলাইন, তাই সঙ্গে সঙ্গে উচ্চচাপে জল পাঠানো যায় না। তাতে পুনরায় ফেটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই আস্তে আস্তে প্রেসার বাড়িয়ে জল সরবরাহ স্বাভাবিক করা হচ্ছে। বুধবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত কলকাতার ৬ বরো এলাকা মিলিয়ে মোট ৮০০টি জলের ট্যাঙ্কার পাঠানো হয়েছে। পুরসভার হেল্পলাইন নম্বরে মোট ৪৮০টি অভিযোগ জমা পড়েছিল। তার মধ্যে ৩৩৮টি অভিযোগেরই নিষ্পত্তি করা হয়েছে। তবে খোলা থাকছে কন্ট্রোলরুম। জল নিয়ে যে-কোনও সমস্যায় পুরসভার ৪টি হেল্পলাইন নম্বর চালু থাকছে। সঙ্গে একটি মোবাইল নম্বরও থাকছে। পুরসভার একাংশের বক্তব্য, শনিবার থেকে ছটপুজো শুরু হয়ে যাবে। তার আগে পুজোর জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দেন পুণ্যার্থীরা। এ সময়ে জলের প্রয়োজন হয়। ছটপুজোর সময় যাতে জলের সমস্যা না থাকে, সেকথা মাথায় রেখেই বৃহস্পতিবার থেকে জল সরবরাহ চালু করতে কাজ করেছে দপ্তর।



সাংবাদিক বৈঠকে বিপিটিএমএম পশ্চিমবঙ্গের ইনচার্জ গৌতম দাস এবং কো-ইনচার্জ রঞ্জন দত্ত। কলকাতা প্রেসক্লাবে, বৃহস্পতিবার। ছবি: আজকাল

বেসরকারি পরিবহণ শ্রমিকদের জন্য মিছিল

আজকালের প্রতিবেদন

বেসরকারি পরিবহণ শ্রমিকদের জন্য পৃথক ওয়েলফেয়ার বোর্ড-সহ ১৬ দফা দাবি নিয়ে কলকাতায় মহামিছিল করছে ভারতীয় বেসরকারি পরিবহণ মজদুর মহাসঙ্ঘ (বিপিটিএমএম)। ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের এই শিল্প ইউনিট আজ, শুক্রবার মৌলালি থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত মিছিল করবে। দুপুর ২টো থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত এই মিছিল হবে। বৃহস্পতিবার কলকাতা প্রেসক্লাবে একটি সাংবাদিক বৈঠকে একথা জানান, সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গের ইনচার্জ গৌতম দাস এবং কো-ইনচার্জ রঞ্জন দত্ত। চালকের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে তাঁর পরিবারকে ২০ লক্ষ টাকা এবং স্বাভাবিক মৃত্যুতে ১০ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া, প্রতিটি চালক ও তাঁর পরিবারের জন্য ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ুষ্মান ভারত স্বাস্থ্যবিমার সুবিধা চালুর দাবিও জানিয়েছে সংগঠন।

রাজপথে মিছিল

আজকালের প্রতিবেদন

ভয়েস অফ অভয়া, ভয়েস অফ উইমেন-এর ডাকে রাজপথে প্রতিবাদ মিছিল হল বৃহস্পতিবার। আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ থেকে শুরু হয়ে মিছিল পৌঁছোয় শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড় পর্যন্ত। মিছিল শেষে একটি সভার আয়োজন হয়। ২৭ মাস হয়ে যাওয়ার পরও অভয়ার ন্যায় বিচার না পাওয়া, সন্দীপ ঘোষের জামিন-সহ একাধিক দাবিতে এই প্রতিবাদ মিছিল। বিভিন্ন নাগরিক সংগঠন, চিকিৎসক, নার্স, অধ্যাপক, আইনজীবী, ক্রীড়াবিদ, পড়ুয়া-সহ বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা মিছিলে অংশ নেন। সংগঠনের সম্পাদক ডাঃ বিপ্লব চন্দ্র বলেন, 'যতদিন না পর্যন্ত ন্যায় বিচার পাচ্ছি ততদিন আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব।'

সুদ বাড়াল ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

আজকালের প্রতিবেদন: ব্যাঙ্ক অফ বরোদা তাদের ৫৫৫ দিনের 'বিওবি গোল্ডেন গোল' প্রকল্পে সুদের হার বাড়াল। এবার বার্ষিক ৭.৫০% পর্যন্ত সুদ দেওয়া হবে এই প্রকল্পে। এ প্রসঙ্গে ব্যাঙ্কের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর বীণা বাহিদ বলেন, গ্রাহকের কাছে এই সুদবৃদ্ধি আশাব্যঞ্জক হবে। পাশাপাশি ব্যাঙ্কের আমানতও এর ফলে বাড়বে। বৃহস্পতিবার থেকেই সুদের হার বাড়ছে বিওবি গোল্ডেন গোল প্রকল্পে। ব্যাঙ্ক অফ বরোদার এক প্রেস বিবৃতিতে এ খবর জানানো হয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ইএলডি-৩০০-ডব্লুসি-২৬-২০২৬-২৭, তারিখঃ ০৬.১১.২০২৬। সিনি. ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি, শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ২য় তল, ডিআরএম অফিস, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ-৭০০০১৪ **টেন্ডার নং. ইএলডি-৩০০-ডব্লুসি-২৬-২০২৬-২৭** -এর জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **কাজের নামঃ** নিশ্চিন্দপুর (এনসিপি)-তে ২৫ কেভি ওএইচই এবং আনুষঙ্গিক কাজ যা 'ওভার রান লাইন (১২০ মিটার)-এর সংস্থান ও বর্তমান ল্যুপ লাইনের সম্প্রসারণ'-এর সঙ্গে যুক্ত, তার নকশা, অঙ্কন, সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষণ ও চালুকরণ-এর কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৭৪,৪৬,৯২৬.৪০ টাকা; **টেন্ডারনথির মূল্যঃ** শূন্য; **বায়নামূল্য ঃ** ১,৪৮,৯০০.০০/- টাকা। **কাজ শেষ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র ইস্যু হওয়ার তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ঃ** ০৮.১২.২০২৬ দুপুর ৩.০০টা। বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সময়ে সময়ে জারি করা সংশোধনী বিষয়ক বিস্তারিত তথ্য ওয়েবসাইটে **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। SDAH-304/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
Eastern Railway Headquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

নং. সিওএম/এনএফআর/ই-অকশন/২০২৬ **তারিখ ঃ ০৯.১১.২০২৬**

সিনি. ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার (নিলাম পরিচালনকারী আধিকারিক), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা - ৭০০০১৪, ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ শিয়ালদহ ডিভিশনের শিয়ালদহ (এসডিএএইচ) রেলওয়ে স্টেশনে 'মোবাইল ফুড ভ্যান'-এর স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ-এর জন্য ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। **অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ এমএফভি-এসডিএএইচ-নভে.; নিলাম শুরুর তারিখ এবং সময় ঃ ২০.১১.২০২৬ দুপুর ১২.০০টা। ক্রমিক নং. ঃ এএ/১; লট নং. ঃ এমএসএস-এসডিএএইচ-এসডিএএইচ-এসটিজিইএন-৭৩-২৬-২; স্টেশন ঃ** শিয়ালদহ। আরও তথ্যের জন্য সম্ভাব্য দরদাতাদের IREPS ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। SDAH-302/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

টেন্ডার

Building Contractors are hereby invited to submit quotation for construction of proposed G+4 MIG building at plot no-CB-45, Premises no.33-0254.New Town, Kolkata of PARTHA SARATHI CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD within 10 days of publication of this advertisement to Box No-A11000(H), Aajkaal, Sec-V, Kol-91.The selection process is the discretionary part of the Society."

"ARCHITECTURAL firms are hereby invited to submit quotation for the architectural job(drawing, designing and sanctioning of the building Plan) in respect of Plot no-CB-45 ,Premises no-33-0254, New Town ,Kol, having 333.86 sq.mt of area of PARTHA SARATHI CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD. The last date of submission of the Quotation is 10days gap from the date of publication.Box No-A11500(H), Aajkaal, Sec-V, Kol-91.The selection process is the discretionary part of the Society."

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No: EE(E/M)/FAWS-II/T-10 of 2026-27

Online two-part percentage premium e-tender is invited by the Executive Engineer (E/M)/FAWS-II, E/M Sector, KMDA, 83/1A, Vivekananda Road, Kolkata-700006, from the agencies having successfully completed the work of 'Repairing and or maintenance work in DTW based pumping station having not less than 20 HP submersible pump motor set during last five years' in any Government / Govt. Undertaking / Autonomous Bodies / Semi-Govt. / Statutory Bodies / Local Bodies, for the work. **Name of the Work, Estimated Amount, Earnest Money Deposited, Time of Completion,** Preventive maintenance of DTW based pumping stations at different sites of Jagaddal Zone located at Bhatpara Municipal area under FAWS-II division (for 12 calander months w.e.f date of work order).. Rs.7,07,585/-, Rs.14,151.70 exactly 2% of the estimated cost put to this tender) (balanced amount, if any, to determine @ 02% of the contract/accepted amount is to be deposited by the concerned bidder before issuing of order). As per Memo No.6718-F(Y) dt.08/09/2015 and subsequent Memo No.815-F(Y) dt.23/02/2023 of the FD, Audit Branch, "the Labour Co-operative Societies are exempted from payment of Earnest Money". However, "if selected through tender, will have to furnish requisite Security Deposit for Performance of the work", 12 calendar months w.e.f date of work order, **Last date & time of Online Tender submission:** 01.12.2026, 14:00hrs., for details contact the above office or visit both website. **(KMDA-743)**
www.kmda.wb.gov.in
www.wbtenders.gov.in
IC

রামায়ণ তো বহুল প্রচলিত, আমাদের মাটির গল্প, বাংলা বাজেটের ছবি

জন্মদিনে ছবির প্রচারে ব্যস্ত থেকেছেন। এসভিএফ-এর ব্যানারে বড়পর্দায় মুক্তি পাচ্ছে সাধক বামাক্ষ্যাপা, রামপ্রসাদ, বামাক্ষ্যাপার জীবনে আধ্যাত্মিক প্রভাব কতটা, ব্যক্তিগত জীবন, কাজের জগৎ নিয়ে কেমন আছেন সব্যসাচী চৌধুরী? অকপট অভিনেতা। শুনলেন শ্যামশ্রী সাহা

■ **‘সাধক বামাক্ষ্যাপা’ এবার বড়পর্দায়। এখানেও আপনি বামার চরিত্রে, কতটা আলাদা অভিজ্ঞতা, প্রস্তুতি?**

সব্যসাচী: পুরোটাই আলাদা। ছোটপর্দায় আমি শুধু অভিনয় করেছি। এখানে লেখা থেকে শুরু করে, ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর হিসাবে থাকা, তার সঙ্গে অভিনয়। এটা আমার কাছে একটা নতুন জার্নি, নতুন সম্ভাবনা। অভিনয়ের দিক থেকেও বিষয়টা আলাদা। ছোটপর্দায় তিনবছর দু’মাস বামদেবের চরিত্রে অভিনয় করেছিলাম। ওটা একটা প্রসেস। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সবটাই পাল্টায়। সেখানে লুকও চেঞ্জ হয়েছে। এখানে তো তা নয়, পুরোটাই কমপ্যাক্ট। একটা সময়ের মধ্যে বামদেবের গোটা জীবনী, জীবনের সবকটা দিক দেখানো। কোথাও মিল তো নেই। বামদেব স্থূল চেহারার ছিলেন। আমাকে ২০ কেজি ওজন বাড়িয়ে ওই লুকটা আনতে হয়েছে। প্রায় সাড়ে পাঁচ মাস শুটিং হয়েছে। প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে কাজ করতে হয়েছে। সেট নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, আউটডোর শুটিং-এও সমস্যা হয়েছে।

■ **আপনি জানেন, দর্শক মন্তব্য করছেন, এই চরিত্রে শুধু সব্যসাচীকেই মানায়**

সব্যসাচী: সব কমেন্ট তো দেখিনি। প্রত্যেক প্রজন্মেই একজন অভিনেতা উঠে আসেন। একসময়ে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনয় করেছেন, তারপর অরিন্দমদা করেছেন, তারপর আমি। আমার মনে হয়, আগামী দিনেও কেউ এই চরিত্রে কাজ করবেন। তবে দর্শকের মন্তব্য সবসময়েই আমার কাছে সম্মানের।

■ **দর্শকের তাগিদ রয়েছে আপনাকে বামাক্ষ্যাপা হিসাবে দেখার। আপনার নিজের তাগিদ কতটা?**

সব্যসাচী: এই ধরনের চরিত্র করতে আমার বরাবরই ভাল লাগে। তার পাশাপাশি অন্য চরিত্রও করতে ভাল লাগে···

■ **আপনি তো ‘সংসারের সংকীর্তন’ করছেন, যেটা অন্য ধরনের চরিত্র?**

সব্যসাচী: একদমই তাই। সেটাই বলতে যাচ্ছিলাম।

■ **‘রাপ্পা রায়’-এ নেগেটিভ চরিত্রে কাজ করেছেন...**

সব্যসাচী: একদম। সম্প্রতি ‘জাদুকর সত্যচরণ’-এও অন্যরকম চরিত্রে কাজ করছি। এই এক্সপেরিমেন্ট আমি করতেই থাকি। কিন্তু কেউ যদি বলেন ড্রইংরুম ড্রামা না আধ্যাত্মিক চরিত্র, তাহলে দ্বিতীয়টাই বেছে নেব।

■ **কেন?**

সব্যসাচী: আধ্যাত্মিক চরিত্র আমাকে অনেক কিছু দেয়। আমি কিছু নিয়ে যেতে পারি। রামপ্রসাদ সেনের চরিত্রে কাজ করার সময়ে গানের অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝেছি। এই ধরনের কোনও কাজ করার সময়ে যত রকমের বই আছে, সব পড়ি। যত পড়ি, নতুন কিছু জানতে পারি। এটা তো ড্রইংরুম ড্রামার চরিত্র করে সম্ভব নয়। টেলিভিশনে যখন কোনও নরম্যাল গল্প নিয়ে কাজ শুরু করি, তখন জানতে পারি না চরিত্রটা কোন দিকে যাবে। কিন্তু আধ্যাত্মিক চরিত্রের আদি ও অন্ত দুটোই জানা থাকে।

■ **তারাপীঠের মহাশ্মশানে সারারাত কাটিয়েছেন কখনও?**

সব্যসাচী: না, সারারাত কাটাইনি। তবে রাতে গিয়েছি। বইয়ে যা পড়েছি, সেই মহাশ্মশান এখন আর নেই। আকাশ-পাতাল পার্থক্য।

■ **কালীসাধকদের সঙ্গে অনেকসময়ে তন্ত্রসাধনার যোগ থাকে, এই বিষয়টা বিশ্বাস করেন?**

সব্যসাচী: তন্ত্রের শিকড় কিন্তু তিব্বতে। জানেন, বশিষ্ঠদেব প্রথম তারাপীঠে শ্বেতশিমুল বৃক্ষের নীচে একটা আসন স্থাপন করেছিলেন, যেখানে তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। বহুবছর পরে সেই একই আসনে বসে বামদেব সিদ্ধিলাভ করেন। ওই আসনের একটা মাহাত্ম্য আছে। পরে সেখানে মায়ের ব্রহ্মশিলা খুঁজে পাওয়া যায়, সেখানেই মায়ের মন্দির স্থাপন করা হয়। চারশো বছরের ইতিহাস জড়িয়ে আছে। বশিষ্ঠ দেব কিন্তু মায়ের আদেশে মহাচীনে (তিব্বতের অংশ)গিয়ে বুদ্ধরূপী জনার্দনের কাছে শিখেছিলেন ‘পঞ্চ ম’-কার সাধনা করে কীভাবে সিদ্ধিলাভ করতে হয়। এখন যাঁরা নিজেদের তন্ত্রসাধক বা তান্ত্রিক বলেন, এর শতকরা পঁচানব্বই জন ভেকধারী। তাঁরা নিজেদের প্রচার করে ব্যবসা করেন। ব্যক্তিগত জীবনে কার্যসিদ্ধির জন্য আমাকে কখনও তান্ত্রিকের আশ্রয় নিতে হয়নি।

■ **সব্যসাচী বাস্তবে কতটা আধ্যাত্মিক মনোভাবাপন্ন?**

সব্যসাচী: আমি ধর্মান্ধ নই। আচারবিচারে, নিয়মে বিশ্বাস করি না। তবে সুপারপাওয়ারে বা পরমব্রহ্মে বিশ্বাস করি।

■ **আপনি তো সোলোট্রিপ করতেন, সেটা নিয়ে ভ্লগও করতেন। এখন দেখা যায় না কেন?**

সব্যসাচী: কাজের চাপে করতে পারছি না। সোলোট্রিপে বাইক নিয়ে গেলে বাড়িতে সবাই খুব চিন্তায় থাকেন। বাবা-মায়ের বয়স হচ্ছে, ওদের টেনশনে রাখতে চাইনা। সোশ্যাল মিডিয়ায় যখন ছিলাম, ভ্রমণের সঙ্গে রম্যরচনা মিশিয়ে লেখালেখি করতাম। এখনও প্রকাশকের অফার আসে, আমারই কোনও প্ল্যান নেই।

■ **সোশ্যাল মিডিয়ায় ফিরছেন না কেন? এখন তো কাজের খবরও সবাই সোশ্যাল মিডিয়ায় দেন, ফলোয়ারস দেখে কাজও আসে শুনেছি...**

সব্যসাচী: আমি কখনও রিলস বানাইনি, কোলাব করিনি। একটু লেখালেখি করতাম। আর সোশ্যাল মিডিয়া থেকে কাজ পাওয়া যায়, এটা মিথ। সোশ্যাল মিডিয়ায় না থেকেও তো তো কাজ করছি।

■ **‘হোদলস’-এর (ক্যাফে) কী হল?**

সব্যসাচী: সৌরভ আর আমার একটা ক্যাফে ছিল, ওটা এখন সাউথের দিকে শিফট করার প্ল্যান আছে। এখন তো যিশুদাও আমাদের সঙ্গে আছেন। সবাই একসঙ্গে বসে প্ল্যান করব। কিন্তু সেই সময়টাই বার করা যাচ্ছে না।



■ সাধক বামাক্ষ্যাপা-র দৃশ্য

কাট টু কাট

■ **সৌরভ তো বিগবস-এ, দেখছেন?**

সব্যসাচী: না।

■ **সেকী? আপনার বন্ধুকে সাপোর্ট করবেন কী করে?**

সব্যসাচী: ওর জন্য আমার সাপোর্ট সবসময়ে আছে। মজার ব্যাপার কী জানেন তো, সৌরভ যদি শোনে সব্যসাচী ‘বিগবস’ দেখছে, ও ঘাবড়ে যাবে!

■ **আপনার কাছে যদি ‘বিগবস’-এর অফার আসে?**

সব্যসাচী: না না এরকম ভুল ওঁরা করবেন না, আমিও করব না।

■ **অভিনেতা হিসাবে স্বপ্নের চরিত্র করতে পেরেছেন?**

সব্যসাচী: আমি ২৬ বছর বয়সে অভিনয় জগতে এসেছিলাম। তার আগে পর্যন্ত ঠিক ছিল, রিসার্চার হিসাবেই কাজ করব। বিশাল কিছু করব, নায়ক হব, সেটা কখনও ভাবিনি। অভিনয় করতে ভাল লাগে, চেষ্টা করব ভাল চরিত্রে অভিনয় করার। এগারো বছর হয়ে গেল ইন্ডাস্ট্রিতে। এখনও ভাল চরিত্র করার চেষ্টা করি। সেটা পাঁচ-দশ মিনিটের হলেও করব। অনেক অভিনেতাই মাইথোলজির চরিত্র করতে চান না, কিন্তু আমার কাছে এই চরিত্রগুলোই চ্যালেঞ্জিং।

■ **আপনি তো এই ইন্ডাস্ট্রির একজন, টালমাটাল পরিস্থিতি কখনও ভাবিয়েছে?**

সব্যসাচী: না, ভাবায়নি।

■ **‘রামায়ণ’ নিয়ে জোর চর্চা চলছে, তার মধ্যে মুক্তি পাচ্ছে ‘সাধক বামাক্ষ্যাপা ’...**

সব্যসাচী: রামায়ণ এমন একটা গল্প, যেটা ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছি। এটা অনেক বেশি প্রচলিত। বামদেবের গল্প তো বাঙালির কাছেই সেভাবে পরিচিত নয়, সাধকের পরিচিতি শিষ্যদের দ্বারাই হয়। রামকৃষ্ণ দেবের পরিচিতির পিছনে বিবেকানন্দের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বামদেবের জীবনে সেরকম শিষ্য নেই। তারাপীঠের অনেকের কাছেই শুনেছি, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বামাক্ষ্যাপা দেখে অনেকে তারাপীঠের কথা জেনেছেন। রামায়ণের কিন্তু এসবের প্রয়োজন পড়ে না। অডিও-ভিস্যুয়ালের জন্য রামায়ণ পরিচিতি পায়নি। আমাদের তো মাটির গল্প। বাংলা বাজেটের ছবি।

■ **সমালোচনা নিতে পারেন?**

সব্যসাচী: সামনাসামনি কখনও কেউ সমালোচনা করেননি। দর্শকের একাংশ সবসময়ে তুলনা করতে পছন্দ করেন। অমুক অভিনেতা হলে ভাল হত, এই জায়গাটা ঠিক দেখানো হয়নি ইত্যাদি— এটা খুব স্বাভাবিক, মেনে নিতে হবে। এটা ছাড়া ব্যক্তিগত ভাবে কোনও সমালোচনা, কটাক্ষের মুখে পড়িনি।



■ সব্যসাচী চৌধুরী

ধারাবাহিকে ফিরছেন অর্কপ্রভ-শিরিন

ছ’য় বন্ধুর গল্প নিয়ে স্টার জলসার পর্দায় আসছে নতুন ধারাবাহিক। নাম ‘আদরের নৌকো’। ইতিমধ্যেই চ্যানেলের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে এই মেগার। জানা যাচ্ছে, শ্রীজিৎ রায়ের প্রযোজনা সংস্থা ব্যানিয়ন ট্রি-র ব্যানারে আসছে ‘আদরের নৌকো’।

সূত্রের খবর, ছ’জন বন্ধুর মধ্যে থাকছেন অভিনেতা অর্কপ্রভ রায় ও অভিনেত্রী শিরিন পাল। এছাড়া বাকি চারজনও ভীষণ পরিচিত মুখ। স্টার জলসার ধারাবাহিক ‘কম্পাস’ শেষ হওয়ার পর থেকেই অর্কপ্রভকে নতুন কাজে দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় ছিলেন অনুরাগীরা। সেই অপেক্ষার অবসান হল এবার। নতুন চরিত্রে ফিরছেন তিনি।

অন্যদিকে, শিরিনকে ছোটপর্দায় দর্শক শেষ দেখেছেন জি বাংলার ধারাবাহিক ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’-এ। এরপর শিরিন বিভিন্ন সিরিজে, বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেছেন। দর্শকের কাছে আরও জনপ্রিয়তা পেয়েছেন তিনি। তবে অভিনেত্রীকে ধারাবাহিকে দেখার জন্য অনেকদিন ধরেই অপেক্ষায় ছিলেন তাঁর অনুরাগীরা। এবার স্টার জলসার পর্দায় ফিরছেন তিনি। সাধারণত, এখন অসম প্রেম, সংসার, কমেডি, কোথাও আবার ইতিহাস-নির্ভর ধারাবাহিক চলছে। কিন্তু এসবের মাঝে নিখাদ বন্ধুত্বের গল্প যেন হারিয়ে যেতে বসেছিল। শ্রীজিৎ রায়ের হাত ধরে পর্দায় আসছে বন্ধুত্বের টানে হারিয়ে যাওয়ার তেমনই এক গল্প।



■ অর্কপ্রভ ও শিরিন

তথ্য সঙ্কলন: শ্যামশ্রী সাহা, স্নিগ্ধা দে

বাখরাহাট শাখা
বাখরাহাট রায়পুর মোড়, থানা- বিষ্ণুপুর, পোঃঅঃ- বাখরাহাট, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৩৭৭
ই-মেল: bakrah@bankofbaroda.bank.in

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৬(২) ও ৮(৬)-এর সংস্থানসমূহ-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ), বন্ধকদাতা(গণ), জামিনদার(গণ)-এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টের প্রেক্ষিতে এই ব্যাঙ্কের পাওনা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ এবং ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা দখল নেওয়া নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি ‘যেখানে আছে’, ‘যা কিছু আছে’ এবং ‘যেমন আছে’ ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা/ জামিনদার/ সুরক্ষিত পরিসম্পদ/ বকেয়া অর্থাঙ্ক/ সংরক্ষণ মূল্য/ ই-নিলামের তারিখ ও সময়, বায়না জমা (ইএমডি) এবং বিড বাড়ানোর মূল্য ইত্যাদি তথ্যাবলি এখানে নীচে উল্লেখ করা হয়েছে:

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)-এর নাম ও ঠিকানা	জানা দায় (যদি থাকে) সমেত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ (স্বত্বধারক / বন্ধকদাতার নাম: মিঃ নাসির হোসেন)	মোট বকেয়া	ই-নিলামের তারিখ ও সময় ই-নিলাম শুরু ও শেষের সময়	সংরক্ষণ মূল্য / ইএমডি অর্থাঙ্ক / বিড বাড়ানোর মূল্য	দখলের প্রকৃতি (গঠনমূলক / বাস্তবিক)	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়
১	মিঃ নাসির হোসেন ফ্ল্যাট নং ১০এ২, ফ্লোর নং ১০, টাওয়ার নং ৪৫, প্রেমিসেস নং ১, নিউ বাটা রোড, পোঃঅঃ- বাটানগর, থানা- মহেশতলা, কলকাতা- ৭০০১০৪	সংশ্লিষ্ট আবাসন প্রকল্পের পার্কিং এরিয়াতে এইচ২৪৭ নং স্থানে ১টি (একটি) ফোর-হুইলার পার্ক করার অধিকার, তৎসহ যৌথ এলাকা, সাধারণ সুযোগ-সুবিধা ভোগদখলের সমানাধিকার এবং ১৮ বর্গফুট মাপের ব্যালকনি সমেত বিল্ডিং নং ৪৫-এর ১০ নং ফ্লোরে ২টি বেডরুম, ১টি কিচেন, ২টি টয়লেট, ১টি লিভিং কাম ডাইনিং ও ১টি ব্যালকনি নিয়ে গঠিত টাইলসের মেঝে দেওয়া সামান্য কমবেশি ৪৬৮ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া (বিল্ট আপ এরিয়া প্রায় ৫৪৮ বর্গফুট ও সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সামান্য কমবেশি ৭১২ বর্গফুট) বিশিষ্ট অ্যাপার্টমেন্ট নং ১০এ২-এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক। **জমি সম্পর্কিত বিশদ তথ্য:** ক্যালকাটা রিভারসাইড নামক টাউনশিপে সামান্য কমবেশি ২০.৯২ একর বা ২০৯২ ডেসিমেলের সমতুল জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান: প্রেমিসেস নং ১, নিউ বাটা রোড, বাটানগর, খতিয়ান নং ৩, মৌজা- মিরপুর, জে এল নং ৪২, আর এস দাগ নং ১২, ৩৬ থেকে ৪২, ১/৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৮ থেকে ৫১, ৬০, ৭৭, ৩৭/১০২, ৩৮/১০৩, ৩৯/১০৪, ৪০/১০৬, ৪১/১০৭, ৪২/১০৮, ৪৫/১০৯, থানা- মহেশতলা, পোঃঅঃ- বাটানগর, মহেশতলা মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্গত, ওয়ার্ড নং ২৭ ও ২৮, বেহালা অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রেশন অফিসের অধিক্ষেত্রাধীন, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ। **চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর**- নিউ বাটা রোড; **দক্ষিণ**- নাঙ্গি স্টেশন রোড এবং ১ নং গেট; **পূর্ব**- নিউ বাটা রোড; **পশ্চিম**- লেক সংলগ্ন ভূখণ্ড এবং জলাশয়।	₹২১,৯৩,৩০৮.০০ তৎসহ ১৪.০৬.২০২৬ পরবর্তীতে উদ্ভূত সুদ ও চার্জ	০৭.১২.২০২৬ সময়: দুপুর ২টো থেকে সন্ধে ৬টা (১০ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণে)	১) ₹২৫,৬১,০০০.০০ ২) ₹২,৫৬,১০০.০০ ৩) ₹১০,০০০.০০	প্রতীকী	১৩.১১.২০২৬ থেকে ৩০.১১.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টোর মধ্যে সম্পর্কিত আধিকারিক: চৈতালি পাল মোবাইল: ৮২৪০৬১৬৫০৭ (আগাম যোগাযোগ করে আসবেন)

সম্পত্তি প্রতীকী দখলে রয়েছে এবং নিলামে ক্রেতার হাতে এই ব্যাঙ্ক সম্পত্তির প্রতীকী দখল হস্তান্তর করবে।
বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবলি বিশদে জানার জন্য অনুগ্রহপূর্বক **https://www.bankofbaroda.bank.in/e-auction.htm এবং https://baanknet.com** ওয়েবসাইটে দেওয়া লিঙ্ক দেখুন। সম্ভাব্য বিডাররা দরকারে অনুমোদিত আধিকারিক/ শাখা প্রবন্ধকের সঙ্গে **এই মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন: ৮২৪০৬১৬৫০৭**।
১. এই বিক্রি সুরক্ষিত ঋণদাতা ব্যাঙ্কের অনুমোদন সাপেক্ষ হবে।
২. সম্পত্তি প্রতীকী দখলে রয়েছে এবং বিডাররা প্রতীকী দখলে থাকা এই সম্পত্তি নিজের দায় ও ঝুঁকিতে ক্রয় করছেন।
৩. ব্যাঙ্ক উক্ত সম্পত্তির কেবলমাত্র প্রতীকী দখল হস্তান্তর করবে এবং নিলামে সফল বিডার বা ক্রেতা ব্যাঙ্কের থেকে এই সম্পত্তির বাস্তবিক দখলের জন্য দাবি জানাতে পারবেন না।
৪. সম্পত্তির বাস্তবিক দখল দিতে ব্যাঙ্ক কোনওভাবেই দায়ী বা কর্তব্যপরায়ণ থাকবে না।
৫. জমাকৃত অর্থাঙ্ক ফেরতের ক্ষেত্রে নিলামে সফল ক্রেতা কোনও সুদ পাওয়ার জন্য দাবি জানাতে পারবেন না।
৬. ই-নিলামের অব্যবহিত পরেই নিলামে সফল ক্রেতাকে উপরিলিখিত শর্ত ও নিয়মাবলি নিশ্চিতকরণের ঘোষণাপত্র তথা প্রতিশ্রুতি জমা দিতে হবে।
৭. বিক্রির পরে সফল বিডার ঘোষণাপত্র তথা প্রতিশ্রুতি জমা দিতে ব্যর্থ হলে তাঁর তরফে জমাকৃত বিডের ইএমডি অর্থাঙ্ক বাজেয়াপ্ত করা হবে।

তারিখ: ১২.১১.২০২৬ ঐন্দ্রিলা পূততুণ্ড
স্থান: কলকাতা অনুমোদিত আধিকারিক, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

পঞ্জাব নেশনাল বैंक ...भरोसे का प्रतीक! punjab national bank ...the name you can BANK upon!

২২.১২.২০২৬ তারিখের ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সার্কল অফিস, স্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন, দুর্গাপুর (সিও এসএএমডি দুর্গাপুর)
নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ / ই-মেল: codgprec@pnb.bank.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
ইএমডি (বায়না জমা) এবং নথিপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ও সময়: ২২.১২.২০২৬, দুপুর ৩টে পর্যন্ত
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফায়েসি) অ্যাক্ট, ২০০২ (নং ৫৪/২০০২) অধীনে এই ব্যাঙ্কে বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রি।
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯(১)-এর সংস্থানসমূহ-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ করা নিম্নোক্ত বিবরণযুক্ত এবং সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/ বাস্তবিক/ প্রতীকী দখল নেওয়া নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর থেকে ব্যাঙ্ক/ সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নীচে লেখা তারিখে **‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যা কিছু আছে’ এবং ‘যেভাবে আছে’** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য ও বায়না জমা (ইএমডি) উল্লেখ করা হয়েছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ [সম্পত্তিগুলি সুরক্ষিত ঋণদাতার গঠনমূলক / বাস্তবিক দখলে রয়েছে]

লট নং	শাখার নাম অ্যাকাউন্টের নাম ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের অ্যাকাউন্টের নাম ও ঠিকানা	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ এবং স্বত্বধারকের নাম [সম্পত্তির বন্ধকদাতার নাম]	ক) সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) অনাদায়ী বকেয়া অর্থাঙ্ক গ) সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০২২-এর ১৩(৪) ধারাধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের প্রকৃতি	ক) সংরক্ষণ মূল্য (লক্ষ টাকায়) খ) ইএমডি গ) বিড বাড়ানোর মূল্য	ই-নিলামের তারিখ ও সময়
১	**শাখা অফিস:** ০২০৪২০- কোক ওভেন **অ্যাকাউন্ট: নিউ ইউরেকা ট্রাভেলস ক্লাব** **ঋণগ্রহীতা/ অংশীদার/ জামিনদার:** **নিউ ইউরেকা ট্রাভেলস ক্লাব,** স্টল নং সিডব্লু ৫, সিটি সেন্টার, বাস স্ট্যান্ড, দুর্গাপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩২১৬ **মিঃ তনয় কুমার মণ্ডল,** গ্রাম- কুমারডাঙ্গা, পোঃঅঃ- ওন্দা, জেলা- বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭২২১৪৪ **মিঃ তনয় কুমার মণ্ডল,** গ্রাম- ফরিদপুর, পোঃঅঃ- দুর্গাপুর, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩২১৩ **মিঃ দেবদাস মুখার্জি,** গ্রাম- ফরিদপুর, পোঃঅঃ- দুর্গাপুর, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩২১৩ **মিঃ মাধব মজুমদার,** ২১/৩, সেকেন্ডারি রোড, ‘এ’ জোন, পোঃঅঃ- দুর্গাপুর, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩২১৩	২০১২ সালের ইজারা দলিল নং ০৭৫২১ অনুযায়ী মেসার্স নিউ ইউরেকা ট্রাভেলস ক্লাব, অংশীদারগণ: (১) মাধব মজুমদার, পিতা- প্রয়াত জ্যোতিষ চন্দ্র মজুমদার; (২) দেবদাস মুখার্জি, পিতা- প্রয়াত রাম কান্ত মুখার্জি এবং (৩) তনয় কুমার মণ্ডল, পিতা- প্রয়াত আনন্দ কুমার মণ্ডল-এর স্বত্বাধীনে নিম্নোক্তের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: স্টল নং জি/৯, গ্যারাজ ব্লক (২ নং ফ্লোর), দুর্গাপুর কমার্শিয়াল এস্টেট, পরিমাপ- সামান্য কমবেশি ২০৪.২৪৭ বর্গফুট, দুর্গাপুর কমার্শিয়াল এস্টেটের অংশ বিশেষ, দুর্গাপুর মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের পুর-এলাকাধীন, থানা- অরবিন্দ, পোঃঅঃ- দুর্গাপুর ১৬, জেলা- বর্ধমান (বর্তমানে পশ্চিম বর্ধমান), মৌজা- ফরিদপুর, জে এল নং ৭৪, প্লট নং ৮৩/৮৫, খতিয়ান নং ১৩৬২।	ক) ০৩.০৮.২০২৬ খ) ₹৪৫,০৬,২৮৭.৩৬ (পঁয়তাল্লিশ লক্ষ ছয় হাজার দুশো সাতাশি টাকা ছত্রিশ পয়সা মাত্র), উপরোক্ত নোটিসে উল্লেখমতো গ) ১৪.১০.২০২৬ ঘ) গঠনমূলক দখল	ক) ₹৮.৫৩ লক্ষ খ) ₹০.৮৫ লক্ষ গ) ₹১০,০০০.০০	২২.১২.২০২৬ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে

শর্ত ও নিয়মাবলি:
এই বিক্রি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-তে নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলির পাশাপাশি নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষ হবে:
১. সম্পত্তিগুলি **‘যেখানে যেমন আছে’, ‘যা কিছু আছে’ এবং ‘যেভাবে আছে’** ভিত্তিতে বিক্রি করা হচ্ছে।
২. ওপরের তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলির বিবরণ অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বসেরা জ্ঞান ও তথ্যানুসারে বর্ণিত হয়েছে। তবে এই ঘোষণাপত্রে কোনও প্রকার ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা অনুল্লেখের জন্য অনুমোদিত আধিকারিক জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ থাকবেন না।
৩. **লট নং ১-এর প্রেক্ষিতে এই বিক্রি ২২.১২.২০২৬ তারিখে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টের মধ্যে https://www.baanknet.com** ওয়েবসাইটে দেওয়া ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা আয়োজিত হবে।
৪. বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক **https://www.baanknet.com** ওয়েবসাইট দেখুন।
৫. বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবলি সম্পর্কিত প্রশ্নের ব্যাখ্যা পেতে আগ্রহী বিডারগণ অনুগ্রহপূর্বক এই ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করবেন: **মিঃ এস বালাজি (চিফ ম্যানেজার), মোবাইল: ৯৮৩১৭ ৭৯৭৮০।**

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট অ্যামেন্ডমেন্ট রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) ও ৯(১) অধীনে ৩০ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ১২.১১.২০২৬ মিঃ এস বালাজি, চিফ ম্যানেজার
স্থান: দুর্গাপুর অনুমোদিত আধিকারিক, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর রুল রুল ৮(৬) ও ৯(১) অধীনে বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস: কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস,
৩য় ও ৪র্থ তল, কলকাতা-৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট IV-A [রুল ৮(৬) -এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য]
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) -এর সংস্থানসমূহ-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা সাধারণ জনগণ এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-কে নোটিস দেওয়া হচ্ছে যে, নিচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি যা সুরক্ষিত পাওনাদার-এর কাছে বন্ধক/চার্জ করা আছে, যার ভৌত দখল **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কসবা শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)**-এর অনুমোদিত আধিকারিক গ্রহণ করেছেন, সেটি **মেসার্স ফার্মা ট্রেডার্স (ঋণগ্রহীতা), স্বত্বাধিকারী: শান্তনু রায়,** ১৮এ, পূর্বাচল বিধান লেন, পোঃ- গরফা, থানা- হালতু, কলকাতা ৭০০ ০৭৮



গঙ্গাসাগর এক্সপ্রেস ও শিয়ালদা স্টেশন পরিদর্শনে পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার গীতিকা পান্ডে। রয়েছেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী রামনাথ ঠাকুর এবং শিয়ালদা ডিভিশনের ডিআরএম রাজীব সাক্সেনা। বৃহস্পতিবার। ছবি: তপন মুখার্জি

ছটপুজোয় বিশেষ ট্রেন পূর্ব রেলের

আজকালের প্রতিবেদন

ছটপুজো উপলক্ষে যাত্রীদের নিরাপত্তা ও ভিড় নিয়ন্ত্রণের প্রস্তুতি দেখতে পূর্বরেলের জেনারেল ম্যানেজার গীতিকা পান্ডে শিয়ালদা স্টেশন পরিদর্শন করেন। সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ রাষ্ট্রমন্ত্রী রামনাথ ঠাকুর, শিয়ালদা ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার রাজীব সাক্সেনা। বৃহস্পতিবার পূর্বরেলের জেনারেল ম্যানেজার, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী–সহ রেলের আধিকারিকরা যাত্রীদের অপেক্ষার স্থান, স্টেশনের অন্যান্য সুযোগ–সুবিধা, গঙ্গাসাগর এক্সপ্রেসের (১৩১৮৫) সজ্জিত দুটি এসি কোচ ঘুরে দেখেন। উৎসব মরশুমে সমস্ত ডিভিশনে নিরাপত্তা স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাও জোরদার করা হয়েছে। এদিন ছটপুজো উপলক্ষে অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে পূর্বরেল গয়া–হাওড়া (০৩০৫২) অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রেনটি চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ওই বিশেষ ট্রেনটি শুক্রবার বিকাল ৫টায় গয়া থেকে ছেড়ে পরদিন ২.১০–এ হাওড়া পৌঁছাবে। ভিড় নিয়ন্ত্রণ, নিরাপত্তা তল্লাশি এবং যাত্রীদের দ্রুত সহায়তার জন্য পূর্ব রেলের সদর দপ্তর এবং হাওড়া, শিয়ালদা, মালদা ও আসানসোল ডিভিশন জুড়ে ২৪×৭ বিশেষ উৎসব পর্যবেক্ষণ ‘ওয়ার

বাঙালি বিজ্ঞানীর কৃতিত্ব

আজকালের প্রতিবেদন

আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করলেন বাঙালি বিজ্ঞানী ড. সব্যসাচী সিদ্ধান্ত। ইতালির ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর

সিইআরএনের এএলআইসিই পরিচালন পর্ষদে নির্বাচিত



ড. সব্যসাচী সিদ্ধান্ত

নিউক্লিয়ার ফিজিক্স (আইএনএফএন)–এর কাগলিয়ারি বিভাগের গবেষক ড. সব্যসাচী সিদ্ধান্ত সুইৎজারল্যান্ডের সিইআরএন পরিচালিত এএলআইসিই গবেষণা প্রকল্পের পরিচালন পর্ষদে দুটি বিশেষ সদস্যপদের মধ্যে একটিতে নির্বাচিত হয়েছেন। আগামী তিন বছর এই দায়িত্ব পালন করবেন তিনি। ফ্রান্সের নঁতে শহরের সুবাতেক গবেষণাগারের ড. মেরি জার্ম্যাঁ অন্য পদটিতে নির্বাচিত হয়েছেন।

সিইআরএন বিশ্বের অন্যতম প্রধান বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র। এখানেই রয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী কণা ত্বরক যন্ত্র, লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডার। এএলআইসিই এই গবেষণাকেন্দ্রের চারটি প্রধান পরীক্ষামূলক প্রকল্পের অন্যতম। এর মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা পদার্থের অত্যন্ত চরম অবস্থার বিষয়ে গবেষণা করেন। বিশেষ করে কোয়ার্ক–গ্লুয়ন প্লাজমা নিয়ে গবেষণা, যা মহাবিশ্বের সৃষ্টির একেবারে প্রাথমিক মুহূর্তে বিদ্যমান ছিল বলে মনে করা হয়। এএলআইসিই পরিচালন পর্ষদ এই গবেষণা প্রকল্পের বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত, সাংগঠনিক, পরিচালনগত এবং আর্থিক বিষয়গুলির দিকনির্দেশনা ও তদারকির দায়িত্বে। ড. সব্যসাচী সিদ্ধান্ত দু'দশকেরও বেশি সময় ধরে এএলআইসিইর সঙ্গে যুক্ত। আগামী তিন বছরে এএলআইসিই গবেষণা প্রকল্পের পরবর্তী উন্নয়ন, এলএইচসি রান–৪ এর প্রস্তুতি এবং ভবিষ্যতের রান–৫ এর জন্য এএলআইসিইর দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় অবদান রাখার লক্ষ্য রয়েছে তাঁর।

এ প্রসঙ্গে ড. সব্যসাচী সিদ্ধান্ত বলেন, ‘দু–দশকেরও বেশি সময় ধরে এএলআইসিই আমার পেশাগত জীবনের অংশ। আমার প্রতি আস্থা রাখার জন্য কৃতজ্ঞ। এএলআইসিইর বৈজ্ঞানিক স্বার্থ, এর সঙ্গে যুক্ত আন্তর্জাতিক গবেষক সমাজের কল্যাণকে গুরুত্ব দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করতে চাই।’

সুমিত রায়কে অন্তর্বর্তী সুরক্ষা দিল না হাইকোর্ট

সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জির ব্যক্তিগত সহকারী সুমিত রায়কে ফৌজদারি মামলায় অন্তর্বর্তী সুরক্ষা দিল না কলকাতা হাইকোর্ট। সুমিত রায় একাধিক ফৌজদারি মামলায় জেল হেফাজতে রয়েছেন। এবার আরও কয়েকটি মামলায় সুরক্ষা চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। এগুলিতে তাঁকে এখনও গ্রেপ্তার দেখানো হয়নি। বৃহস্পতিবার মামলাটির শুনানি ছিল বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে। রাজ্য সময় চাইলে বিচারপতি অন্তর্বর্তী সুরক্ষার আবেদন খারিজ করে দেন। সুমিত রায়ের হয়ে সওয়াল করেন সিনিয়র আইনজীবী অয়ন ভট্টাচার্য। মামলাটির পরবর্তী শুনানি আগামী সোমবার।

Chola
Enter a better life

চোলামণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড
কর্পোরেট অফিস: 'চোলা ক্রেস্ট', সি৫৪ এবং ৫৫, সুপার বি–৪, থিরু ভি ক ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, গিন্ডি, চেন্নাই–৬০০০৩২, ভারত
রিজিওনাল অফিস: ৫৫ এবং ৫৫/১, চৌরঙ্গি রোড, ৪ নং ফ্লোর, চৌরঙ্গি কোর্ট, রবীন্দ্র সদনে নেহরু চিলড্রেনস মিউজিয়ামের বিপরীতে, কলকাতা–৭০০০৭১, পশ্চিমবঙ্গ

রুল ৮(১)–এর অধীনে প্রতীকী দখল বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু:

মেসার্স চোলামণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড–এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৩–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ [এখানে এর পরে 'উক্ত অ্যাক্ট' হিসেবে উল্লিখিত]–এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের পাশে লেখা তারিখ সংবলিত দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতাগণ এবং জনসাধারণের প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসের রুল ৮–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের পাশে লেখা তারিখে কোম্পানির কাছে বন্ধক প্রদত্ত নিম্নবর্ণিত সম্পত্তির **প্রতীকী দখল** নিয়েছেন।

বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নোক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও ধরনের লেনদেন নীচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের পাশে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক, তদুপরি সুদ ও অন্যান্য চার্জ সমেত **মেসার্স চোলামণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড**–এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।

উক্ত সিকিউরিটাইজেশন অ্যাক্টের ১৩(৮) ধারাধীনে বিক্রির প্রজ্ঞাপন জারির আগে যাবতীয় মাশুল, চার্জ ও খরচ সমেত বকেয়া অর্থাঙ্ক পুরোপুরি প্রদান করে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে পারবেন।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা এবং লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) অনাদায়ী বকেয়া অর্থাঙ্ক গ) বাস্তবিক দখলের তারিখ
১.	**লোন অ্যাকাউন্ট নং: ML01BRN00000078333** **১. বিপ্লব ঘোষ (আবেদনকারী)** ফাটিকা, গোপালপুর, বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭১৩৪২৪ **২. বিপ্লব ঘোষ (আবেদনকারী)** গ্রাম + পাড়া–ফাটিকা, থানা–রায়না, পোঃ–সাগরাই, মৌজা–গোপালপুর, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ –৭১৩৪২৪ **৩. মাম্পি ঘোষ (সহ–আবেদনকারী)** ফাটিকা, গোপালপুর, বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ। পিন–৭১৩৪২৪ **৪. সন্তু ঘোষ (সহ–আবেদনকারী)** গোপালপুর, সাগরাই, খণ্ডঘোষ, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭১৩৪২৪ **৫. সন্ধ্যারানি ঘোষ (সহ–আবেদনকারী)** সাগরাই, গোপালপুর, পোঃ–সাগরাই, খণ্ডঘোষ, জেলা–বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ–৭১৩৪২৪ **৬. মেসার্স বিপ্লব ঘোষ (সহ–আবেদনকারী)** গ্রাম পাড়া ফাটিকা, থানা–রায়না, পোঃ–সাগরাই, মৌজা– গোপালপুর, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ– ৭১৩৪২৪	সামান্য কমবেশি ৬ ডেসিমেল জমির সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশবিশেষ পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়না সাব–রেজিস্ট্রির অন্তর্গত নাড়ুগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানায়, থানা–রায়না, মৌজা গোপালপুরে অবস্থিত মোট, যা আর.এস. এবং এল.আর. দাগ নং ২৬৩১, জে.এল. নং ১৩ এবং খতিয়ান নং ২৭১৫–এর অন্তর্ভুক্ত, পিন–৭১৩৪২৪। **এর চৌহদ্দি বা সীমানা নিম্নরূপ:** উত্তরে বৈদ্যনাথ ঘোষের প্লট, দক্ষিণে গ্রামের রাস্তা, পূর্বে সূর্য ঘোষের প্লট এবং পশ্চিমে ধীরেন ঘোষের প্লট।	**ক) ১১.০৮.২০২৬** **খ) ₹২১,১৩,৩৭৭.০০** (একুশ লক্ষ তেরো হাজার তিনশো সাতাত্তর টাকা মাত্র) যা **১১.০৮.২০২৬** তারিখ অনুযায়ী ধার্য এবং তার ওপর সুদ **গ) প্রতীকী দখলের তারিখ: ১০.১১.২০২৬**

তারিখ: ১৩.১১.২০২৬
স্থান: পশ্চিমবঙ্গ

অনুমোদিত আধিকারিক
চোলামণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড

TATA

টাটা ক্যাপিটাল হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড
রেজিস্টার্ড অফিস: ফ্লোর নং ১১, টাওয়ার 'এ', পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, গণপতরাও কদম মার্গ, লোয়ার পরেল, মুম্বই– ৪০০০১৩। CIN No.: U67190MH2008PLC187552

দাবি বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ ('রুলস')–এর রুল ৩–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ ('অ্যাক্ট')–এর ১৩(২) ধারাধীনে।

যেহেতু টাটা ক্যাপিটাল হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড (টিসিএইচএফএল)–এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসের রুল ৩–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচের তালিকাভুক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ সহ–ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) [এখানে সকলকে এককভাবে কিংবা সম্মিলিতভাবে 'দায়বদ্ধগণ' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে]/ আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)/ আইনি প্রতিনিধি(গণ)–এর প্রতি উক্ত অ্যাক্টের ১৩(২) ধারাধীনে নীচে লেখা তারিখ সংবলিত বিশদ দাবি বিজ্ঞপ্তিগুলি ইতিমধ্যেই জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক পরিশোধের জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল। প্রাপ্তিস্বীকারপত্র–সহ রেজিস্টার্ড পোস্টের মাধ্যমে পাঠানো উক্ত বিজ্ঞপ্তিগুলির প্রতিলিপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে উপলব্ধ রয়েছে এবং উক্ত দায়বদ্ধ(গণ)/ আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)/ আইনি প্রতিনিধি(গণ) আগ্রহী থাকলে যে কোনও কাজের দিনে অফিস চলার স্বাভাবিক মেয়াদে নিম্নস্বাক্ষরকারীর থেকে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তির প্রতিলিপি সংগ্রহ করে নিতে পারেন।

ওপরে লেখা বিষয় সম্পর্কে, সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ(গণ)/ আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)/ আইনি প্রতিনিধি(গণ)–এর প্রতি আরও একবার এই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যাতে তাঁরা সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ(গণ) দ্বারা স্বাক্ষরিত ঋণচুক্তি এবং অন্যান্য নথি/ লিখিত চুক্তি–সহ পঠনীয় নীচের টেবিলে কলাম (ঘ)–তে উল্লিখিত তারিখ থেকে পরবর্তী সুদ সমেত তাঁদের নামের পাশে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে টিসিএইচএফএল–কে প্রদান করেন। যথাসময়ে উক্ত ঋণের পরিশোধ নিশ্চিত করার জন্য জামিন হিসেবে উক্ত দায়বদ্ধ(গণ) নিম্নলিখিত সুরক্ষিত পরিসম্পদ(গুলি) টিসিএইচএফএল–এর কাছে বন্ধক রেখেছিলেন।

ক্রম নং	লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	দায়বদ্ধ(গণ)/ আইনি উত্তরাধিকারী(গণ)/ আইনি প্রতিনিধি(গণ)–এর নাম	নিম্নলিখিত তারিখে মোট বকেয়া অর্থাঙ্ক*	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ এবং এনপিএর তারিখ
১.	**TCHIN0500000100317468, TCHHF0500000100316025**	সৌম্য দাস (ঋণগ্রহীতা) মিসেস শ্যামলী দাস (সহ–ঋণগ্রহীতা) মেসার্স শ্রী কৃষ্ণ এন্টারপ্রাইজ (সহ–ঋণগ্রহীতা)	₹৮১,৬৫৬/– এবং ₹১১,১৯,৫০২/–	০৩.১১.২০২৬ ০১.১১.২০২৬

সুরক্ষিত সম্পত্তি/ স্থাবর সম্পত্তি/ বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ: সমস্ত সেই দোকান ঘর নং ৭এ, যার পরিমাপ প্রায় ১৫৭ বর্গফুট, 'মালিনা অ্যাপার্টমেন্ট' নামক ও পরিচিত ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে অবস্থিত, যা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার হরিদেবপুর থানার অন্তর্গত, মৌজা পূর্ব বড়িশা, জে.এল নং ২৩–এ খতিয়ান নং ৪৯৬–এর অধীনস্থ দাগ নং ১৭৬৪–এর অংশ গঠনকারী প্রায় ৩ কাঠা, ১০ ছটাক এবং ১৫ বর্গফুট পরিমাপের জমির উপর নির্মিত ও গঠিত, বর্তমানে কলকাতা পৌরসংস্থার সীমানার মধ্যে পুর ওয়ার্ড নং ১২৪–এর অধীনে পুর প্রেমিসেস নং ১২এ, মাঝি পাড়া রোড হিসেবে পরিচিত এবং চিহ্নিত, যার সীমানা আইনি নথিপত্র অনুযায়ী নিম্নরূপ: উত্তরে: অন্যের জমি ও ভবন, দক্ষিণে: ১৬ ফুট চওড়া মাঝি পাড়া রোড, পূর্বে: ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলাচলের রাস্তা, পশ্চিমে: ৬৬ ফুট চওড়া জেমস লং সরণি।

২.	**TCHHL0575000100318843, TCHIN0575000100319803**	অমিত বেরা (সহ–ঋণগ্রহীতা) মিসেস মনি বেরা (সহ–ঋণগ্রহীতা)	₹১৭৩৭১১৯/– এবং ₹১৩৪৪৫১/–	০৩.১১.২০২৬ ০১.১১.২০২৬

সম্পত্তি/স্থাবর সম্পত্তি/বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ: জমির সম্পত্তির সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা ও এ.ডি.এস.আর.ও– নারায়ণগড়, কুনারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে, মৌজা– সাইবনি, জে.এল নং– ৫৪৯, পূর্ববর্তী খতিয়ান নং ১২৮, বর্তমান এল আর খতিয়ান নং ৫৫৮, আর.এস. ও এল আর প্লট নং– ৪৪৫, আয়তন– ১৩.৫ ডেসিমেল (দলিল অনুযায়ী) ও ১৩ ডেসিমেল (রেকর্ড অনুযায়ী), 'বাস্তু জমি'।

৩.	**TCHIN0500000100064682, TCHHL0500000100064401**	সুপ্রভাত মণ্ডল (সহ–ঋণগ্রহীতা) মিসেস পারমিতা মণ্ডল (সহ–ঋণগ্রহীতা)	₹৫৭৭৪৯/– এবং ₹১৩০৩৩৫৩/–	০৪.১১.২০২৬ ০৩.১১.২০২৬

সম্পত্তি/স্থাবর সম্পত্তি/বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ: সমস্ত সেই একটি আবাসিক ফ্ল্যাট, যার পরিমাপ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ প্রায় ৬৮১ বর্গফুট, সামান্য কম বা বেশি হতে পারে, যা উত্তর ২৪ পরগনা জেলার খড়দহ থানার অন্তর্গত, কলকাতা–৭০০১০৯, হোল্ডিং নং ৪৪ সাউথ স্টেশন রোড, প্রাঙ্গণ নং ২৬/সি–এ অবস্থিত ভবনের ৩ নং ফ্লোরে, ফ্ল্যাট নং– ১, ব্লক – সি–তে অবস্থিত, তৎসহ সিঁড়ির আনুপাতিক ভাগ এবং জমির সুখাধিকার সমেত জমির অবিভক্ত ও অবিভাজ্য আনুপাতিক অংশ, যা শুধুমাত্র পানিহাটি পুরসভার অধীনে ওয়ার্ড নং ৮, হোল্ডিং নং ৩৬–এর সীমানার মধ্যে অবস্থিত।

৪.	**TCHHL0500000100188545, TCHIN0500000100189302**	কৃপাল মিত্তি (সহ–ঋণগ্রহীতা) মিঃ রাকেশ শর্মা (সহ–ঋণগ্রহীতা)	₹১৫৫১২৩৬/– এবং ₹৮৭২২৯/–	০৪.১১.২০২৬ ০৩.১১.২০২৬

সুরক্ষিত সম্পত্তি/স্থাবর সম্পত্তি/বন্ধক রাখা সম্পত্তির বিবরণ: জমির সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ যার পরিমাপ প্রায় ১ কাঠা ৯ ছটাক ১৬.৫ বর্গফুট, সামান্য কম বা বেশি হতে পারে, তৎসহ তার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা দোতলা ভবন, যা উত্তর ২৪ পরগনা জেলার খড়দহ থানার অন্তর্গত, পানিহাটি পুরসভার স্থানীয় সীমানার মধ্যে ওয়ার্ড নং ৪ (পূর্বে ৫), হোল্ডিং নং ৮ (পূর্বে ১৮৩এ) রামকৃষ্ণ আশ্রম রোড হিসেবে অবস্থিত এবং মৌজা– পানিহাটি, জে.এল নং ১০, আর.এস নং ৩২, তৌজি নং ১৭২, খতিয়ান নং ৯২৬–এর সাথে সম্পর্কিত, এল.আর দাগ নং ১২৫০–এর অধীনে এল.আর খতিয়ান নং ৪৯৫–এ অন্তর্ভুক্ত, এবং সম্পত্তির সীমানা নিম্নরূপ: উত্তরে: ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলাচলের রাস্তা; পূর্বে:– কে. চক্রবর্তীর বাড়ি; দক্ষিণে:– প্যাসেজ এবং জি.এস. ব্যানার্জির বাড়ি; পশ্চিমে:– মিসেস মুখার্জির বাড়ি।

তারিখ: ১৩.১১.২০২৬
স্থান: পশ্চিমবঙ্গ

স্বাঃ– অনুমোদিত আধিকারিক
টাটা ক্যাপিটাল হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড–এর পক্ষে

যুকো ব্যাঙ্ক UCO BANK
(A Govt. of India Undertaking)
শিলিগুড়ি জোনাল অফিস
ইউকো ব্যাঙ্ক, জোনাল অফিস, শিলিগুড়ি, রজনী বাগান, হিল কার্ট রোডের ওপর, ওয়ার্ড নং ১১, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ–৭৩৪০০১
ই মেল: zo.suri@uco.bank.in
কোচবিহার শাখা (০৮২৮)

পরিশিষ্ট–IV [রুল ৮(১) দ্রষ্টব্য] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, **ইউকো ব্যাঙ্ক**–এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল নং ৩–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (৫৪/২০০২)–এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে আমাদের **কোচবিহার (০৮২৮)** শাখার ঋণগ্রহীতা(গণ) **মিসেস সঙ্গীতা দাস,** নিবাস গ্রাম ও পোস্ট গোপালপুর, থানেশ্বর বাজারের নিকটে, থানা পুণ্ডিবাড়ি, জেলা কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭৩৬১৩৩–এর প্রতি ০৬.০৫.২০২৬ তারিখ সংবলিত একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে **৬০ দিনের** মধ্যে উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক অর্থাৎ, ০৫.০৫.২০২৬ তারিখের ভিত্তিতে ব্যাঙ্কের পাওনা বাবদ **₹৫৭,৫২,২১৬.৯২ (সাতান্ন লক্ষ বাহান্ন হাজার দুশো ষোল টাকা এবং বিরানব্বই পয়সা মাত্র)** (২৩.০৪.২০২৬ পর্যন্ত সুদ সহ) তৎসহ পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক হারে উদ্ভূত সুদ, মাশুল, চার্জ ও খরচ আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।

উক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) এবং জনসাধারণের প্রতি জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২ এর রুল নং ৮–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) নং ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **৬ নভেম্বর,** ২০২৬ তারিখে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) ও জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং এই সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও ধরনের লেনদেন ০৫.০৫.২০২৬ তারিখের ভিত্তিতে ব্যাঙ্কের পাওনা বাবদ **₹৫৭,৫২,২১৬.৯২ (সাতান্ন লক্ষ বাহান্ন হাজার দুশো ষোল টাকা এবং বিরানব্বই পয়সা মাত্র)** (২৩.০৪.২০২৬ পর্যন্ত সুদ সহ) তৎসহ চুক্তিভিত্তিক হারে উদ্ভূত সুদ, মাশুল, চার্জ ও খরচ ইত্যাদি সমেত **ইউকো ব্যাঙ্ক**–এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।

সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে প্রাপ্য সময়সীমা বিষয়ে উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থানগুলির প্রতি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ)–এর এক মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিশদ

নথিভুক্ত দান দলিল নং I–৫৭৯৬/২০২৪ তারিখ ২৩.০৭.২০২৪, মিসেস সঙ্গীতা দাস, স্বামী মিঃ সুবিমল চন্দ্র পাল (ঋণগ্রহীতা) এর নামে। গ্রাম ও পোঃ গোপালপুর, থানা পুণ্ডিবাড়ি, জেলা কোচবিহার, মৌজা গোপালপুর, জে এল নং ১৬, থাক নং ৯৮০, তৌজি নং ৯/৯, ভলিউম নং ০৮০১–২০২৪, পৃষ্ঠা নং ৯৬৯৩ থেকে ৯১৭০৬, খতিয়ান নং ৮৯২২ (এলআর), প্লট নং ৬৯২৭, ৬৭৬৪ (আরএস) ও ১৪২৫৪, ১৪২৫৯ (এলআর), রেজিস্টার্ড অফিস ডিএসআর কোচবিহার, মোট জমি ০.১০ একর বা ৬.০৫ কাঠা। চৌহদ্দির বিশদ: উত্তর: যোগেন্দ্র নাথ ইশোর; পশ্চিম: ১২ ফুট রাস্তা; পূর্ব: নির্মল চন্দ্র পাল; দক্ষিণ: গৌতম দাস।

তারিখ: ০৬.১১.২০২৬
স্থান: কোচবিহার

অনুমোদিত আধিকারিক
ইউকো ব্যাঙ্ক

AXIS BANK

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড
এসি মার্কেট বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ১, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা–৭০০০৭১

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১) দ্রষ্টব্য] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর অনুমোদিত আধিকারিক রূপে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৩–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ সহ–ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)–এর প্রতি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ওই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক, চুক্তিমাফিক হারে ভবিষ্যতের সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, মাশুল ইত্যাদি আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।

উক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ সহ–ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা(গণ)/ সহ–ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসমূহের রুল নং ৮–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) নং ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে লেখা তারিখে নিম্নবর্ণিত বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ)/ সহ–ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নোক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও প্রকার লেনদেন ওই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক, তৎসহ দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে চুক্তিমাফিক হারে ভবিষ্যতের সুদ, জরিমানা সুদ, চার্জ, মাশুল ইত্যাদির প্রেক্ষিতে অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড–এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।

**সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়িয়ে নিতে প্রাপ্য সময়সীমা স

ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গি রোধে গ্রামীণ চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ

ডেঙ্গি, ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণে এবার গ্রামীণ চিকিৎসকরা হাত লাগাবেন। ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গি রোগের প্রতিরোধমূলক কাজে গ্রামীণ চিকিৎসকদের অংশগ্রহণ করাতে চায় স্বাস্থ্য দপ্তর। এর জন্য গ্রামীণ চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। পুরুলিয়ার মানবাজার গ্রামীণ হাসপাতালের এনটিসি ভবনে ৪ নভেম্বর প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেন স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা। এ বিষয়ে আগেই স্বাস্থ্য দপ্তরে প্রস্তাব দিয়েছিলেন প্রোগ্রেসিভ রুরাল মেডিক্যাল প্র্যাকটিশনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের শীর্ষ নেতা মনোজ চক্রবর্তী। ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণে রাজ্যের ভূমিকা দেখে যথেষ্ট প্রশংসা করেছে কেন্দ্র। ডেঙ্গি মোকাবিলায় কীভাবে কাজ করতে হবে সেই বিষয়ে গ্রামীণ চিকিৎসকদের বিস্তারিত বুঝিয়েছেন স্বাস্থ্য কর্তারা।

কেনरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम | A Government of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate

অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ
বেলস হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট,
ফিফ্‌থ ফ্লোর, কলকাতা–৭০০০১৬
ই–মেল: cb2364@canarabank.com

৩০.১১.২০২৬ তারিখের ই–নিলাম

এতদ্দ্বারা এই মর্মে নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর সংস্থান মোতাবেক দখল নেওয়া নিম্নবর্ণিত সম্পত্তিগুলি অনলাইন পদ্ধতিতে নিম্নোক্তমতো ই–নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে:
নিম্নলিখিত শর্ত ও নিয়মাবলি অনুসারে নিম্নলিখিত সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি ক্রয়ে আগ্রহী ক্রেতাদের থেকে দরপ্রস্তাব আমন্ত্রণ করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ক) সুরক্ষিত ঋণদাতার নাম ও ঠিকানা খ) ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ বন্ধকদাতার নাম ও ঠিকানা	ক) দায় (তৎসহ বকেয়া সুদ) খ) ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) ১৩(৪) ধারাধীনে দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ	সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	ক) সংরক্ষণ মূল্য খ) ইএমডি গ) বিড বাড়ানোর মূল্য ঘ) যোগাযোগের ব্যক্তি, শাখার নাম ও রিজিওনাল অফিস ঙ) ইএমডি জমার অ্যাকাউন্ট
১.	ক) **কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ** ৫ নং ফ্লোর, বেলস হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা– ৭০০০১৬ খ) **মেসার্স সূর্য বিল্ডারস অ্যান্ড পিসিসি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (ঋণগ্রহীতা) প্রোপ্রাইটর: মিঃ সমিত বসাক** গ্রাম– বাদসনকইর, পোঃঅঃ– বানিয়াল, থানা– তপন, দক্ষিণ দিনাজপুর, বালুরঘাট, পশ্চিমবঙ্গ–৭৩৩১৫৮ **মেসার্স ন্যাশনাল নার্সারি অ্যান্ড হর্টিকালচার ফার্ম (ঋণগ্রহীতা) প্রোপ্রাইটর: মিঃ সমিত বসাক** পোঃঅঃ– বানিয়াল, গ্রাম– বাদসনকইর, থানা– তপন, দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ–৭৩৩১২৭ **মিঃ সমিত বসাক (প্রোপ্রাইটর/ বন্ধকদাতা)** গ্রাম– বাদসনকইর বানিয়াল, বাদসনকইর, থানা– তপন, দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ–৭৩৩১২৭ **মিসেস রূপা বসাক (সহ–ঋণগ্রহীতা)** স্বামী– মিঃ সমিত বসাক গ্রাম– বাদসনকইর বানিয়াল, বাদসনকইর, থানা– তপন, দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ–৭৩৩১২৭	ক) **₹১,৬৮,৩২,০০৫.৩১** (এক কোটি আটষট্টি লক্ষ বত্রিশ হাজার পাঁচ টাকা একত্রিশ পয়সা মাত্র), তৎসহ ০১.১১.২০২৬ পরবর্তীতে প্রযোজ্য সুদ ও চার্জ খ) ১৮.০৩.২০২৬ গ) ০৯.০৬.২০২৬	**সম্পত্তি নং ১:** ছাউনি দেওয়া দোতলা বাড়ি সমেত সামান্য কমবেশি ২০ ডেসিমেল জমি নিয়ে গঠিত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– কাঞ্জিয়ালশি, জে এল নং ৪৬, খতিয়ান নং– সাবেক ১১৬, হাল এল আর ২৬৯, আর এস এবং এল আর প্লট নং ৩২, গ্রাম– বাদসনকইর, থানা– তপন, জেলা– দক্ষিণ দিনাজপুর, **সম্পত্তির স্বত্বধারক: শ্রী সমিত বসাক। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর– বিক্রেতার জমি; দক্ষিণ– জিলা পরিষদের ১২ ফুট চওড়া পাকা রাস্তা; পূর্ব– পিনাকি বসাকের জমি; পশ্চিম– প্রসেনজিৎ বসাকের জমি। QR কোড **সম্পত্তি নং ২:** দোতলা বাড়ি সমেত সামান্য কমবেশি ১০ ডেসিমেল জমি নিয়ে গঠিত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– বাদসনকইর, জে এল নং ১১৭, খতিয়ান নং– ৪০৮, প্লট নং– আর এস ২৭৫ এবং এল আর ৩৩৮, গ্রাম– বাদসনকইর, থানা– তপন, জেলা– দক্ষিণ দিনাজপুর, **সম্পত্তির স্বত্বধারক: শ্রী সমিত বসাক। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর– নিশীথ ঘোষের জমি; দক্ষিণ– সুকুমল বণিক ও অন্যদের জমি; পূর্ব– সমিত বসাকের জমি; পশ্চিম– জিলা পরিষদের রাস্তা। QR কোড **সম্পত্তি নং ৩:** জি+২ তলা বাড়ি সমেত সামান্য কমবেশি ৫ ডেসিমেল জমি নিয়ে গঠিত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– বাদসনকইর, জে এল নং ১১৭, খতিয়ান নং– সাবেক ২৫৬, হাল এল আর ২৫৬/৫, আর এস প্লট নং ১৬৫, হাল এল আর প্লট নং ১৬৫, গ্রাম– বাদসনকইর, থানা– তপন, জেলা– দক্ষিণ দিনাজপুর, **সম্পত্তির স্বত্বধারক: শ্রী সমিত বসাক। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর– অতুল কৃষ্ণ বসাক ও অনুপ কৃষ্ণ বসাকের জমি; দক্ষিণ– পঞ্চায়েতি রাস্তা; পূর্ব– পঞ্চায়েতি রাস্তা; পশ্চিম– পুকুর। **[সম্পত্তিগুলি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	ক) **সম্পত্তি নং ১–এর ক্ষেত্রে:** ₹২৯,০০,০০০.০০ (উনত্রিশ লক্ষ টাকা মাত্র) **সম্পত্তি নং ২–এর ক্ষেত্রে:** ₹৫৩,৯৫,০০০.০০ (তিপান্ন লক্ষ পঁচানব্বই হাজার টাকা মাত্র) **সম্পত্তি নং ৩–এর ক্ষেত্রে:** ₹৯৩,৬৮,০০০.০০ (তিরানব্বই লক্ষ আটষট্টি হাজার টাকা মাত্র) খ) **সম্পত্তি নং ১–এর ক্ষেত্রে:** ₹২,৯০,০০০.০০ (দুই লক্ষ নব্বই হাজার টাকা মাত্র) **সম্পত্তি নং ২–এর ক্ষেত্রে:** ₹৫,৩৯,৫০০.০০ (পাঁচ লক্ষ উনচল্লিশ হাজার পাঁচশো টাকা মাত্র) **সম্পত্তি নং ৩–এর ক্ষেত্রে:** ₹৯,৩৬,৮০০.০০ (নয় লক্ষ ছত্রিশ হাজার আটশো টাকা মাত্র) গ) ₹৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) **যোগাযোগের ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, কানাড়া ব্যাঙ্ক, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা মোবাইল: ৯০৫১৮৮২৩৬৪** ঙ) **ইএমডি অর্থাঙ্ক বাবদ** **সম্পত্তি নং ১–এর ক্ষেত্রে ₹২,৯০,০০০.০০** **সম্পত্তি নং ২–এর ক্ষেত্রে ₹৫,৩৯,৫০০.০০** **সম্পত্তি নং ১–এর ক্ষেত্রে ₹৯,৩৬,৮০০.০০** **BAANKNET.COM পোর্টালে (https://baanknet.com/) উপলব্ধ ই–ওয়ালেটে যোগ করে জমা দিতে হবে**
২.	ক) **কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ** ৫ নং ফ্লোর, বেলস হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা– ৭০০০১৬ খ) **মিঃ সমিত বসাক (ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা)** গ্রাম– বাদসনকইর বানিয়াল, বাদসনকইর, থানা– তপন, দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ–৭৩৩১২৭ **মিসেস রূপা বসাক (সহ–ঋণগ্রহীতা)** স্বামী– মিঃ সমিত বসাক গ্রাম– বাদসনকইর বানিয়াল, বাদসনকইর, থানা– তপন, দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ–৭৩৩১২৭ **মেসার্স সূর্য বিল্ডারস অ্যান্ড পিসিসি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (ঋণগ্রহীতা) প্রোপ্রাইটর: মিঃ সমিত বসাক** গ্রাম– বাদসনকইর বানিয়াল, বাদসনকইর, থানা– তপন, দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ–৭৩৩১৫৮ **মেসার্স ন্যাশনাল নার্সারি অ্যান্ড হর্টিকালচার ফার্ম (ঋণগ্রহীতা) প্রোপ্রাইটর: মিঃ সমিত বসাক** পোঃঅঃ– বানিয়াল, গ্রাম– বাদসনকইর, থানা– তপন, দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ–৭৩৩১২৭	ক) **₹৭৬,৫১,৭৬৩.৫২** (ছিয়াত্তর লক্ষ একান্ন হাজার সাতশো তেষট্টি টাকা বাহান্ন পয়সা মাত্র), তৎসহ ০১.১১.২০২৬ পরবর্তীতে প্রযোজ্য সুদ ও চার্জ খ) ১৮.০৩.২০২৬ গ) ০৯.০৬.২০২৬	সামান্য কমবেশি ০.০৩৭৭ একর জমি ও বাড়ি নিয়ে গঠিত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– খাদিমপুর, প্লট নং– সাবেক ৬০, এল আর হাল প্লট নং ২৬৮, বর্তমান খতিয়ান নং– পুরনো এল আর ২৮২২, ৮৫৬০, বর্তমান এল আর ১১২০৩, ১১২০৪ ও ১১৪৮৪, জে এল নং ১১০, জেলা– দক্ষিণ দিনাজপুর, থানা– বালুরঘাট, সম্পত্তির স্বত্বধারক: শ্রী সমিত বসাক। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর– ৩০ ফুট চওড়া রাস্তা; দক্ষিণ– অনামিকা কুণ্ডুর জমি; পূর্ব– পুরসভার ১২ ফুট চওড়া রাস্তা; পশ্চিম– প্রয়াত হিমাদ্রি দে'র জমি। QR কোড **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	ক) ₹৭২,০০,০০০.০০ (বাহাত্তর লক্ষ টাকা মাত্র) খ) ₹৭,২০,০০০.০০ (সাত লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা মাত্র) গ) ₹৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) **যোগাযোগের ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, কানাড়া ব্যাঙ্ক, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা মোবাইল: ৯০৫১৮৮২৩৬৪** ঙ) **ইএমডি অর্থাঙ্ক বাবদ** ₹৭,২০,০০০.০০ **BAANKNET.COM পোর্টালে (https://baanknet.com/) উপলব্ধ ই–ওয়ালেটে যোগ করে জমা দিতে হবে**
৩.	ক) **কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ** ৫ নং ফ্লোর, বেলস হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা– ৭০০০১৬ খ) **মেসার্স রাধামাধব ট্রেডিং কোং (ঋণগ্রহীতা) প্রোপ্রাইটর: মিঃ বুবাই সাধুখাঁ** ৪০/সি, যশোর রোড, সাউথ বিল্ডিং সিটি হাইটস, ৩ নং ফ্লোর, রুম নং এ–৪০৩, ডাকবাংলো মোড়, বারাসত, কলকাতা–৭০০১২৪ **মিঃ বুবাই সাধুখাঁ** পোঃঅঃ– রাজীবপুর, থানা– অশোকনগর, পাগল যোগানন্দ আশ্রমের বিপরীতে, উত্তর ২৪ পরগনা, বারাসত, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭৪৩৭০২	ক) **₹১,১৩,৪৮,৯৫৯.০৩** (এক কোটি তেরো লক্ষ আটচল্লিশ হাজার নশো উনষাট টাকা তিন পয়সা মাত্র), তৎসহ ০১.১১.২০২৬ পরবর্তীতে প্রযোজ্য সুদ ও চার্জ খ) ০৫.০৫.২০২৬ গ) ২১.০৭.২০২৬	সামান্য কমবেশি ১০.৮৪ ডেসিমেল ডাঙ্গা/ বাস্তু জমিতে নির্মিত জি+১ তলবিশিষ্ট বিল্ডিংয়ের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: দাগ নং ১৪৭, খতিয়ান নং ১০৮৮, তৌজি নং ২০০৭, মৌজা– হাট নপাড়া, জে এল নং ১০০, থানা– অশোকনগর, দিগরা মল্লিকবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা। **সম্পত্তির স্বত্বধারক: মিঃ বুবাই সাধুখাঁ। সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর– সুভাষ কাহারের জমি; দক্ষিণ– ১০ ফুট চওড়া পাকা রাস্তা; পূর্ব– নিমাই ঘোষের জমি; পশ্চিম– মহাদেব সরকারের জমি। QR কোড **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	ক) ₹৮৬,০৫,০০০.০০ (ছিয়াশি লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা মাত্র) খ) ₹৮,৬০,৫০০.০০ (আট লক্ষ ষাট হাজার পাঁচশো টাকা মাত্র) গ) ₹৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) **যোগাযোগের ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, কানাড়া ব্যাঙ্ক, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা মোবাইল: ৯০৫১৮৮২৩৬৪** ঙ) **ইএমডি অর্থাঙ্ক বাবদ** ₹৮,৬০,৫০০.০০ **BAANKNET.COM পোর্টালে (https://baanknet.com/) উপলব্ধ ই–ওয়ালেটে যোগ করে জমা দিতে হবে**
৪.	ক) **কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ** ৫ নং ফ্লোর, বেলস হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা– ৭০০০১৬ খ) **শ্রী সঞ্জয় কর্মকার (ঋণগ্রহীতা / বন্ধকদাতা)** পিতা– শিশির কর্মকার, দক্ষিণ ভাতরা, পোঃঅঃ– মাধাইপুর, জেলা– মালদা, পশ্চিমবঙ্গ–৭৩২১৪২ বিকল্প ঠিকানা: গ্রাম ও পোঃঅঃ– কদমতলা, থানা– কালিয়াচক, জেলা– মালদা, পশ্চিমবঙ্গ–৭৩২১৪২ **শ্রীমতী কাকলি মল্লিক কর্মকার (বন্ধকদাতা / জামিনদার)** স্বামী– সঞ্জয় কর্মকার কৃষ্ণপল্লী বাঁধ রোড, ওয়ার্ড নং ০৩, পোঃঅঃ– মালদা, থানা– ইংলিশ বাজার, জেলা– মালদা, পশ্চিমবঙ্গ–৭৩২১৪২ বিকল্প ঠিকানা: গ্রাম ও পোঃঅঃ– কদমতলা, থানা– কালিয়াচক, জেলা– মালদা, পশ্চিমবঙ্গ–৭৩২১৪২ **মেসার্স দরিদ্র ভঞ্জন পেপার প্লেট ম্যানুফ্যাকচারার (ঋণগ্রহীতা) প্রোপ্রাইটর: সঞ্জয় কর্মকার** কৃষ্ণপল্লী বাঁধ রোড, ওয়ার্ড নং ০৩, পোঃঅঃ– মালদা, থানা– ইংলিশ বাজার, জেলা– মালদা, পশ্চিমবঙ্গ–৭৩২১৪২	ক) **₹৯৫,৩২,৮৪৯.৮১** (পঁচানব্বই লক্ষ বত্রিশ হাজার আটশো উনপঞ্চাশ টাকা একাশি পয়সা মাত্র), তৎসহ ০১.১১.২০২৬ পরবর্তীতে প্রযোজ্য সুদ ও চার্জ খ) ০৭.০৩.২০২৫ গ) ২৩.০৫.২০২৫	সামান্য কমবেশি ০.১৬ একর মাপের জমি ও বাড়ি নিয়ে গঠিত সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– দক্ষিণ ভাতরা, জে এল নং ১১৪, থানা– মালদা, জেলা– মালদা, পিন–৭৩২১৪২, পশ্চিমবঙ্গ, **সম্পত্তির স্বত্বধারক: শ্রী সঞ্জয় কর্মকার ও শ্রীমতী কাকলি মল্লিক কর্মকার।** QR কোড **এল আর খতিয়ান নং / এল আর প্লট নং / প্রকৃতি / পরিমাপ** ৯১২ / ২৩১ / বাস্তু / ০.০৪ একর ৯১২ / ২৩১ / কারখানা / ০.০৪ একর ৯১৩ / ২৩১ / বাস্তু / ০.০৮ একর মোট ০.১৬ একর **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর– নাজিয়া বেওয়ার বাড়ি; দক্ষিণ– রাজেন রায়ের বাড়ি; পূর্ব– রাস্তা; পশ্চিম– লিপু মাহালদারের ফাঁকা জমি। [সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]	ক) ₹৩৬,৫৫,০০০.০০ (ছত্রিশ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার টাকা মাত্র) খ) ₹৩,৬৫,৫০০.০০ (তিন লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার পাঁচশো টাকা মাত্র) গ) ₹৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) **যোগাযোগের ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, কানাড়া ব্যাঙ্ক, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা মোবাইল: ৯০৫১৮৮২৩৬৪** ঙ) **ইএমডি অর্থাঙ্ক বাবদ** ₹৩,৬৫,৫০০.০০ **BAANKNET.COM পোর্টালে (https://baanknet.com/) উপলব্ধ ই–ওয়ালেটে যোগ করে জমা দিতে হবে**
৫.	ক) **কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ** ৫ নং ফ্লোর, বেলস হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা– ৭০০০১৬ খ) **ঋণগ্রহীতা:** **মেসার্স স্ট্যান্ডার্ড লেদার প্রাইভেট লিমিটেড** ৮২সি, মঠেশ্বরতলা রোড, কলকাতা–৭০০০৪৬ **মমতাজ জাহিদ (ডিরেক্টর)** ৯এ, তালবাগান লেন, কলকাতা–৭০০০১৭ **মহম্মদ জাহিদ (ডিরেক্টর ও বন্ধকদাতা)** পিতা– প্রয়াত মহঃ কাসিম ৯এ, তালবাগান লেন, সার্কাস অ্যাভিনিউ, কলকাতা–৭০০০১৭	ক) **₹৩,৪৪,৩৭,৫৩৯.৩৭** (তিন কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ সাঁইত্রিশ হাজার পাঁচশো উনচল্লিশ টাকা সাঁইত্রিশ পয়সা মাত্র), তৎসহ ০১.১১.২০২৬ পরবর্তীতে প্রযোজ্য সুদ ও চার্জ খ) ১৩.০৫.২০২৬ গ) ১৩.০৮.২০২৬	সামান্য কমবেশি ৫৬০০.১৩১ বর্গমিটার জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: সিএলসি প্লট নং– জোন ৬/৫৬১, মৌজা– গঙ্গাপুর, সি এস এবং আর এস প্লট নং ৬৮২ (অংশ), ০২১৭ অংশভাগে ইজারায় দেওয়া ১.৩৮৪ একরের আর এস প্লট, জে এল নং ৩৫, থানা– কলকাতা লেদার কমপ্লেক্স (পূর্বতন– ভাঙ্গড়), জেলা– দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর– ১৫ মিটার চওড়া রাস্তা; দক্ষিণ– সিএলসি প্লট নং জেড–৬/৫৬৬ (অংশ) এবং ৫৬৭ (অংশ); পূর্ব– সিএলসি প্লট নং জেড–৬/৫৬২; পশ্চিম– ৩০ মিটার চওড়া রাস্তা। QR কোড **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	ক) ₹৬,১৭,০৩,০০০.০০ (ছয় কোটি সতেরো লক্ষ তিন হাজার টাকা মাত্র) খ) ₹৬১,৭০,৩০০.০০ (একষট্টি লক্ষ সত্তর হাজার তিনশো টাকা মাত্র) গ) ₹১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ টাকা মাত্র) ঘ) **যোগাযোগের ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, কানাড়া ব্যাঙ্ক, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা মোবাইল: ৯০৫১৮৮২৩৬৪** ঙ) **ইএমডি অর্থাঙ্ক বাবদ** ₹৬১,৭০,৩০০.০০ **BAANKNET.COM পোর্টালে (https://baanknet.com/) উপলব্ধ ই–ওয়ালেটে যোগ করে জমা দিতে হবে**
৬.	ক) **কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ** ৫ নং ফ্লোর, বেলস হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা– ৭০০০১৬ খ) **ঋণগ্রহীতা: শ্রী সুমন দাস** পিতা– শ্রী শৈলেন দাস গ্রাম– গাজিপুর, পোঃঅঃ– কঙ্কনবেড়িয়া, থানা– বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ– ৭০০১০৪ **শ্রী শৈলেন দাস (জামিনদার)** পিতা– শ্রী বৈদ্য নাথ দাস গ্রাম– গাজিপুর, পোঃঅঃ– কঙ্কনবেড়িয়া, থানা– বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ– ৭০০১০৪	ক) **₹৬৬,৫৪,৮০০.৪৪** (ছেষট্টি লক্ষ চুয়ান্ন হাজার আটশো টাকা চুয়াল্লিশ পয়সা মাত্র), তৎসহ ০১.১১.২০২৬ পরবর্তীতে প্রযোজ্য সুদ ও চার্জ খ) ০৪.০৪.২০২৬ গ) ১৯.০৬.২০২৬	যাবতীয় এজমালি অধিকার, স্বত্ব ও স্বার্থ সমেত মোট প্রায় ৩৪৩৮ বর্গফুট কভার্ড এরিয়া বিশিষ্ট ও টাইলসের মেঝে দেওয়া তিনতলা (জি+২) আবাসবাড়ি [গ্রাউন্ড ফ্লোরের মাপ ১০২০ বর্গফুট, ফার্স্ট ফ্লোর ১২০৯ বর্গফুট, ২ নং ফ্লোর ১২০৯ বর্গফুট মিলিয়ে] সমেত সামান্য কমবেশি ৫.২৯ ডেসিমেল (১২৭ ডেসিমেলের মধ্যে) বাস্তু জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: আর এস এবং এল আর দাগ নং ৭৩২৭, আর এস খতিয়ান নং ১১২৪, এল আর খতিয়ান নং ১০৬৮৯, মৌজা– নহাজারি, জে এল নং ১৪, পরগনা– বালিয়া, তৌজি নং ৩৫২, রে সা নং ৯১, নহাজারি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত, থানা এবং এডিএসআর অফিস– বিষ্ণুপুর, জেলা– দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন–৭০০১০৪। **দলিল অনুযায়ী সম্পত্তির চৌহদ্দি:** উত্তর– ১৬ ফুট চওড়া চলাচলের পথ; দক্ষিণ– আর এস এবং এল আর দাগ নং ৭৩২৭–এর অংশ; পূর্ব– আর এস এবং এল আর দাগ নং ৭৩২৭–এর অংশ; পশ্চিম– আর এস এবং এল আর দাগ নং ৭৩২৭–এর অংশ। বাস্তবিক পরিদর্শন অনুযায়ী সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তর– ১৬ ফুট চওড়া চলাচলের রাস্তা; দক্ষিণ– রাম লতিফ নস্করের ফাঁকা জমি; পূর্ব– নির্মল রায়ের ফাঁকা জমি; পশ্চিম– শ্যামল দাসের বাড়ি। QR কোড **[সম্পত্তিটি ব্যাঙ্কের প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	ক) ₹৬২,৯৬,০০০.০০ (বাষট্টি লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার টাকা মাত্র) খ) ₹৬,২৯,৬০০.০০ (ছয় লক্ষ উনত্রিশ হাজার ছশো টাকা মাত্র) গ) ₹৫০,০০০.০০ **(পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)** ঘ) **যোগাযোগের ব্যক্তি: চিফ ম্যানেজার, কানাড়া ব্যাঙ্ক, এআরএম ব্রাঞ্চ কলকাতা মোবাইল: ৯০৫১৮৮২৩৬৪** ঙ) **ইএমডি অর্থাঙ্ক বাবদ** ₹৬,২৯,৬০০.০০ **BAANKNET.COM পোর্টালে (https://baanknet.com/) উপলব্ধ ই–ওয়ালেটে যোগ করে জমা দিতে হবে**
৭.	ক) **কানাড়া ব্যাঙ্ক, অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ** ৫ নং ফ্লোর, বেলস হাউস, ২১, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা– ৭০০০১৬ খ) **ঋণগ্রহীতা: মেসার্স ওয়াইন অ্যান্ড উইকএন্ড মহাকাল শক্তি লিকার মার্চেন্ট প্রোপ্রাইটর: মিসেস সোমা দে** বিষ্ণুপুর, পাড়া– ধানকল, পোঃঅঃ ও থানা– বিষ্ণুপুর, জেলা– দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন–৭৪৩৫০৩ **মিসেস সোমা দে (প্রোপ্রাইটর)** পিতা– মিঃ হারাধন দে ১০এ, গিরিশ মুখার্জি রোড, ভবানীপুর, কলকাতা–৭০০০২৫ **মিঃ অমিত দে (জামিনদার)** পিতা– মিঃ হারাধন দে ১০এ, গিরিশ মুখার্জি রোড, ভবানীপুর, কলকাতা–৭০০০২৫	ক) **₹১,৪১,৪৩,১৭৪.৫৩** (এক কোটি একচল্লিশ লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার একশো চুয়াত্তর টাকা তিপান্ন পয়সা মাত্র), তৎসহ ০১.১১.২০২৬ পরবর্তীতে প্রযোজ্য সুদ ও চার্জ খ) ২৪.১১.২০২৫ গ) ০৮.০৯.২০২৬	সামান্য কমবেশি ১৮ শতক/ ডেসিমেল 'বাস্তু' জমিতে নির্মিত ও 'সাউথ ফোর্ট' নামে সাধারণভাবে পরিচিত প্রেমিসেসের ফার্স্ট ফ্লোরে মার্বেলের মেঝে দেওয়া সামান্য কমবেশি ৬৩৯ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ বাণিজ্যিক স্পেস/ গোডাউনের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– বিষ্ণুপুর, জে এল নং ৩০, আর এস নং ১৫৩, তৌজি নং ১, পরগনা– মাগুরা, বর্তমানে বিষ্ণুপুর ১ নং ব্লক, আর এস/ এল আর দাগ নং ১৭৪৬, আর এস খতিয়ান নং ৫৩১, এল আর খতিয়ান নং ৩৩০২ ও ৩৩০৩, পশ্চিম বিষ্ণুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত, অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রি অফিস– বিষ্ণুপুর, ডিস্ট্রিক্ট রেজিস্ট্রেশন অফিস– আলিপুর, ২৪ পরগনা (দক্ষিণ)। **সম্পত্তির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর– যৌথ সিঁড়ি ও লিফ্‌ট; দক্ষিণ– ২০ ফুট চওড়া চলাচলের পরিসর; পূর্ব– ফ্ল্যাট নং 'ডি–২'; পশ্চিম– ২০ ফুট চওড়া চলাচলের পরিসর। **এবং** সামান্য কমবেশি ২৬ শতক/ ডেসিমেল 'বাস্তু' জমিতে নির্মিত ও 'সাউথ ফোর্ট' নামে সাধারণভাবে পরিচিত প্রেমিসেসের গ্রাউন্ড ফ্লোরে মার্বেলের মেঝে দেওয়া সামান্য কমবেশি ২৭১ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ শপ রুম/ বাণিজ্যিক স্পেস এবং ওই বিল্ডিংয়েরই ফার্স্ট ফ্লোরে মার্বেলের মেঝে দেওয়া সামান্য কমবেশি ২৮২ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ শপ রুম/ বাণিজ্যিক স্পেসের (মোট এরিয়া– ৫৫৩ বর্গফুট) অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: এনএইচ–১১৭–এর সামনে, আর এস/ এল আর দাগ নং ১৭৪৬ ও ১৭৯৬, আর এস/ এল আর খতিয়ান নং ২৬০৪ ও ২৬৩২, মৌজা– বিষ্ণুপুর, জে এল নং ৩০, আর এস নং ১৫, ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টরেট তৌজি নং ৪৬বি১ ও ৩১৯বি১, পশ্চিম বিষ্ণুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত, থানা– বিষ্ণুপুর, অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রি অফিস– বিষ্ণুপুর, ডিস্ট্রিক্ট রেজিস্ট্রেশন অফিস– আলিপুর, জেলা– দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **সম্পত্তির চৌহদ্

> দেশের হয়ে সাদা বলের ক্রিকেটে সুযোগ পাওয়ার কথা ভাবিনি। ভেবেছিলাম, লাল বলে আগে সুযোগ পাব। নিজের দক্ষতা প্রমাণের যে সুযোগ পাচ্ছি, তা কাজে লাগাতে চাই **আকিব নবি**

স্টার্ক মিথ্যে বলছে, খোয়াজাকে তোপ ফ্যানির

দেবাশিস দত্ত

নাটের গুরু ছিলেন তিনজন। স্টিভ স্মিথ, ডেভিড ওয়ার্নার এবং ক্যামেরন ব্যানক্রফট। এই তিনজন বলের চামড়া তোলার অভিনব পদ্ধতি দেখিয়েছিলেন ক্রিকেট দুনিয়াকে, সিরিশ কাগজ ব্যবহার করে। এটুকু পর্যন্ত সবাই জানেন। কিন্তু আত্মজীবনীতে অস্ট্রেলিয়া দলের প্রাক্তন ওপেনার ওসমান খোয়াজা দাবি করেছেন, শুধু এই তিনজন নয়, গোটা দল জানত পুরো ঘটনা। অথচ মিচেল স্টার্ক দাবি করেছেন, গোটা দল জানত না ওই অপকর্মের কথা! চাপান-উতোর চলছে। যে ভদ্রলোক এই বিতর্ককে সামনে আনার সাহস দেখিয়েছিলেন, দক্ষিণ আফ্রিকার সেই প্রাক্তন জোরে বোলার ফ্যানি ডিভিলিয়ার্স বলছেন, 'অবশ্যই গোটা দল জানত। না হলে এমন আত্মবিশ্বাসী হয়ে বলের চামড়া তোলার কাজে মন দেওয়া সম্ভব হত না। তবে একই সঙ্গে বলব, খোয়াজা কেন এখন আবার ওই বিতর্কটা তুলে আনতে চাইছে? তিন অপরাধীকে শাস্তি দেওয়ার পালা শেষ। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া জানিয়েছে, এই বিতর্ক নিয়ে আর জলঘোলা চাইছে না। তা হলে খোয়াজা কী পেতে চাইছে?'



এবার দেখা যাক, ফ্যানি কীভাবে ধারাভাষ্য দিতে দিতে বলের চামড়া তোলার অপকর্মের বিষয়ে গোটা পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। বৃহস্পতিবার সকালে তাঁর প্রিটোরিয়ার বাড়িতে বসে ফ্যানি বললেন, '২০ ওভারের পর থেকেই কেপ টাউনের মাঠে বল অস্বাভাবিক ভাবে রিভার্স সুইং করছিল। আমার সন্দেহ হচ্ছিল, কারণ ঘাসে মোড়া ছিল আউটফিল্ড। ঘাসে ঢাকা উইকেটে ২০ ওভারের পুরনো বলে এতটা রিভার্স সুইং হওয়া ছিল অসম্ভব। ওই সন্দেহ থেকেই আমি ক্রিকেটারদের ওপর নজর রাখতে গিয়ে দেখি, ওই তিন ফিল্ডার নিজস্ব কায়দায় বলের চামড়া তুলছিল, সিরিশ কাগজ ব্যবহার করে। যা রাখা ছিল অন্তর্বাসের ভেতর। মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে আমি প্রোডিউসারকে বলেছিলাম ক্যামেরাম্যানদের সতর্ক করতে। অবশেষে খোঁজ করতে ক্যামেরাম্যানরা বুঝিয়ে দেন, কীভাবে নিঃশব্দে চামড়া তোলার পর্ব চলছিল। আম্পায়ারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। তারপরেই বোঝা যায় যে, অসাধু উপায়ে রিভার্স সুইং করানোর জন্য সিরিশ কাগজ ব্যবহার করা হচ্ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন জোরে বোলার হিসেবে আমি জানতাম, কেপ টাউনের মাঠে ২০ ওভারের পুরনো বলে এতটা রিভার্স সুইং হওয়া সম্ভব নয়। এ কারণেই শোরগোল করতে পেরেছিলাম। তবে ক্যামেরাম্যানরা যেভাবে নিজেদের লেন্স তাক করে ওই তিনজনের অপকর্মে আলো ফেলতে পেরেছিলেন, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা অভিযোগ করার সময় সন্দেহ প্রকাশ করেছিলাম, এই পর্যন্ত। কিন্তু ক্যামেরাম্যানরাই অপরাধীদের ধরিয়ে দিতে পেরেছিলেন।'

এখন অবশ্য ফ্যানি একেবারেই এসব নিয়ে হইচই করতে চান না। বললেন, 'নতুন কি কিছু পাওয়া যাবে? যা হওয়ার হয়ে গেছে। তবে এই ঘটনার পর শিক্ষা নিয়েছে ক্রিকেট দুনিয়া। আম্পায়ারদের অনেক কঠোর হতে বলা হয়েছে। এগুলোই প্রাপ্তি। তাই বারবার বলছি, মিচেল স্টার্করা যতই না বলুক, খোয়াজা ঠিক কথা বলেছে। কিন্তু এবার খোয়াজাকে থামতে হবে। কারণ, এই বিতর্ক থেকে প্রাপ্তির ঘরে আর কিছু থাকবে না।'

কমিটিতে তিন বিধায়ক

■ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের একাধিক কমিটিতে বড়সড় রদবদলের সাক্ষী থাকল বঙ্গ ক্রিকেট। সংস্থার চারটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটিতে জায়গা পেয়েছেন বিজেপি বিধায়ক ও নেতারা। ফিনান্স কমিটিতে জায়গা করে নিয়েছেন বিধায়ক রীতেশ তেওয়ারি। ট্যুর অ্যান্ড ফিক্সচার কমিটিতে এলেন বরানগরের বিধায়ক সজল ঘোষ। গ্রাউন্ড কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন উত্তর দমদমের বিধায়ক সৌরভ শিকদার এবং বিজেপি নেতা তমোঘ্ন ঘোষ। স্কুল কমিটিতে রাখা হয়েছে দক্ষিণ কলকাতার বিজেপি সভাপতি অনুপম ভট্টাচার্যকে।

সিএবি-র এজিএমে তাঁদের উপস্থিতির পর থেকেই জল্পনা ছিল। অবশ্য কোনও কমিটির চেয়ারম্যান পদেই তাঁদের কাউকে রাখা হয়নি।

বঁক অঁফ় বড়ৌদা Bank of Baroda

ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ শাখা

৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা-৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত। ফোন: ২২৩১ ৪৪৬৭, ২২৩০ ৬০৭৬ / ৮৬৪৫, ই-মেল: indiae@bankofbaroda.co.in

মোটরগাড়ি ই-নিলামের নোটিস

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর প্রতি এই নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ দ্বারা সম্পাদিত রেহানাবন্ধন / ঋণচুক্তির অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টের প্রেক্ষিতে ব্যাঙ্কের পাওনা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ব্যাঙ্ক দ্বারা পুনরায় দখল নেওয়া / ক্রোক করা গাড়ি 'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে' ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ গাড়ি/ বকেয়া অর্থাঙ্ক/ সংরক্ষণ মূল্য/ ই-নিলামের তারিখ ও সময়, বায়না জমা (ইএমডি) এবং বিড বাড়ানোর মূল্য ইত্যাদি তথ্যাবলি এখানে নীচে উল্লেখ করা হয়েছে:

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা(গণ) / জামিনদার-এর নাম ও ঠিকানা	মোট বকেয়া	গাড়ির নির্মাতা, মডেল এবং আরটিও রেজিস্ট্রেশন নম্বর	১. ই-নিলামের তারিখ, ই-নিলাম শুরু ও শেষের সময়সীমা ২. বিড জমার শেষ তারিখ ও সময়	১. সংরক্ষণ মূল্য ২. বায়না জমা (ইএমডি) ৩. বিড বাড়ানোর মূল্য	ইএমডি জমার অ্যাকাউন্ট নম্বর, আইএফএস কোড, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা শাখার নাম	গাড়ি / চলতি পরিসম্পদ পরিদর্শনের তারিখ ও সময়
১	মিসেস বুশরা তৈয়াবা ঠিকানা: প্রযত্নে- মহঃ ওয়াকার আহমেদ, ৭/২বি, হরষি স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৯	₹ ১০,৯৩,৮৫৬/- তৎসহ ০২.০১.২০২৬ থেকে প্রযোজ্য সুদ	টাটা টিগর এক্সপ্রেস-টি / ইভি রেজিস্ট্রেশন নম্বর WB 01BC 1799	১) ২৬.১১.২০২৬ দুপুর ২টো থেকে সন্ধে ৬টা ২) ২৬.১১.২০২৬ সন্ধে ৬টা পর্যন্ত	₹৭.২০ লক্ষ* (তৎসহ প্রযোজ্য জিএসটি) ₹৭২,০০০.০০ ₹১০,০০০.০০	Baanknet.com ই-ওয়ালেট	যে কোনও কাজের দিনে (আগাম যোগাযোগ করে আসবেন) সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে

বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক https://www.baanknet.com ওয়েবসাইট দেখুন। সম্ভাব্য বিডাররা মিঃ বিজয় শঙ্কর ঝা-এর সঙ্গে এই মোবাইল নম্বরেও যোগাযোগ করতে পারেন: ৭৯০৩৭১১৭৩১।

স্থান: ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ, কলকাতা
তারিখ: ১৩.১১.২০২৬

(বিজয় শঙ্কর ঝা) এজিএম এবং ব্রাঞ্চ হেড
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ শাখা

গৃহম হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: ফ্লোর নং ৬, 'বি' বিল্ডিং, গঙ্গা ট্রুনো, লোহেগাঁও, পুণে, মহারাষ্ট্র-৪১১০১৪ ব্রাঞ্চ অফিস ইউনিট: ফার্স্ট ফ্লোর, সানশাইন প্লাজা, শ্রীনিকেতন রোড, জামবনি টোল প্লাজার নিকটে, বোলপুর, বীরভূম-৭৩১ ২০৪, পশ্চিমবঙ্গ

ই-নিলাম-বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সারফায়েসি অ্যাক্টের অধীনে সুরক্ষিত স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রয়

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ ('অ্যাক্ট') অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)-এর প্রতি এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, গৃহম হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড (উক্ত অ্যাক্ট অনুসারে এখানে এর পরে 'সুরক্ষিত ঋণদাতা' হিসেবে উল্লিখিত)-এর কাছে বন্ধক রাখা নিম্নবর্ণিত সম্পত্তিগুলি, যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯-সহ পঠনীয় সারফায়েসি অ্যাক্টের ১৩(১২) ধারাধীনে সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক উক্ত অ্যাক্টের ১৩(২) ধারাধীনে জারিকৃত বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে দখল নিয়েছেন।
সুরক্ষিত এই পরিসম্পদগুলি ৩০.১১.২০২৬ তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে' ভিত্তিতে ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে। এতদ্দ্বারা জনসাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে, https://www.bankeauctions.com ওয়েবসাইটে দেওয়া ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে প্রকাশ্য নিলাম পরিচালিত হবে। বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য, অনুগ্রহপূর্বক জিএইচএফএল/ সুরক্ষিত ঋণদাতার ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.grihumhousing.com দেখুন।

ক্রম নং	প্রোপোজাল নম্বর গ্রাহকের নাম {A}	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ এবং বকেয়া অর্থাঙ্ক {B}	দখলের প্রকৃতি {C}	সম্পত্তির বিবরণ {D}	সংরক্ষণ মূল্য {E}	ইএমডি (সংরক্ষণ মূল্যের ১০%) {F}	ইএমডি জমার শেষ তারিখ {G}	বিড বাড়ানোর মূল্য {H}	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময় {I}	নিলামের তারিখ ও সময় {J}	জানা দায়/ আদালতের মামলা (যদি থাকে) {K}
১	লোন অ্যাকাউন্ট নং: LAP05742000000005913311 প্রীতিলতা দে (ঋণগ্রহীতা) দিনবন্ধু দে (সহ-ঋণগ্রহীতা) উজ্জ্বল দে	নোটিসের তারিখ: ১১.১১.২০২৫ মোট বকেয়া: ₹১৬,১৬,৫৯৫/- (ষোল লক্ষ ষোল হাজার পাঁচশো পঁচানব্বই টাকা মাত্র), ১১.১১.২০২৫ অনুযায়ী প্রদেয় তৎসহ আদায়ের তারিখ পর্যন্ত বার্ষিক ১৭.৩৫% হারে সুদ	বাস্তবিক	৩.২৬ ডেসিমেল জমির সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, ২০২০ সালের দলিল নং ২৮৮৫ ও ২০১২ সালের দলিল নং ১৭৯১, শ্রেণী বাস্তু, মৌজা আটকুলা, জে এল নং ১১২, এল আর খতিয়ান নং ১৭৬৯, আর এস ও এল আর প্লট নং ১৫৫০, থানা নানুর, জেলা বীরভূম।	₹১৩,৪০,১০৮.০০/- (তেরো লক্ষ চল্লিশ হাজার একশো আট টাকা মাত্র)	₹১,৩৪,০১০.৮০/- (এক লক্ষ চোত্রিশ হাজার দশ টাকা ও আশি পয়সা মাত্র)	২৭.১১.২০২৬ বিকেল ৫টার পূর্বে	₹১০,০০০/-	২৩.১১.২০২৬ (সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা)	৩০.১১.২০২৬ (সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো)	শূন্য

নিজেদের বিড জমা দেওয়ার আগে সুরক্ষিত ঋণদাতার শাখায় এসে নিলামে তোলা সম্পত্তিগুলি পরিদর্শন করে নিজস্ব অনুসন্ধান চালিয়ে সম্পত্তি সংক্রান্ত অতিরিক্ত চার্জ, দায়ভার ও অন্যান্য তৃতীয় পক্ষের স্বার্থ সম্পর্কে জেনে নিজে সন্তুষ্ট হয়ে নেওয়ার জন্য আগ্রহী বিডার/ক্রেতাদের প্রতি পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সম্পত্তির ওপর নির্ধারিত সম্পত্তি কর, বকেয়া বিদ্যুৎ বিল/ জল কর ও অন্যান্য বিধিবদ্ধ বকেয়া সফল বিডারকেই প্রদান করতে হবে।
যথেষ্ট সময় হাতে থাকতেই সম্পর্কিত পোর্টালে আগ্রহী বিডারদের নাম রেজিস্টার করিয়ে নিতে হবে এবং ই-বিডিংয়ের জন্য বাধ্যতামূলক লগইন আইডি ও পাসওয়ার্ড নিলামের সার্ভিস প্রোভাইডার সিং ইন্ডিয়া প্রাঃ লিঃ, ঠিকানা: প্লট নং ৬৮, ফ্লোর নং ৩, গুড়গাঁও, হরিয়ানা-১২২০০৩, হেল্পলাইন নম্বর: ৭২৯১৮৮১২৪, ২৫, ২৬, সাপোর্ট ই-মেল আইডি: Support@bankeauctions.com, যোগাযোগের ব্যক্তি: ধরণী পি, ই-মেল আইডি: dharani.p@c1india.com, যোগাযোগের নম্বর: ৯৯৪৮১৮২২২২-এর থেকে সংগ্রহ করে নিতে হবে। অনুগ্রহপূর্বক খেয়াল রাখবেন, আগ্রহী বিডাররা কেবলমাত্র এঁদের থেকেই ই-নিলামের অনলাইন প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন। ২৭.১১.২০২৬ বা তার আগে আগ্রহী ক্রেতা/বিডাররা বায়না অর্থাঙ্ক (ইএমডি) যে কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত বা তফসিলভুক্ত ব্যাঙ্ক থেকে এনইএফটি/ আরটিজিএস/ ডিমান্ড ড্রাফ্ট রূপে 'Grihum Housing Finance Limited- Auction Proceeds A/c' ব্যাঙ্কের নাম: আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড; অ্যাকাউন্ট নম্বর: 091551000028; আইএফএস কোড: ICIC0000915, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, পঞ্চশীল টেক পার্ক, গণপতি চকের কাছে, ৪৩/৪৪, বিমান নগর-৪১১০১৪)-এর অনুকূলে জমা দিয়ে https://www.bankeauctions.com ওয়েবসাইটে নিজেদের নাম রেজিস্টার করবেন এবং সার্ভিস প্রোভাইডারের থেকে বিনামূল্যে ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড সংগ্রহ করে নেবেন। ওপরে লেখা ওয়েবসাইটে নিজেদের নাম রেজিস্ট্রেশনের পরে আগ্রহী ক্রেতা/বিডাররা নিম্নলিখিত আপলোড করা নথিগুলি ই-মেলের মাধ্যমে প্রেরণ করবেন এবং এগুলির স্ব-স্বাক্ষরিত মুদ্রিত প্রতিলিপি জমা দেবেন এই ঠিকানায়: ফার্স্ট ফ্লোর, সানশাইন প্লাজা, শ্রীনিকেতন রোড, জামবনি টোল প্লাজার নিকটে, বোলপুর, বীরভূম-৭৩১ ২০৪, পশ্চিমবঙ্গ, মোবাইল: +৯১-৮২৮১১৩৮১৪৩, ই-মেল আইডি: p.adith@grihumhousing.com। শর্ত ও নিয়মাবলি বিশদে জানতে এবং ই-নিলামে অংশ নিতে অনুগ্রহপূর্বক https://www.bankeauctions.com এবং www.grihumhousing.com দেখুন।
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) অধীনে সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)-এর প্রতি এই নোটিসটি ১৫ (পনেরো) দিনের নোটিস হিসেবেও বিবেচনা করতে হবে।

ইংরেজি সংবাদপত্র ও আঞ্চলিক ভাষার সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তুর মধ্যে কোনও ফারাক পরিলক্ষিত হলে বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড সংবাদপত্রে ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের ভাষ্য সঠিক রূপে বিবেচিত হবে।

তারিখ: ১৩.১১.২০২৬
স্থান: কলকাতা

স্বাঃ- অনুমোদিত আধিকারিক,
গৃহম হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড



নিউজিল্যান্ডের ন্যান্ডো পিনিরের শট রুখছেন বিশাল কাইথ। ছবি: এক্স

কাঁপল রক্ষণ, লজ্জার পাঁচ গোল হজম ভারতের

ভারত ০

নিউজিল্যান্ড ৫
র‍্যান্ডাল ২, বিজয় আত্মঘাতী, ক্রিস, বেলিস

আজকালের প্রতিবেদন

উরুগুয়ে ম্যাচটা ভারত শেষ করেছিল ৬ গোল হজম করে। মাস বদলালেও, ভারতীয় ফুটবলের হাল আর বদলাল না। অকল্যান্ডে বৃহস্পতিবার নিউজিল্যান্ডের কাছে প্রীতি ম্যাচে ভারত পাঁচ গোল খেল। গোলরক্ষক বিশাল কাইথ পেনাল্টি-সহ কয়েকটি নিশ্চিত গোল না বাঁচালে আর নিউজিল্যান্ড বেশ কিছু সহজ সুযোগ নষ্ট না করলে, ব্যবধান কী হত বলা মুশকিল।

ফেডারেশন জানিয়েছিল বিশ্বকাপ খেলিয়ে দেশগুলোর বিরুদ্ধে খেলা না কি ভারতীয় ফুটবলের জন্য ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। ঐতিহাসিকই বটে। ব্রাজিলের বিরুদ্ধে ৪, উরুগুয়ের বিরুদ্ধে ৬, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৫ গোল। লজ্জার ইতিহাস তৈরি করছে ভারতীয় ফুটবল। নিউজিল্যান্ডের হয়ে এদিন জোড়া গোল করলেন জেসি র‍্যান্ডাল। একটি করে গোল ক্রিস উড এবং লাচলান বেলিসের। অন্য গোলটি বিজয় ভার্গিসের আত্মঘাতী।

আনোয়ার আলি না খেললে ক্লাব হোক বা দেশ, সমস্যা হবেই। এদিন শুরু থেকেই ভারতীয় রক্ষণে তাঁর অভাব ছিল স্পষ্ট। নিউজিল্যান্ড যে গতিতে ফুটবলটা খেলছিল, তার সঙ্গে তাল মেলাতেই পারছিলেন না খালিদ জামিলের ফুটবলাররা। কিছু বুঝে ওঠার আগেই প্রথম গোল। বাম প্রান্ত থেকে আসা বল ক্লিয়ার করতে গিয়ে বিজয়ের গায়ে মেরে বসলেন পরমবীর। তার গায়ে লেগে বল জালে। ভারতের গোল করার সহজ সুযোগ চলে এসেছিল মনবীরের সামনে। রায়ান উইলিয়ামসের ডান দিক থেকে আশা বল তিনি যথেষ্ট সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে পেয়েছিলেন। ৩৫ মিনিটে নিউজিল্যান্ডের হয়ে দ্বিতীয় গোল র‍্যান্ডালের। সামনে তখন সেই বিজয়। ৪৩ মিনিটের সহজ বল ক্লিয়ার করতে পারলেন না পরমবীর। ভারতীয় ফুটবলে কম মানের ফুটবলাররাও যে অনেক বেশি বেতন পান, এই ম্যাচগুলো বুঝিয়ে দিয়ে যায়। গোল করলেন আবার রানডাল।

বিরতির পর যে ব্যবধান বাড়বে জানাই ছিল। নটিংহ্যাম ফরেস্টের স্ট্রাইকার ক্রিস উড চতুর্থ গোল করলেন ৫৭ মিনিটে। ৭৪ মিনিটে পঞ্চম গোল বেলিসের। তবে ভারত যে ষষ্ঠ গোল হজম করেনি তার পুরো অবদান বিশাল কাইথের। ভারতীয় ফুটবলে টাইব্রেকারে নিজের মুন্সিয়ানা বারবার প্রমাণ করেছেন। এবার প্রমাণ করলেন নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে। ৭৮ মিনিটে বিল তুইলোমার নেওয়া পেনাল্টি শট দুরন্ত দক্ষতায় বাঁচান বিশাল। তিনি ছাড়া এই ম্যাচে ভারতের দিক থেকে ইতিবাচক কিছুই নেই। নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে আরও একটি প্রীতি ম্যাচ খেলবে ভারত। সেই ম্যাচেও লজ্জাই অপেক্ষা করবে, বলাই যায়।

ভারত : বিশাল, আকাশ, পরমবীর (নামতে), বিজয় (মেহতাব), অভিষেক (জয়), অনিরুদ্ধ (তোম্বা), মনবীর (ডেভিড), রায়ান, জিতিন (সুহেল), লিস্টন (সানান), ফানাই (রিকি)

সামিকে ধরেই কর্ণাটক ম্যাচের ছক

আজকালের প্রতিবেদন: ১৪ নভেম্বর থেকে শুরু সৈয়দ মুস্তাক আলি টি২০ প্রতিযোগিতা। প্রথম দিনেই কর্ণাটকের বিরুদ্ধে মাঠে নামছে বাংলা। শুরুতেই শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে মাঠে নামতে হলেও আতঙ্কিত নন বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা। স্বপ্ন দেখছেন মহম্মদ সামি, মুকেশ কুমার, শাহবাজ আহমেদদের নিয়ে। নিউজিল্যান্ড থেকে উড়ে এসে ইতিমধ্যেই দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন মুকেশ কুমার। বৃহস্পতিবার মুম্বই পৌঁছোনোর কথা সামিরও। তাঁকে ধরেই কর্ণাটক ম্যাচের ছক কষছেন লক্ষ্মী।

বৃহস্পতিবার দুপুরে মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে টানা ২ ঘণ্টা অনুশীলন করে বাংলা। মুকেশ কুমার থেকে শুরু করে সব ক্রিকেটারই পুরোদমে অনুশীলন করেন। সামি দুপুরে না পৌঁছোনোয় তিনি অনুশীলন করতে পারেননি। কোচ লক্ষ্মী জানান, শুক্রবার অনুশীলনে নামবেন সামি। শুক্রবার বিকেল ৫টা থেকে অনুশীলন করবে বাংলা দল।

কর্ণাটক ম্যাচের জন্য এখনও প্রথম একাদশ চূড়ান্ত করেনি বাংলা। কোচ লক্ষ্মী বলছিলেন, 'এখনও উইকেট দেখার সুযোগ হয়নি। শুক্রবার উইকেট দেখে সিদ্ধান্ত নেব। সামি থাকায় আমাদের জোরে বোলিং অনেক শক্তিশালী হয়েছে।' তবে যা খবর, জোরে বোলিংয়ের ওপর বাড়তি গুরুত্ব দিতে চলেছে বাংলা। সেক্ষেত্রে প্রথম ম্যাচে তিন জোরে বোলার নিয়ে মাঠে নামতে পারে। *(ছবি: সিএবি)*



আলোচনায় নেতা অভিমন্যু ও কোচ লক্ষ্মীরতন।

SUMEDHA adding values to value

সুমেধা ফিসক্যাল সার্ভিসেস লিমিটেড

CIN: L70101WB1989PLC047465

রেজিস্টার্ড ও কর্পোরেট অফিস: ৬এ, গীতাঞ্জলি, ৮বি, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১

ফোন: (০৩৩) ২২২৯ ৮৯৩৬ / ৬৭৫৮; ই-মেল: investors@sumedhafiscal.com; ওয়েবসাইট: www.sumedhafiscal.com

৩০.০৯.২০২৬ সমাপ্ত দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক ও অর্ধবর্ষের অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র ও পুঞ্জীভূত আর্থিক ফলাফল সম্পর্কিত বিবৃতির সংক্ষিপ্তসার

ক্রম নং	বিবরণ	স্বতন্ত্র						পুঞ্জীভূত						(লক্ষ টাকার অঙ্কে)
		সমাপ্ত ত্রৈমাসিক			সমাপ্ত অর্ধবর্ষ		সমাপ্ত বছর	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক			সমাপ্ত অর্ধবর্ষ		সমাপ্ত বছর	
		৩০.০৯.২০২৬	৩০.০৬.২০২৬	৩০.০৯.২০২৫	৩০.০৯.২০২৬	৩০.০৯.২০২৫	৩১.০৩.২০২৬	৩০.০৯.২০২৬	৩০.০৬.২০২৬	৩০.০৯.২০২৫	৩০.০৯.২০২৬	৩০.০৯.২০২৫	৩১.০৩.২০২৬	
		অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	নিরীক্ষিত	
১	কারবার থেকে মোট আয় (নিট)	২৬৩০.০৬	২২২৩.৯৯	৩৩২৩.২৯	৪৮৫৪.০৫	৫২৮৭.৪৩	১০৯৪৩.১৮	২৬৩৫.৫৫	২২৩১.৬২	৩৩২৯.০২	৪৮৬৭.১৭	৫২৯৯.৪৯	১০৯৬৬.৫১	
২	সংশ্লিষ্ট মেয়াদে নিট মুনাফা/(ক্ষতি) [কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফার আগে]	(৩৯.২৯)	৪১৪.৪৭	১৮১.২০	৩৭৪.৪১	৪৯৬.১৬	২৪৮.৩৪	(৩৪.৫৫)	৪২১.৩৫	১৮৬.৪৬	৩৮৬.০৪	৫০৭.০০	২৪৯.৩৮	
৩	সংশ্লিষ্ট মেয়াদে কর-পূর্ব নিট মুনাফা/(ক্ষতি) [ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফার পরে]	(৩৫.৬৯)	৪২৫.৪৯	১৮১.৩১	৩৮৯.৮০	৫৪৭.৪৫	৩০৯.৫৬	(৩০.৯৫)	৪৩২.৩৮	১৮৬.৫৭	৪০১.৪৩	৫৬৮.২৯	৩১০.৬০	
৪	সংশ্লিষ্ট মেয়াদে নিট মুনাফা/(ক্ষতি) [কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফার পরে]	(২২.১৩)	৩২৩.৮৩	১৪১.৯৫	৩০১.৭০	৪২৬.৬২	২৩৭.৬২	(৮.৪০)	৩৩০.৭৭	১৫৬.৯৯	৩২২.৩৭	৪৪৮.৩৩	২৪২.১১	
৫	সংশ্লিষ্ট মেয়াদে মোট বোধগম্য আয় [সংশ্লিষ্ট মেয়াদে কর-পরবর্তী মুনাফা/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য বোধগম্য আয় (কর-পরবর্তী) অন্তর্ভুক্ত করে]	(১৮.৫২)	৩২২.৬৮	১৩৮.১১	৩০৪.১৬	৪২৪.৪৬	২৪২.১৯	(৪.৭৯)	৩২৯.৬২	১৫৩.১৫	৩২৪.৮৩	৪৪৬.১৭	২৪৬.৬৭	
৬	ইকুইটি শেয়ার মূলধন	৭৯৮.৪৪	৭৯৮.৪৪	৭৯৮.৪৪	৭৯৮.৪৪	৭৯৮.৪৪	৭৯৮.৪৪	৭৯৮.৪৪	৭৯৮.৪৪	৭৯৮.৪৪	৭৯৮.৪৪	৭৯৮.৪৪	৭৯৮.৪৪	
৭	রিজার্ভ [ইন্ড-এএস অনুযায়ী পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদে]	–	–	–	–	–	৫,২৭৩.৮৪	–	–	–	–	–	৫,৭১৭.৬৪	
৮	₹১০/- মূল্যের প্রতিটি শেয়ার পিছু আয় (চালু কারবারের ক্ষেত্রে)													
	(ক) বুনিয়াদি (₹)- বার্ষিকীকৃত নয়	(০.২৮)	৪.০৬	১.৭৮	৩.৭৮	৫.৩৪	২.৯৮	(০.১০)	৪.১৪	১.৯৭	৪.০৪	৫.৬২	৩.০৩	
	(খ) মিশ্রিত (₹)- বার্ষিকীকৃত নয়	(০.২৮)	৪.০৬	১.৭৮	৩.৭৮	৫.৩৪	২.৯৮	(০.১০)	৪.১৪	১.৯৭	৪.০৪	৫.৬২	৩.০৩	

প্রষ্টব্য:
১. ওপরে লেখা আর্থিক ফলাফলগুলি ১২ নভেম্বর, ২০২৬ আয়োজিত নিজ নিজ সভায় অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচিত এবং পরিচালন পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে।
২. মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স দ্বারা প্রজ্ঞাপিত তফসিল III ডিভিশন III অনুযায়ী এই কোম্পানি এনবিএফসি ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (ইন্ড এএস) গ্রহণ করেছে। সেইমতো ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ সমাপ্ত ২য় ত্রৈমাসিক ও অর্ধবর্ষের উপরিলিখিত আর্থিক ফলাফলগুলি (অতঃ/ পুঞ্জীভূত) এনবিএফসি ফরম্যাট ও ভারতে সাধারণভাবে প্রচলিত অ্যাকাউন্টিং নীতি অনুসারী এবং ৩১ মার্চ, ২০২৬ সমাপ্ত তুল্য অর্থবর্ষের ফলাফলগুলিও ইন্ড এএস এনবিএফসি ফরম্যাট অনুসারী।
৩. ব

রোহিতের সঙ্গে ওপেনে হয়তো ঈশান, খেলতে পারেন সিরাজও





অনুশীলনের ফাঁকে খুনসুটি অক্ষর প্যাটেল এবং বিরাট কোহলির। অস্থায়ী অধিনায়ক শ্রেয়স আয়ারের সঙ্গে আলোচনায় কোচ গৌতম গম্ভীর। ছবি: এক্স

সিরিজ জয়ের হাতছানি ভারতের

আজকালের প্রতিবেদন

অকল্যান্ড ও হ্যামিলটনের সিম-সহায়ক উইকেটের কঠিন পরীক্ষা পেরিয়ে ভারতীয় শিবির পৌঁছে গেল এখন বে ওভালে। শুক্রবার সিরিজের চতুর্থ একদিনের ম্যাচে নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি হওয়ার আগে মাউন্ট মাউঙ্গানুই পৌঁছোতে ভারতীয় ক্রিকেটারদের স্থানীয় মাওরি সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী 'হাকা' নৃত্যে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়। স্থানীয় দুই প্রবীণের এই প্রথাগত অভ্যর্থনায় মুগ্ধ কোচ গৌতম গম্ভীর থেকে শুরু করে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত অধিনায়ক শ্রেয়স আয়ার।

সাত বছর আগে শেষবার ঘরের মাঠে ভারতের কাছেই একদিনের সিরিজ হেরেছিল কিউয়িরা। টানা ১১টি সিরিজ অপরাজিত থাকার দৌড় ইতিমধ্যেই থেমে গিয়েছে। সিরিজে ইতিমধ্যে দুটি ম্যাচ জিতে রয়েছে ভারত। তৃতীয় একদিনের ম্যাচটি বৃষ্টিতে পরিত্যক্ত হয়ে যাওয়ায় ভারত যে সিরিজ হারছে না, তা নিশ্চিত। বরং সিরিজ হার বাঁচাতে শেষ দু'টি ম্যাচে জিততেই হবে মিচেল স্যান্টনারের দলকে। আসন্ন টেস্ট সিরিজের কথা মাথায় রেখে দুই শিবিরেই বড়সড় রদবদল ঘটেছে। মাত্র তিনদিনের ব্যবধানে টেস্ট ম্যাচ শুরু হওয়ায় অধিনায়ক শুভমান গিল, পেসার অংশুল কম্বোজ এবং অর্ধেক কোচিং স্টাফ ইতিমধ্যেই টেস্ট শিবিরে যোগ দিয়েছেন। একই পথে হেঁটে নিউজিল্যান্ডও টম লাথাম, ড্যারিল মিচেল ও গ্লেন ফিলিপসদের ছেড়ে দিয়েছে। যার ফলে শুভমানের জায়গায় প্রথমবার একদিনের ক্রিকেটে ভারতকে নেতৃত্ব দেওয়ার দায়িত্ব পেয়েছেন টি২০ অধিনায়ক শ্রেয়স আয়ার।

আজ

চতুর্থ ওডিআই

ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড

(সকাল ৭-৩০। সোনি স্পোর্টস)

প্রথম দুই ম্যাচে বাউন্স ও শর্ট বলের সামনে কিছুটা অস্বস্তিতে থাকলেও, মাউন্ট মাউঙ্গানুইয়ের ব্যাটিং সহায়ক উইকেটে চেনা ছন্দে ফিরতে মরিয়া শ্রেয়স। শুভমানের অনুপস্থিতিতে রোহিত শর্মার সঙ্গে ব্যাটিং ওপেন করতে দেখা যেতে পারে ঈশান কিষাণকে। অংশুল কম্বোজ না থাকায় আগস্টের শ্রীলঙ্কা সফরের পর ফের দেশের জার্সিতে সুযোগ পেতে পারেন মহম্মদ সিরাজ। পিচের চরিত্র বুঝে দ্বিতীয় স্পিনার হিসেবে কুলদীপ যাদবকেও খেলানোর ভাবনা রয়েছে টিম ম্যানেজমেন্টের। অন্যদিকে, কিউয়ি শিবিরে যোগ দিয়েছেন ফিন অ্যালেন, মিচ হে ও ব্রেট র‍্যান্ডেলরা। একদিনের ক্রিকেটে কেরিয়ারের দীর্ঘতম সুযোগ কাজে লাগাতে মরিয়া থাকবেন কিউয়ি ওপেনার টিম সাইফার্টও।

গত সপ্তাহে প্রচুর বৃষ্টি হলেও ম্যাচের আগে আবহাওয়া পরিষ্কার থাকায় পূর্ণাঙ্গ ম্যাচ হওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা নেই। এই মাঠে শেষ চারটি দিন-রাতের ম্যাচেই জয় পেয়েছে পরে ব্যাট করা দল। টস যে বড় ভূমিকা পালন করতে চলেছে, বলার অপেক্ষা রাখে না। অভিজ্ঞ রোহিত-কোহলির ব্যাটে ভর করে শ্রেয়সের নেতৃত্বে সিরিজ পকেটে পুরে, টেস্টের মহড়া সেরে রাখাই লক্ষ্য ভারতীয় দলের।

ফিট ঋষভ গেলেন নিউজিল্যান্ডে

যা আশা করা হয়েছিল, তাই হল। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সেন্টার অফ এক্সেলেন্স (সিওই) ফিট ঘোষণা করল তারকা উইকেটকিপার-ব্যাটার ঋষভ পন্থকে। বৃহস্পতিবার সকালেই তিনি সিঙ্গাপুর হয়ে নিউজিল্যান্ডের উদ্দেশে পাড়ি দিয়েছেন। টেস্ট সিরিজ শুরুর আগে এটা ভারতের জন্য খুবই ভাল খবর। ১ নভেম্বর প্রথম ফিটনেস টেস্টে উত্তীর্ণ হতে না পারলেও পরে দুটি ম্যাচ প্র্যাকটিসে অংশ নিয়েছিলেন ঋষভ, যার শেষটি ছিল ১০ নভেম্বর। এই পর্বে ঋষভের ফিটনেসে সন্তুষ্ট সিওই। উল্লেখ্য, চোটের জন্য নিউজিল্যান্ডে ভারত 'এ' দলের হয়ে খেলতে পারেননি ঋষভ। অবশেষে ফিটনেস ছাড়পত্র পেয়ে তিনি গেলেন টেস্ট খেলতে। ফিট হওয়ার জন্য দু'সপ্তাহের বেশি বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে ছিলেন ঋষভ।

অবাক হয়েছেন আকিব

আজকালের প্রতিবেদন

দেশের হয়ে লাল বলের ক্রিকেট আগে খেলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রথমে সুযোগ পেয়েছেন সাদা বলের ক্রিকেটে। কিন্তু যে সুযোগই পাচ্ছেন, সেটা পুরোপুরি কাজে লাগাতে চাইছেন জম্মু ও কাশ্মীরের জোরে বোলার আকিব নবি। গতবার রনজি ট্রফিতে ইতিহাস গড়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল জম্মু ও কাশ্মীর। এই কৃতিত্বে বিরাট অবদান ছিল আকিবের। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে চতুর্থ একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচের আগের দিন আকিব সাংবাদিকদের বলেছেন, 'জম্মু ও কাশ্মীরের হয়ে সাদা বলের ফরম্যাটে আমার রেকর্ড ভালই। কিন্তু সত্যি বলতে কী, দেশের হয়ে সাদা বলের ক্রিকেটে সুযোগ পাওয়ার কথা ভাবিনি। আমি ভেবেছিলাম, লাল বলে আগে সুযোগ পাব। যাই হোক, নিজের দক্ষতা প্রমাণের যে সুযোগই পাচ্ছি, তা কাজে লাগাতে চাই।'

কয়েকদিন আগেই জানা গিয়েছে, নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দুই টেস্টের সিরিজে দলকে সাহায্য করার জন্য অর্শদীপ সিং, আকিব নবিদের রেখে দেওয়া হবে। আকিবের কথায়, 'এটা আমাদের জন্য দারুণ সুযোগ। নিউজিল্যান্ডের পরিবেশে কীভাবে লাল বলে বোলিং করতে হবে, তার একটা ভাল অভিজ্ঞতা হবে। দলের সঙ্গে থেকে যাওয়ায় অনেককিছুই শিখতে পারব।' চলতি বছরে শ্রীলঙ্কা সফরে টেস্ট দলে সুযোগ পেলেও অভিষেক হয়নি আকিবের। ফলে টেস্ট অভিষেকের অপেক্ষা বাড়ছে এই জোরে বোলারের।

ফাইনালে ফের ভারত-পাক দ্বৈরথ

সেমিতে আফগানদের ওড়ালেন আর্যবীররা

আজকালের প্রতিবেদন

অনূর্ধ্ব ১৯ এশিয়া কাপ ক্রিকেটের ফাইনালে শনিবার মুখোমুখি দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত-পাকিস্তান। বৃহস্পতিবার সেমিফাইনালে দু'দলই তাদের প্রতিপক্ষকে উড়িয়ে দিয়ে ফাইনালে উঠেছে।

ওমানে প্রথম সেমিফাইনালে পাকিস্তান (১৪১/১) ৯ উইকেটে হারায় শ্রীলঙ্কাকে (১৩৮)। পরের সেমিতে ভারত (২৩০/২) আফগানিস্তানকে (২২৭/৮) হারিয়েছে ৮ উইকেটে, ৭৯ বল খেলা বাকি থাকতে। ফাইনালে যুব ভারতের সামনে জোড়া বদলা নেওয়ার চ্যালেঞ্জ। চলতি প্রতিযোগিতার গ্রুপ পর্বে ভারতকে হারায় পাকিস্তান। এছাড়াও ২০২৫-এর অনূর্ধ্ব ১৯ এশিয়া কাপের ফাইনালে পাকিস্তানের সমীর মিনহাসের ১৭১ রানের দাপটে হেরেছিল ভারত। তার আগে ২০২৪-এর ফাইনালেও ভারত হারে বাংলাদেশের কাছে। তাই এবার লক্ষ্য রায়চন্দানির ভারতের সামনে অনূর্ধ্ব ১৯ এশিয়া কাপ ফাইনালের ব্যর্থতা ঢাকার চ্যালেঞ্জ।

এদিন স্বয়ং অধিনায়ক লক্ষ্য (৯০ বলে ৯৩ রান, ১৩টি চার, ১টি ছয়) দলকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে সহজে জিতিয়ে বোঝালেন পাকিস্তানের জন্য তিনি প্রস্তুত। জেতার জন্য ২২৮ তাড়া করতে নেমে লক্ষ্য এবং দারুণ ছন্দে থাকা আর্যবীর শেহবাগ (৫৭ বলে ৫১, ৪টি চার, ৪টি ছয়) প্রথম উইকেটে ১১৭ রান তুলে জয়ের ভিত গড়ে দেন। শেহবাগ-পুত্র অর্ধশতরান করে আউট হওয়ার পর দ্বিতীয় উইকেটে ভিকে বিনীতকে (৬২ বলে অপরাজিত ৫৭) নিয়ে ৭৭ রানের জুটি গড়েন লক্ষ্য। কিন্তু মাত্র ৭ রানের জন্য শতরান হাতছাড়া তাঁর। এরপর বিনীতের সঙ্গে বাকি কাজ সারেন যশবর্ধন চৌহান (অপরাজিত ১৬)। এর আগে টস জিতে আগে ব্যাট করে আফগানিস্তান তোলে ২২৭/৮। ভারতীয় বোলারদের মধ্যে সবচেয়ে সফল ঈশান সুদ (৩/৪৩)। চলতি অনূর্ধ্ব ১৯ এশিয়া কাপে তাঁর ঝুলিতে আপাতত ১১ উইকেট।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

অনূর্ধ্ব ১৯ আফগানিস্তান ৫০ ওভারে ২২৭/৮, শাহ ফয়জল রহিমি ৫১ (৭২), নোমান সালারজাই ৫১ (৭৮), ঈশান সুদ ৩/৪৩। অনূর্ধ্ব ১৯ ভারত ৩৬.৫ ওভারে ২৩০/২, লক্ষ্য রায়চন্দানি ৯৩ (৯০), ভিকে বিনীত অপরাজিত ৫৭ (৬২), আর্যবীর শেহবাগ ৫১ (৫৭)

- **অনূর্ধ্ব ১৯ ভারত জয়ী ৮ উইকেটে**
- **ম্যাচের সেরা: লক্ষ্য রায়চন্দানি**





আক্রমণাত্মক মেজাজে অধিনায়ক লক্ষ্য রায়চন্দানি এবং আর্যবীর শেহবাগ। ছবি: এক্স

খেলার খুচরো

এসওএম পদে

এআইএফএফ নির্বাচনের আগে স্পোর্টসপারসনস অফ মেরিটের (এসওএম) চারটি পদের জন্য লড়াই হবে ২৩ নভেম্বর। প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন জো পল আনচেরি, ব্রুনো কুটিনহো, বেমবেম দেবী, শুক্লা দত্ত প্রমুখ।

শ্রীকান্ত, লক্ষ্য

জাপান মাস্টার্স ব্যাডমিন্টনের কোয়ার্টারে কিদাম্বি শ্রীকান্ত এবং লক্ষ্য সেন। শ্রীকান্ত বিশ্বের ৮ নম্বর জাপানের কোদাই নারাওকাকে হারালেন ২১-১৫, ১১-২১, ২১-১৮। লক্ষ্য ২১-৮, ২১-১৪ হারান চীনের ডং তিয়ানকে।

রুপো ভিভানের

দোহায় বিশ্ব শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে বৃহস্পতিবার ছেলেদের ট্র্যাপ ইভেন্টে রুপো পেলেন ভারতের ভিভান কাপুর। একইসঙ্গে ভারত পেয়ে গেল ২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকের আরও একটি কোটা।

সাকিবের ৭

পাকিস্তানের (৪৩৪/৯ ডিক্লেঃ) বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে শ্রীলঙ্কা (৪৪৬) এগোলেও নায়ক পাক জোরে বোলার সাকিব খান। নিলেন ৭ উইকেট। চতুর্থ দিনের শেষে পাকিস্তান দ্বিতীয় ইনিংসে ৫৭/১।

ছাঁটাই ক্যারিক

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ধুঁকতে থাকা ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ছেঁটেই ফেলল কোচ মাইকেল ক্যারিককে। বৃহস্পতিবার বিবৃতিতে জানাল ম্যান ইউ। নতুন কোচের দৌড়ে অনেকটাই এগিয়ে মরিসিও পোচেত্তিনো।

গাঁটছড়া বাঁধল

কালীঘাট ক্লাবের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধল অ্যাডামাস বিশ্ববিদ্যালয়। আপাতত ক্রিকেটে। জার্সি উন্মোচনও হল। কালীঘাট ক্লাবের লাল বলের নেতৃত্বে শুভম চ্যাটার্জি, সাদা বলের অধিনায়ক রণজ্যোত সিং খাইরা।

চ্যালেঞ্জ নিচ্ছেন লাল-হলুদের মহিলা দলের কোচ অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজ

'আইডব্লুএল জয়ের হ্যাটট্রিক হবে'

প্রসূন চন্দ

সদ্য ইতিহাস গড়েছেন। ইস্টবেঙ্গলকে পৌঁছে দিয়েছেন এএফসি উওমেন্স চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে। এর মধ্যেই আজ, শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে ইন্ডিয়ান উওমেন্স লিগ। টানা তৃতীয়বার খেতাব জয়ের যুদ্ধে নামার আগে একান্ত সাক্ষাৎকারে লাল-হলুদ মহিলা দলের কোচ অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজ।

■ আপনাকে অভিনন্দন এসিএলের শেষ আটে ওঠার জন্য। প্রথম ভারতীয় কোচ হিসেবে এই নজির। অনুভূতি কেমন?

অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজ: গত মরশুমে অল্পের জন্য এই সুযোগ হাতছাড়া হয়েছিল। গোল-পার্থক্যে পিছিয়ে থেকে কোয়ার্টারে পৌঁছোতে পারিনি। এবার সেই গোল-পার্থক্যেই যোগ্যতা অর্জন করলাম। আমি আর আমার দল একসঙ্গে লড়াই করে ইতিহাস গড়েছি, ভাল লাগাই স্বাভাবিক। তবে অস্বীকার করব না, এক চরম সত্যের মুখোমুখি হলাম।

■ কী সেই সত্য?

অ্যান্থনি: এশিয়ার অন্যান্য দেশের ফুটবল কত এগিয়ে আছে ভারতীয় ফুটবলের তুলনায়, সেটা গ্রুপ লিগের ম্যাচগুলিই বুঝিয়ে দিল। শারীরিক ও মানসিক ভাবে এবং টেকনিক্যাল দক্ষতায়- আমরা সবদিক থেকেই কয়েকশো যোজন পিছিয়ে। এখান থেকে উন্নতির উপায় একটাই। আরও প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলা। আমাদের মেয়েরা নিয়মিত খেললে, তবেই লড়াই করতে পারবে। সারা মরশুমে ১৪-১৫টি ম্যাচ খেলে সর্বোচ্চ পর্যায়ে ভাল ফল আশা করা বোকামি। ভারতীয় ফুটবলের পুরো ইকোসিস্টেমে পরিবর্তন দরকার।

■ ২০২৭-এর মার্চে কোয়ার্টার ফাইনাল। তখন আরও কঠিন দলের বিরুদ্ধে খেলতে হবে। মাঝের সময়ে দলকে তৈরি করতে পারবেন?

অ্যান্থনি: সমর্থকদের শুনতে খারাপ লাগবে। কিন্তু এটাই সত্যি, আমি পারব না। কারণ, আইডব্লুএল শেষ হলেই ফিফা উইন্ডো থাকবে। বেশির ভাগ ফুটবলার জাতীয় দলে যাবে। দলে চোট-আঘাত সমস্যাও আছে। এছাড়া আরও বেশ কিছু অভ্যন্তরীণ বিষয় আছে। সে সব প্রকাশ্যে বলতে চাই না। তবে আমরা সর্বস্ব দিয়ে চেষ্টা করব।

■ ক্লাবের তরফে কোনও বার্তা পেয়েছেন?

অ্যান্থনি: এসিএলের কোয়ার্টারে পৌঁছোনোর পর এখনও পর্যন্ত আমার কাছে কোনও বার্তা আসেনি। আইডব্লুএল অভিযানের আগেও কেউ কিছু বলেনি।

■ আপনি চারবারের আইডব্লুএল চ্যাম্পিয়ন। ইস্টবেঙ্গলকে পরপর দু'বার খেতাব জিতিয়েছেন।

অ্যান্থনি: (প্রশ্ন থামিয়ে) এবার লড়াই কঠিন হবে। কারণ, আমরা হ্যাটট্রিকের সামনে দাঁড়িয়ে। কিন্তু আমি চ্যালেঞ্জ নিচ্ছি, এবারও আমরাই জিতব। সমর্থকরা এসিএলের সময় যেভাবে মাঠে গিয়ে দলকে উৎসাহিত করেছেন, এবারও সেটাই আশা করব। কথা দিচ্ছি, আপনাদের হতাশ করব না। হাসিমুখেই বাড়ি ফিরবেন।

(সাংবাদিক সম্মেলনে অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজ। ছবি: প্রতিবেদক)



জিতলেই নকআউটে উঠবে জাভির দল

আজকালের প্রতিবেদন

উয়েফা নেশন্স লিগে আজ নামছে জার্মানি, নেদারল্যান্ডসের মতো দুই বড় দল। একদিকে, জার্মানি খেলবে সার্বিয়ার বিপক্ষে। এই গ্রুপের সবচেয়ে দুর্বল দল সার্বিয়া। এখনও পর্যন্ত চারটি ম্যাচের সবকটিতেই হেরেছে তারা। তবে জার্মানিও নতুন কোচ য়ুরগেন ক্লপের অধীনে খুব একটা সুবিধাজনক জায়গায় নেই। চার ম্যাচে মাত্র একটিতে জয়। হার একটি এবং ড্র দুটি। এই অবস্থায় চাপের পাহাড় সরাতে সার্বিয়ার বিরুদ্ধে জয় ছাড়া গতি নেই জার্মান ব্রিগেডের।

আজ

নেশন্স লিগে

সার্বিয়া বনাম জার্মানি

নেদারল্যান্ডস বনাম গ্রিস

(রাত ১-১৫)

সোনি স্পোর্টস

অন্যদিকে, গ্রুপ 'বি'-র শীর্ষে থাকা নেদারল্যান্ডসের মুখোমুখি হবে দ্বিতীয় দল গ্রিস। দু'পক্ষই দুটি করে ম্যাচ জিতেছে ও ড্র করেছে। সুতরাং, এই ম্যাচটিতে লড়াই হাড্ডাহাড্ডি হবে আশা করা হচ্ছে। আগের পর্বে দু'দলের ম্যাচ ড্র হয়েছিল। বিশ্বকাপের পর নতুন কোচ জাভির অধীনে ডাচরা ভাল ফুটবল উপহার দিয়েছে। এদিন জিতলেই পরের রাউন্ডে পৌঁছে যাবে নেদারল্যান্ডস।

ম্যাচের দিন বদল ইস্টবেঙ্গলের

আজকালের প্রতিবেদন

চারটি ম্যাচের দিন বদল হল আইএসএলের। সেই নতুন সূচি বৃহস্পতিবার নিজেদের সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘোষণা করেছে আইএসএল। এই চারটি ম্যাচের মধ্যে রয়েছে ইস্টবেঙ্গলের একটি ম্যাচ। ২১ ডিসেম্বর যুবভারতীতে নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে মাঠে নামার কথা ছিল ইস্টবেঙ্গলের। নতুন সূচি অনুযায়ী এই ম্যাচটি হবে ১২ জানুয়ারি বিকেল পাঁচটা থেকে। যদিও সরকারিভাবে জানানো হয়নি ম্যাচের দিন বদল কেন হল। তবে মনে করা হচ্ছে ১৯ ডিসেম্বর যুবভারতীতে একটি বড় গানের অনুষ্ঠান থাকার কারণেই, দু'দিনের মধ্যে যে ম্যাচ আয়োজন সম্ভব নয় তা বুঝতে পেরেছিল আইএসএল। তাই ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচের দিন বদল হয়েছে। অন্যদিকে ছুটি কাটিয়ে রবিবার থেকে অনুশীলন শুরু করছে ইস্টবেঙ্গল। বড় হারের ধাক্কা কাটিয়ে কীভাবে দলকে মানসিকভাবে চাঙ্গা করেন কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস, সেটাই দেখার।

কোচই আমাদের খিদে বাড়িয়েছেন: সুলঞ্জনা



আজকালের প্রতিবেদন

এএফসি উওমেন্স চ্যাম্পিয়ন্স লিগ অতীত। শুক্রবার থেকে ইন্ডিয়ান উওমেন্স লিগ অভিযানে নামছে ইস্টবেঙ্গল। কল্যাণী স্টেডিয়ামে লাল-হলুদের প্রথম ম্যাচ সন্ধে ৭টায়, গোকুলাম কেরালার বিরুদ্ধে। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগেরদিন বিকেলে সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন দুই দলের কোচ এবং ফুটবলাররা। এসেছিলেন কিকস্টার্ট এফসি এবং সেতু এফসি-র প্রতিনিধিরাও। সম্মেলনের মাঝেই লাল-হলুদ কোচ অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজ প্রতিপক্ষকে নিয়ে বলছিলেন, 'গোকুলাম কেরালা মোটেই সহজ প্রতিপক্ষ না। তাই জিততে হলে আমাদেরও কঠিন লড়াই করতে হবে। আগে আমরা কী কী সাফল্য পেয়েছি, সেসব ভুলে গিয়ে নতুন করে ঝাঁপাতে চাই।' লাল-হলুদ ফুটবলার সুলঞ্জনা রাউল বলছিলেন, 'জয় ছাড়া আর কিছু ভাবছি না। কোচই আমাদের মধ্যে এই খিদেটা বাড়িয়ে দিয়েছে। উনি একদম গোল হজম করা, ম্যাচ হারা পছন্দ করেন না। তাই আমরাও প্রতিযোগিতার শুরু থেকেই টানা তিনবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার চ্যালেঞ্জ নিচ্ছি।'

আজ আইডব্লুএলে

ইস্টবেঙ্গল বনাম গোকুলাম

(কল্যাণী। সন্ধে ৭-০০)

আইডব্লুএল ইউটিউব

কল্যাণীতে সন্ধেবেলায় ম্যাচ। খেলা শেষ হবে রাতে। এই সূচি কি দলের ওপর কোনও বিরূপ প্রভাব ফেলবে? ইস্টবেঙ্গল কোচের প্রতিক্রিয়া, 'যাঁরা সূচি ঠিক করেছেন, তাঁদের ধন্যবাদ। ভরদুপুরে, রোদের মধ্যে আমার মেয়েদের খেলতে হবে না। এর চেয়ে ভাল আর কিছু হয় না।' তবে এই সময়ে তো সমর্থকরাও মাঠে যেতে দু'বার ভাববেন। কারণ, কলকাতা থেকে এত দূরে খেলা হবে। সেই প্রসঙ্গে সুলঞ্জনা বলছিলেন, 'সবাই দেখেছেন, এএফসি-তে আমরা কীভাবে খেলেছি। আইডব্লুএল নিয়েও সমর্থকদের অনেক প্রত্যাশা। তাই সূচি যেমনই হোক, আমি নিশ্চিত ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা অবশ্যই মাঠে যাবে।'



S24 PAGS	117
N24 PAGS	117
RANAGHAT	117
ARAMBAGH	116
BURDWAN	116
BOLPUR	115
MIDNAPUR	114
BANKURA	113
SILIGURI	100
MALDA / BALURGHAT	108
FALAKATA	100
ALIPURDUAR	99

CONTACT-80160 91101